বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ
মাসিক কম্পিউটার জগৎ
প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
২০ বর্ষ ০২ সংখ্যা জুন ২০১০
দাম মাত্র ৳৩০
JUNE 2010 YEAR 20 ISSUE 02

- গুগল ল্যাটিচ্যুড
- নতুনধারার গ্রাফিক্স প্রসেসর সিরিজ
- রিমোট অ্যাকসেসের কাজে টিমভিউয়ার
- লিনআক্সে মুভি সমস্যার সমাধান
- ওরাকল ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
- ইন্টারনেটে ব্যাংকিং গ্রাহকের নতুন চাহিদা

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল

SOUTH AFRICA 2010

কমপিউটার জগৎ-ডি.নেট-স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের উদ্যোগে

কমপিউটার লার্নিং সেন্টার খোলার কর্মসূচি শুরু

পাইর‌্যাসিতে বিশ্বে তৃতীয় স্থান সফটওয়্যার শিল্পের কী হবে

Bangladesh-Wait Over for the Machine Readable Passport

মাসিক কম্পিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হওয়ার নিয়ম হার (টাকায়)

দেশ/অঞ্চল	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
বাংলাদেশ	৪০০	৮০০
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৩৫০০	৭০০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩৫০০	৭০০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	৪৫০০	৮৫০০
আমেরিকা/কানাডা	৪০০০	৮০০০
অস্ট্রেলিয়া	৪০০০	৮০০০

গ্রাহকের নাম, ঠিকানাসহ টাকা নগদ বা মানি অর্ডার যোগে "কম্পিউটার জগৎ" নামে রুম নং ১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৮৭৪৬, ৮৬১০৫২২, ৮১২৫৮০৭, ০১৭১১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৫৫৭২৩
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

comjagat.com You are LIVE

কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
জুন ২০১০ বছর ২০ সংখ্যা ০২

সূচীপত্র

১৭ **সম্পাদকীয়**

১৮ **৩য় মত**

২৩ ***প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এবারের বিশ্বকাপ***
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের উনিশতম আসরকে ঘিরে প্রযুক্তির ব্যবহার ছড়ানো হয়েছে সবখানে। এ আসরকে আকর্ষণীয়ভাবে উপভোগ্য করতে যেসব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তা তুলে ধরেছেন **গোলাপ মুনীর**।

২৯ ***কমপিউটার জগৎ-ডি.নেট-স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগ***

৩০ ***ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্সে বাংলাদেশ***

৩৬ ***গুগল ল্যাটিচ্যুড***
গুগল ল্যাটিচ্যুড-এর পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন **আরিফুল হাসান অপু**।

৩৭ ***অভি : নোকিয়ার এক নতুন দিগন্ত***
নোকিয়ার ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা অভি নিয়ে লিখেছেন **মো: লাকিতুল-হে প্রিন্স**।

৪০ ***ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ : উপজেলা চেয়ারম্যানরা কী করবেন?***
ইউএনওদের নেতৃত্বের বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার ওপর লিখেছেন **মানিক মাহমুদ**।

৪৭ ***পাইর্যাসিতে বিশ্বে তৃতীয় স্থান : সফটওয়্যার শিল্পের কী হবে***
বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন **মোস্তাফা জব্বার**।

৪৮ ***আইসিটি উন্নয়নে শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা***
আইসিটি উন্নয়নে শ্রীলঙ্কার গৃহীত উদ্যোগের আলোকে লিখেছেন **মইন উদ্দীন মাহমুদ**।

৫১ ***ইন্টারনেট ব্যাংকিং : গ্রাহকের নতুন চাহিদা***
ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সুবিধা নিয়ে লিখেছেন **প্রকৌশলী সালাহউদ্দীন আহমেদ**।

৫৩ ***মাইক্রোওয়ার্কার্স : ঘরে বসে আয়***
কোনো বিড না করে ডাটা অ্যান্ট্রির কাজের জন্য মাইক্রোওয়ার্কার্স সাইটের ওপর লিখেছেন **মো: জাকারিয়া চৌধুরী**।

৫৯ **ENGLISH SECTION**
* Bangladesh-Wait for the Machine Readable Passport

৬২ **NEWSWATCH**
* HP Introduces the Most Energy-Efficient Laser Printer in the World for Small and Midsize Businesses
* IOE and In4Future Signs Agreement.
* Citi Financial IT Case Competition Kicks off
* ASUS N82Jv Notebook

৬৭ ***গণিতের অলিগলি***
গণিতের অলিগলি শীর্ষক লেখা ধারাবাহিকভাবে লিখছেন **গণিতদাদু**।

৬৮ ***সফটওয়্যারের কারুকাজ***
কারুকাজ বিভাগের টিপগুলো পাঠিয়েছেন **মিতা রহমান, তাহফিজ ও শফিকুজ্জামান**।

৬৯ ***রিমোট অ্যাকসেসের কাজে টিমভিউয়ার***
রিমোট অ্যাকসেসের কাজে টিমভিউয়ার নিয়ে লিখেছেন **এস. এম. গোলাম রাব্বি**।

৭০ ***নতুন ধারার গ্রাফিক্স প্রসেসর সিরিজ***
নতুন ধারার গ্রাফিক্স প্রসেসর সিরিজ নিয়ে লিখেছেন **মো: তাজনীর উর-রহমান**।

৭৫ ***ফ্রিওয়্যারের জগৎ থেকে***
ফ্রিওয়্যারের জগৎ থেকে ফ্রিওয়্যার নিয়ে লিখেছেন **লুৎফুন্নেছা রহমান**।

৭৬ ***লিনআক্সে মুভি সমস্যার সমাধান***
লিনআক্সে মুভি পে-'র সমস্যা ও সমাধান দেখিয়েছেন **মর্তুজা আশীষ আহমেদ**।

৭৭ ***সার্ভার ২০০৮ : ন্যাট রাউটার***
সার্ভারকে ন্যাট রাউটার হিসেবে ব্যবহারের উপায় নিয়ে লিখেছেন **কে এম আলী রেজা**।

৭৯ ***স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর***
স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর নিয়ে লিখেছেন **মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান**।

৮০ ***পাওয়ারপয়েন্টে অ্যানিমেশন তৈরি***
পাওয়ারপয়েন্টে টাইম কাউন্টডাউন ইফেক্টযুক্ত স্-াইড তৈরি ও সমস্যার সমাধান দেখিয়েছেন **সৈয়দ হাসান মাহমুদ**।

৮২ ***মোবাইল ফোনে নিমবাজ মেসেঞ্জার***
মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ নিয়ে লিখেছেন **জাভেদ চৌধুরী**।

৮৭ ***ওরাকল ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন***
ওরাকল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওপর লিখেছেন **মো: ইফতেখারুল ইসলাম**।

৮৮ ***ফটোশপে তৈরি করুন মোহময়ী ঠোঁট***
ফটোশপে মোহময়ী ঠোঁট তৈরির কৌশল দেখিয়েছেন **আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী**।

৯০ ***থ্রিডি ম্যাক্সে আগুনের ইফেক্ট তৈরি***
থ্রিডি ম্যাক্সে আগুনের ইফেক্ট তৈরির কৌশল দেখিয়েছেন **টংকু আহমেদ**।

৯২ ***কমপিউটারের আয়ু দীর্ঘ করুন***
কমপিউটারের আয়ু দীর্ঘ করার জন্য করণীয় কাজ তুলে ধরেছেন **তাসনীম মাহমুদ**।

৯৩ ***নতুন পিসির জন্য অবশ্যই করণীয় কাজ***
পিসির জন্য অবশ্যই করণীয় কাজসমূহ তুলে ধরেছেন **তাসনুভা মাহমুদ**।

৯৪ ***মহাকাশে যেতে তৈরি রোবনাট ২***
আধা-মানুষের মতো রোবনাট নিয়ে যে গবেষণাকর্ম চলছে তা নিয়ে লিখেছেন **সুমন ইসলাম**।

৯৯ ***কমপিউটার জগতের খবর***

১১১ ***গেমের জগৎ***

Advertisers' INDEX

Aftab IT	85
Alohalshoppe	31
Anando Computers	61
APC (American Power Conversion)	83
Bangla Lion	86
Bijoy Online	35
Bijoy Online	39
Bijoy Online	42
Binary Logic (Intel)	73
Binary Logic (Intel)	74
Binary Logic (Microsoft)	116
Bitopi Advertising Ltd.	96
Ciscovalley	91
ComJagat.com	28
Computer Source (Norton)	71
Computer Villege	12
Desktop Computer Connection Ltd	58
DNS	52
Eicra Soft Ltd.	97
Executive Machines Limited (Mac Book)	09
Executive Machines Limited	10
Executive Machines Ltd.	43
Executive Technologies Ltd. (Acer)	2nd Cover
Flora Limited (Dell)	04
Flora Limited (PC)	05
Flora Limited (HP)	03
General Automation Ltd	16
Genuity Systems ((Training)	64
Genuity Systems (Call Center)	65
Globacomm Systems & Solutions	34
Global Brand (Pvt. Ltd. (A Data)	32
Global Brand (Pvt.) Ltd. (ASUS Printer)	45
Global Brand (Pvt.) Ltd. (Printer)	19
Global web out Sourcing	72
Grameen Phone	110
HP	Back Cover
I.E.B	60
I.O.E (vision)	20
I.O.M (Toshiba)	44
IBCS Primex Software	124
Integrated Business Systems	125
J.A.N. Associates Ltd.	63
Khan Jahan Ali	122
Khan Jahan Ali	123
Microsoft Bangladesh	98
Multilink Int Co. Ltd.	06
Multilink Int Co. Ltd.	07
Orient Computers	21
Orientel (Aver media)	120
Orientel (Hitachi)	121
Power Plus (Pte.) Ltd.	11
Prompt Computers	57
Rahim Afrooz Distribution Ltd.	55
Sat Com Computers Ltd.	13
Seltex-International	56
Smart Technologies Sumsung	109
SMART Technologies (Gigabyte)	107
SMART Technologies (HP)	127
SMART Technologies (Lcd Monitor)	14
SMART Technologies (Ricoh Copier)	108
SMART Technologies (Samsung Printer)	126
Some Where in	46
Some Where in	84
Spectrum Engineering Consortium Ltd.	117
SPY Security Systems	22
Star Host IT Ltd	115
Subra Systems	33
Superior Electronics Pvt. Ltd	95
Tech Domain	48
Tech Valley Networks Ltd.	8
Techno BD	66
Unique Business System (Hitachi)	119
United Computer Center	118

কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এ কে এম রফিক উদ্দিন
সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মঈন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী মো: আহসান আরিফ
সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মালয়েশিয়া

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিস্ত্রি
মো: মাহমুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৬৬সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল খান
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ
উৎপাদন ও বিতরণ কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেন (আনু)

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কম্পিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Edward Apurba Singha
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

প্রযুক্তি নিয়ে যেতে হবে সবখানে

প্রযুক্তির সদম্ভ পদচারণা সবখানে। আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে শুরু করে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রযুক্তির প্রবেশ নেই। কোনো ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিকে পাশে ঠেলে কিংবা এড়িয়ে চলার অর্থ হচ্ছে বোকার স্বর্গে বাস করা। এমনকি খেলাধুলাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় উপভোগ্য করে তুলতে চাই প্রযুক্তির ব্যবহার। এর সাক্ষাৎ প্রমাণ বিশ্বকাপ ফুটবলের উনিশতম আসর, যা বসছে এই জুনের ১১ তারিখে, শেষ হবে ১১ জুলাইয়ে। মাসব্যাপী এই খেলার উৎসবের সবখানে পাওয়া যাবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া। দক্ষিণ আফ্রিকাকে এজন্য সে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হয়েছে। সম্প্রসারিত টেলিযোগাযোগের আওতায় আনতে হয়েছে এর দশটি স্টেডিয়ামকে। ব্যবস্থা করতে হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচগুলো থ্রিডি ব্রডকাস্টিংয়ের এবং রেকর্ডিংয়ের। বিশ্বব্যাপী খেলাগুলো সরাসরি সম্প্রচার নিশ্চিত করতে স্যাটেলাইট প্রভাইডারদের কাছ থেকে সার্ভিস কিনতে হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতায় নেমেছে তাদের নিজ নিজ মোবাইল ডিভাইসে বিশ্বকাপ উপভোগের আকর্ষণীয় সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে সংযোজিত প্রযুক্তির নানা দিক তুলে ধরেই আমাদের এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন।

শুধু বিশ্বকাপ ফুটবল নয়, ক্রিকেটসহ সব খেলাই প্রযুক্তির ছোঁয়া পেয়ে আমাদের কাছে দিন দিন আকর্ষণীয় থেকে আকর্ষণীয়তর হচ্ছে। সেই সাথে খেলাধুলার জনপ্রিয়তার পারদমাত্রা সময়ের সাথে উপরে উঠে আসছে। এই যে কতদিন আগে আমাদের দেশমাতৃকার গর্বিত সন্তান মুসা ইব্রাহিম যে এভারেস্ট বিজয় করলেন, সে অভিযানেও প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। প্রযুক্তির পথ বেয়েই আজ পর্বত আরোহণ যেমনি আকর্ষণীয় হয়েছে, তেমনি পর্বতারোহীদের নিরাপত্তা বিধান আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশিমাত্রায় সহজতর করে তোলা হয়েছে।

মোটকথা আমরা আমাদের জীবনের সবক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিকে যত বেশি দ্রুত সংশি-ষ্ট করতে পারবো, সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় অগ্রগমন ঘটবে তত দ্রুতলয়ে। এজন্য এ উপলব্ধি সবচেয়ে বেশিমাত্রায় আসতে হবে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও নীতি-নির্ধারকদের। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এ উপলব্ধি নিয়ে আমরা যদি কাজ করতে পারি, তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা মোটেও অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়। এ উপলব্ধিতে ঘাটতি থাকলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কোনো স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

আরেকটি বিষয়, বিশ্ববাসীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। এ সত্যটুকু ভুলে গেলে চলবে না। এই যে গত ২ মে, ২০১০ আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে 'মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট' ইস্যুর বিষয়টি চালু করলেন, তা কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের চালু করতে হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এর কোনো বিকল্প নেই। কারণ, বিভিন্ন দেশ এই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক করে তুলছে বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় মালয়েশিয়ান কোম্পানি আইআরআইএস মাত্র আট মাসে এই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরি করে। এই পাসপোর্ট অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩৮টি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে এই পাসপোর্ট নকল করা সম্ভব হবে না। এ ধরনের পাসপোর্ট ইস্যু শুরু করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পাসপোর্ট জালিয়াতি এবং পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গিয়ে আমাদের নাগরিকদের যেভাবে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হতো, আশা করা হচ্ছে তা এখন সমূলে বন্ধ হবে। এটা সময়ের বড় প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ বেড়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বেড়েছে। ফলে বিশ্ব এখন রূপ নিয়েছে একটি গে-াবাল ভিলেজ তথা বিশ্বগ্রামে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ৭৫ লাখ বাংলাদেশী নাগরিক চাকরি, লেখাপড়া ও ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োজিত। পাসপোর্ট নিয়ে এদের ভোগান্তি কমাতে এ ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল। এই পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। গত বছরের মার্চে ৫২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রবর্তনের প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এর বাস্তবায়নের কাজ এখন দ্রুত এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশের উলে-খযোগ্যসংখ্যক তথ্যপ্রযুক্তিজানা লোক ফ্রিল্যান্সিং করে দেশে বসে নানা ধরনের তথ্যপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট কাজ করে নিজের ও সেই সাথে দেশের জন্য বিদেশী মুদ্রা আয় করছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধতর করার ক্ষেত্রে এটি একটি উলে-খযোগ্য উপায়। আমাদের দেশে প্রচুরসংখ্যক শিক্ষিত বেকার যুবসমাজকে এ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট করতে পারলে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে আরো উন্নততর করতে পারবো। অনেকে এ কাজটি এখন করছেন। কিন্তু এই ফ্রিল্যান্সিং করে তাদের পাওনা বৈদেশিক মুদ্রা হাতে পেতে নানাধরনের ঝুট-ঝামেলা পোহাতে হয়। এ সমস্যা দূর করার পদক্ষেপ নেয়া খুবই জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • আলতিনা খান • মীর নুরেজুল কবীর সানী • মো: আবদুল ওয়াজেদ

ফ্রিল্যান্সিংয়ে আমাদের সফলতা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

গুডেস্ক মার্কেটপ্লে-সে বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সাররা শীর্ষ দশের মধ্যে সপ্তম অবস্থানে ছিল। মাত্র এক বছরের মধ্যে মোট ১৩ হাজার ঘণ্টার বেশি কাজ করে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সাথে সাথে নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পেরেছে এর সদস্যরা। গুডেস্কে অন্যতম সফল টিম হচ্ছে বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারদের আলফা ডিজিটাল। আলফা ডিজিটাল ছাড়া অসংখ্য বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি নিজেদেরকে স্বাবলম্বী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। আমরা তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই কমপিউটার জগৎ পরিবারকেও।

বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইটে বাংলাদেশীদের গড়া টিমের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি। তারপরও আমাদের এ অবস্থান নিশ্চয় তরুণ মেধাবীদের সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। ভারতসহ অন্যান্য দেশে অসংখ্য ফ্রিল্যান্সার টিম রয়েছে, যাদের বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সহায়তা দিয়ে আসছে। এর ফলে ফ্রিল্যান্সার টিমের সদস্য সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি লাভবান হচ্ছে সহায়তাদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানও। শুধু তাই নয়, এ সংগঠনগুলো দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এসব দেশের আইসিটিসংশি-ষ্ট সংগঠনগুলো সেদেশের তরুণ মেধাবীদের এক্ষেত্রে উৎসাহদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশেও আইসিটিসংশি-ষ্ট বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে যেমন বেসিস, বিসিএস, আইএসপিএবি ইত্যাদি। আমাদের দেশে আইসিটির সুফল পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এ সংগঠনগুলো তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্য থেকে কাজ করবে তা সবার প্রত্যাশা। কিন্তু আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের দেশের আইসিটিসংশি-ষ্ট সংগঠনগুলো দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যতটা না ব্যস্ত, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়িতে। তারা বেশি ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে। ক্ষুব্ধ বোধ করে অন্যের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে, যা রীতিমতো লজ্জাজনক। এমনটি আমরা কেউ আশা করি না। আশা করি এর সুদূর ইতি ঘটবে।

এছাড়াও আমার মনে হয় আইসিটিসংশি-ষ্ট সংগঠনগুলো বেশি ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে বিভিন্ন মেলা আয়োজনের মধ্যে। মেলার প্রয়োজন আছে, তবে ঘন ঘন নয়। এ সংগঠনগুলো যদি ফ্রিল্যান্সারদেরকে উৎসাহ বা প্রেরণা দিত, বিভিন্ন জেলায় জেলায় বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করে গাইডলাইন দিত, তাহলে দেশের বিপুলসংখ্যক আইসিটিসংশি-ষ্ট ফ্রিল্যান্সারের আত্মপ্রকাশ ঘটত। কেননা এসব কর্মশালার মাধ্যমে আইসিটিসংশি-ষ্ট তরুণ মেধাবীরা জানতে পারতো কিভাবে ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায়, কোথায় কাজ পাওয়া যায় ইত্যাদি– যা কমপিউটার জগৎ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছে। তরুণ মেধাবীদের প্রেরণা ও উৎসাহ দেয়ার কাজ শুধু কমপিউটার জগৎ-এর একক দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব আইসিটিসংশি-ষ্ট সংগঠনগুলোসহ আমাদের সবার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

অবসান হোক বিজয়-ইউনিবিজয়ের সাম্প্রতিক প্রাযুক্তিক বিতর্ক

সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে বিজয় এবং ইউনিবিজয় কীবোর্ড নিয়ে দেশের প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকাগুলো, অনলাইনের বিভিন্ন মিডিয়া যেমন কমিউনিটি ব-গ, সোশাল নেটওয়ার্ক, ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় জায়গায় বাংলা কীবোর্ড লেআউট, কপিরাইট প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত বাংলা কমপিউটিংয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, যুক্তিতর্ক এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের সমর্থনে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে পরস্পরকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে।

দুই সফটওয়্যারের গঠন পদ্ধতির মূল পার্থক্য হলো– একটি আসকি এবং অন্যটি ইউনিকোডভিত্তিক মুক্ত সফটওয়্যার। বাংলাদেশে যারা দীর্ঘদিন ধরে কমপিউটার ব্যবহার করছেন, তারা নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন এদেশে কমপিউটিংয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যাপকতা লাভ করে তা মূলত ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের মাধ্যমেই শুরু হয়। আর ডেস্কটপ পাবলিশিং শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে মোস্তাফা জব্বারের বিজয় কীবোর্ডের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে। ৯০-এর দশকে আরো কীবোর্ডের যাত্রা শুরু হলেও বিজয় ছাড়া অন্য কোনো কীবোর্ডই তখন ব্যবহারকারীদের কাছে গৃহীত বা সমাদৃত হয়নি। শুধু তাই নয়, আজ অবধি এর জনপ্রিয়তা অটুট। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, আমাদের দেশের কমপিউটিংয়ের ক্ষেত্রে আজকে যে অবস্থান, তার পেছনে রয়েছে ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের ব্যাপক বিকাশ তথা মোস্তাফা জব্বারের অবদান। তার এ অবদানকে খাটো করে দেখার উপায় নেয়।

আমি যেহেতু আসকি বা ইউনিকোডভিত্তিক মুক্ত সফটওয়্যারের টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে তেমন বুঝি না। সুতরাং এই দুইয়ের ভালো-মন্দ তেমন বুঝি না বুঝি শুধু ইউনিকোডভিত্তিক মুক্ত যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার হচ্ছে তা মোস্তাফা জব্বারের বিজয় কীবোর্ডের অনুরূপ কয়েকটি কী ছাড়া। সেসব কী-এর তেমন ব্যবহারও হতে দেখা যায় না। আমার মতো সাধারণ ব্যবহারকারীর মতে মোস্তাফা জব্বারে দাবির পেছনে যৌক্তিকতা রয়েছে। আমি কীবোর্ডে টেকনিক্যাল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বলতে চাই, যার যা কৃতিত্ব তাকে দেয়া হোক, অন্যথায় এদেশের সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশে পথ থেমে যাবে শুধু মেধার স্বীকৃতি না থাকার কারণে।

এম. জামান
বাঁশেরপুল, ঢাকা

সাইবার ক্রাইম ও প্রতিকার

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ফেসবুক সম্পর্কিত সাইবার ক্রাইম প্রমাণ করে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সফল করতে হলে ইন্টারনেটের ব্যবহার সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার আগে ইন্টারনেট ফিল্টার ব্যবহার করা উচিত। শুধু এক ফেসবুক বন্ধ করে সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আমরা বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে পড়েছি সাইবার ক্যাফেগুলোতে চলমান অনৈতিক কার্যক্রমের বর্ণনা। শুধু সাইবার ক্যাফে নয়, সবখানে বাস্তব চিত্র এর চেয়ে ভয়াবহ। এর জন্য প্রয়োজন দেশের আইটি অভিভাবকদের যথেষ্ট সচেতনতা।

এখন আমরা শিশুদের হাতে, তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ইন্টারনেট তুলে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হই— আলো আসবে...

আমরা কি কখনও খোঁজ নিয়ে দেখেছি– শুধু আলো আসছে, নাকি সাথে ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মি আসছে? গত ১২ বছর যাবৎ আমি ইন্টারনেট সার্ভিস দিয়ে আসছি। আমি দেখেছি এর ব্যবহার, অপব্যবহার ও অনৈতিক ব্যবহার। এখন আমার সন্তানের হাতে শিক্ষার প্রয়োজনেই তুলে দিতে হচ্ছে ইন্টারনেট। কী করে ইন্টারনেট আমার সন্তানের হাতে তুলে দেবো? আজ হোক কাল হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বন্ধুদের প্ররোচনায় হোক, ইন্টারনেটের অনৈতিক ব্যবহারে আমার সন্তান যদি আসক্ত হয়ে পড়ে? এখান থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন ক্রাইমের হাতেখড়ি। এই অতিপ্রয়োজনীয় ইন্টারনেট থেকে তো দূরে রাখাও সম্ভব নয়। সেই দুশ্চিন্তা থেকে দীর্ঘদিন চেষ্টা করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য ইন্টারনেট ফিল্টার ব্যবহার করা উচিত। এটা অ্যান্টিভাইরাসের মতো কমপিউটারে ইনস্টল করতে হয়, যা কমপিউটারে ইনস্টল করলে শুধু ভালো সাইটগুলো ভিজিট করা যাবে, খারাপ সাইটগুলোতে অ্যাক্সেস করা যাবে না। সরকারিভাবে খুব শিগগির প্রতিটি স্কুলে দেয়া হবে ইন্টারনেট সংযোগ। বাসায় বাসায় অভিভাবকরা কোমলমতি শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ইন্টারনেট। সব শিশুই আমার সন্তানের তুল্য। তাই অভিভাবকদের কাছে আকুল আবেদন– ফিল্টার ছাড়া ইন্টারনেট সংযোগ বাসায় বা তুলে নেবেন না। এতে যেমন ব্যান্ডউইডথ ব্যয়/অপচয় কমবে, তেমনি কাজের সুযোগ এবং সময় বাড়বে। সেই সাথে নিয়ন্ত্রিত হবে সাইবার ক্রাইম।

এ. কে. এম. জাহাঙ্গীর
jahan_bijoy@yahoo.com

কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত

যেকোনো লেখা সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত লিখে পাঠান। আপনার মতামত '৩য় মত' বিভাগে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মাসিক কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল : jagat@comjagat.com

ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১০। ১১ জুন দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হবে। শেষ হবে ১১ জুলাই। বিশ্বকাপ ফুটবলের উনিশতম আসর এটি। এ আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতি চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। গোটা বিশ্বের ফুটবল আমুদে মানুষের এ যেনো এক মহোৎসব। মহোৎসব তো বটেই, বত্রিশটি দেশের বত্রিশটি টিম এ খেলায় চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এ খেলাকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে চালানোর জন্য কাজ করবে ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী। ফিফা বিশ্বকাপ ২০১০-এ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে নিয়োজিত থাকবে ৪৫ হাজার পুলিশ কর্মকর্তা। দক্ষিণ আফ্রিকার ১০টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ ফুটবলের এবারের খেলাগুলো। এ দশটি স্টেডিয়ামে ৫ লাখ ৭০ হাজার দর্শকের জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বছরের বিজয়ী দল পাবে ৩ কোটি ডলার। বিশ্বকাপের এই চূড়ান্ত পর্বে ৩২টি দলে স্থান পেতে কোয়ালিফাইং রাউন্ডের খেলায় অংশ নিয়েছে ২০৪টি দেশের ফুটবল দল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাগতিক দেশ হওয়ায় কোনো খেলা না খেলেই ৩২টি দলের একটি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

এই বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনকে ফুটবলপ্রেমী লাখো-কোটি মানুষের কাছে যথাযোগ্য আকর্ষণীয়ভাবে উপভোগ্য করে তুলতে প্রয়োজন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অবকাঠামো। অতএব বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রযুক্তির ভূমিকা কী হবে? সে প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টকে বিশ্ববাসীর কাছে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তোলার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে প্রতিশ্রুতির সূত্র ধরেই দক্ষিণ আফ্রিকা এজন্য আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সম্পন্ন করেছে। বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের স্বাগতিক দেশ হিসেবে এটি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য সব দায়িত্বেরই একটি অংশ। এর আওতায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিশ্চিত করতে হয়েছে TelkomSA-এর সব পাবলিক টেলিযোগাযোগ একচেঞ্জগুলোর মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা। উলে-খ্য, টেলকমএসএ হচ্ছে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সমন্বিত কমিউনিকেশন কোম্পানি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে টেলিযোগাযোগ গড়ে তুলতে হয়েছে ১০টি স্টেডিয়াম ও সেই সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হয়েছে জোহান্সবার্গের উচ্চপ্রযুক্তির ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্ট সেন্টার তথা আইবিসি'র সাথে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে এই প্রথম 'বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১০'-এর খেলাগুলো সম্প্রচার হবে থ্রিডি তথা ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তির মাধ্যমে। এ প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে 'সনি' নামের একটি কোম্পানি। ২৫টি খেলা রেকর্ড করা হবে থ্রিডি ক্যামেরা দিয়ে। এই থ্রিডি টেকনোলজি সেটআপ ছবি তুলতে ব্যবহার করে দুটি ক্যামেরা সিস্টেম। একটি ক্যামেরায় ধারণ করা ছবি দর্শক দেখেন বাম চোখে আর অপরটি ডান চোখ দিয়ে। এসব ছবি দেখার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরনের পোলারাইভড চশমা। দর্শকেরা এ চশমা পরে থ্রিডি ছবি দেখেন।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল

গোলাপ মুনীর

বল

১৯৭৬ সালের পর থেকে প্রতিটি নতুন বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট সামনে নিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ওয়ার্ল্ডকাপ ম্যাচ বল। এবং এর সব বলই তৈরি করেছে অ্যাডিডাস (adidas)। ২০০৬ সালে অ্যাডিডাস নিয়ে আসে Adidas Teamgeist™ এটি ছিল প্রথম বল যার প্যানেলগুলো একসাথে জোড়া লাগানো হয়েছিল তাপ প্রয়োগ করে। অর্থাৎ এ বলটির প্যানেলগুলো ছিল থার্মালি বন্ডেড টুগেদার। এর আগে ফুটবলের প্যানেল বা বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানো হতো প্রচলিত সেলাইয়ের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্য থার্মালি বন্ডেড বল নিয়ে সমালোচনা এসেছিল কয়েকজন সেরা খেলোয়াড়ের পক্ষ থেকে। এরা এ বলের পরিবর্তনশীল পারফরমেন্স নিয়ে কথা তোলেন। যখন বলটি ভিজে যায় তখন এর ওজন বেড়ে যায় এবং এয়ার রেজিস্টেন্স বা বায়ুবাধা কমে যায়। ফলে লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্পোর্টস টেকনোলজি ইনস্টিটিউট'-এর সেরা স্পোর্টস বেফিন তথা ক্রীড়াবিজ্ঞানীরা এসব সমালোচনার পথ বন্ধ করার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন বিশ্বকাপ-২০১০-এর বলের ক্ষেত্রে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেখানে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যে বলটি ব্যবহার হবে এর নাম দেয়া হয়েছে Jabulani। এর অর্থ to celebrate। এ শব্দটি নেয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা isiZalu থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ১১টি রাষ্ট্রভাষার মধ্যে এটি একটি। এ ভাষায় সে দেশের ২৫ শতাংশ মানুষ কথা বলে।

এই বলটির প্যানেলও থার্মালি বন্ডেড অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করে জোড়া লাগানো। এর আটটি অংশ বা প্যানেলের সবই গোলীয় আকারের এক-একটি অংশ। ফলে এ বলটি আগের যেকোনো ফুটবলের তুলনায় আরো মোলায়েম ▸

ও গোলাকার। পাশাপাশি ড. অ্যান্ড্রি হারল্যান্ড ও তার দল বলটির উপরিভাগে একটি সারফেস টেক্সার বা বয়নবিন্যাস সংযোজন করেছেন বল ট্রাকশনের রুট বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ বল চলাচলকে আরো সহজ করে তোলার জন্য। এর নাম Grip N Groove। নবসংযোজিত এই 'গ্রিপ অ্যান গ্রুভ' প্রোফাইল বলটিকে উলে-খযোগ্যভাবে স্থিতিশীল উড্ডয়নে সহায়তা করবে। ফলে খেলোয়াড়েরা এই বল সহজেই আঁকড়ে ধরতে পারবে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ৮টি ত্রিমাত্রিক থার্মালি বন্ডেড প্যানেল দিয়ে এ বল তৈরি। ড. মার্টিনের পাসমুরের সাথে পরামর্শক্রমে লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ের এয়ারোনটিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের জনৈক এয়ারোনটিক্স বিশেষজ্ঞ জাবুলানি বলকে লাফবোরোর উইন্ড টানেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এরপর এরা বলের উপরিভাগে aero groove সৃষ্টির ধারণা নিয়ে আসেন। এর আগে কোনো বলে তা ছিল না।

রোবটের পা দিয়ে বার বার লাথি মারিয়ে এ বল নিয়ে নানামাত্রার পরীক্ষা করা হয়। জাবুলানি এখন প্রস্তুত দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে নামার জন্য।

বুট

বিশ্বকাপ ফুটবলে বুট বেছে নেয়ার অপার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু একটি বুট এখন সংবাদ শিরোনাম হয়ে আসছে। এই বুটটি তৈরি করেছে অ্যাডিডাস। বুটটির নাম দেয়া হয়েছে F50 adiZero। কেনো এই বুট নিয়ে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার এ সময়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে, তার কারণ অনেক। তবে একটি কারণ 'ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপ পে-য়ার অব দ্য ইয়ার' লিওনেল মেসি এ বুট পরে এবার মাঠে নামছেন।

'অ্যাডিজিরো' হচ্ছে অ্যাডিডাসের তৈরি বুটের মধ্যে সবচেয়ে হালকা বুট। এর একটি ইউকে সাইজ ৮.৫ বুটের ওজন মাত্র ১৬৫ গ্রাম। বুট যত পাতলা হবে, পায়ের ওজনও তত কম হবে। ফলে পা চলাচল হবে দ্রুততর। পায়ের এই গতির বিষয়টিই কাজ করছে এ ধারণার পেছনে। বুটের ওজন হালকা করার লক্ষ্য পূরণ করার জন্য সবকিছুতেই ছিদ্র সৃষ্টি করে। বুটের উপরের চামড়া তৈরি করা হয়েছে আল্ট্রা-লাইট তথা অতি-হালকা পলিইউরেথেইন মাইক্রো-ফাইবারের একক টুকরা দিয়ে। এর ইনসোল ছিদ্রযুক্ত। এর ফিতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পায়ের একপাশে, যাতে পায়ের পাতার উপরিভাগ দিয়ে বলে লাথি মারা আরো আরামদায়ক হয়।

প্রযুক্তি এখনো খেলোয়াড়দের জন্য ঘাসের ওপর দিয়ে দ্রুততর গতিতে দৌড়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেনি। এক্ষেত্রে অ্যাডিডাস নিয়ে এসেছে রানিং স্পাইকের ধারণা। অ্যাডিডাস সৃষ্টি করেছে রাবারের পিন্ড থেকে তৈরি ত্রিভুজাকার কিছু গ্রিপ, তা লাগানো হয়েছে বুটের তলদেশে। এটি সহজে মাটিকে ছোঁয়, ফলে খেলোয়াড়রা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ত্বরিত গতিতে ছুটে চলার সুযোগ পায়, যা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় মোকাবেলার জন্য খুবই প্রয়োজন।

শার্ট

ইংল্যান্ডের স্টলওয়ার্ট শার্ট ডিজাইনার Umbro তাদের শার্টে প্রযুক্তি সংযোজন করতে ভুলেনি। তাদের শার্ট দেখতে অনেকটা পুরনো দিনের স্কুলের শার্টের মতোই। সোজাসাপটা

পে-ইন সোজা কলারের এই শার্টে রয়েছে কিছু লুকানো জেম, যা খেলোয়াড়দের শরীর ঠাণ্ডা রাখবে, সেই সঙ্গে দেখতেও সুন্দর দেখাবে।

অনেক খেলোয়াড়ই আজকের দিনে আন্ডারশার্ট পরেন। এর ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে যে, গায়ের দুই পরত জামা-কাপড় দেখলে মনে হবে যেনো একটিই। আন্ডারশার্ট আপারশার্টের সাথে লেগে থাকে, যাতে গায়ে বাতাস ঢুকতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় কথা এই শার্ট খেলোয়াড়দের দক্ষিণ আফ্রিকার খররোদের তাপ থেকে বাঁচাবে। এই শার্ট এমন মাইক্রোফাইবার দিয়ে তৈরি, যা শরীরের ভেতরে বাইরের বায়ু প্রবেশ করতে দেবে এবং ঠাণ্ডা বাতাস শুষে নিয়ে ভেতরে ঢুকাবে। এর কলারের আকারও বেছে নেয়া হয়েছে যৌক্তিকভাবে, যাতে করে বলে হেড মারার সময় কলার কোনো ধরনের বাধার কারণ না হয়।

সরাসরি সম্প্রচারে চারটি ইউটেলসেট উপগ্রহ

চারটি ইউটেলসেট উপগ্রহের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এসব উপগ্রহ পরিচালনা করবে Eutelset Communications। এসব উপগ্রহ খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এর কভারেজের

আওতায় আসবে। ইউটেলসেটের W2A, W3A, W4 এবং W7 নামের এসব উপগ্রহ স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো অতিরিক্ত উৎস ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে। এসব উপগ্রহের সহায়তায় ৩০ দিনের এই বিশ্বকাপ খেলা গোটাবিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার সম্ভব হবে।

ইউরোপিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (ইবিইউ) ডবি-উটুএ স্যাটেলাইটে অতিরিক্ত দুটি ৭২ মেগাহার্টজ ট্রান্সপন্ডার যোগ করে এর বিদ্যমান স্থায়ী ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে তুলবে। এই উপগ্রহগুলোর মাধ্যমে খেলা দেখানো, সংশি-ষ্ট খবর, উলে-খযোগ্য অংশ ও সেরা বিষয়গুলো দেখানোর জন্য ইবিইউ একটি ব্রডকাস্ট সেন্টার খুলেছে সুইটোতে। ৭৫ জন ব্রডকাস্ট মেম্বার ও অন্যান্য আরো অনেক গ্রাহক নিয়োজিত করা হয়েছে সম্প্রসারিত ইউরোপে। ইবিইউ খেলার ছবি সরবরাহ করবে ইউরোপে ডবি-উটুএ উপগ্রহের মাধ্যমে। অফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে ছবি পাঠানো হবে ডবি-উথ্রিএ-র মাধ্যমে।

যেসব গ্রাহক দক্ষিণ অফ্রিকায় রয়েছেন, তারা ইউটেলসেটের স্যাটেলাইট লিঙ্কে ঢুকতে পারবেন। এর মাধ্যমে সরেজমিনে কর্মরত সাংবাদিকরা তাদের নিজ নিজ দেশের স্টুডিওতে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলতে পারবেন। পে-টবকাস্ট, এপিটিএন, আরাকিভা, টেলেনর ও টিভিআই-এর মতো গ্রাহকেরা পরিকল্পনা করছে ডবি-উটুএ, ডবি-উসেভেন ও ডবি-উথ্রিএ-র মাধ্যমে তাদের রিসোর্সকে ট্রান্সমিশনের জন্য আরো জোরদার করে তুলতে।

ইউটেলসেটের প্রধান নির্বাহী মাইকেল ডি রোজেন বলেছেন : 'দক্ষিণ অফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য উনিশতম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ইউটেলসেটকে সুযোগ করে দিয়েছে এর সর্বোচ্চ রিসোর্স দিতে, এর গ্রাহকদের সহায়তা যোগানোর, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদর্শকদের জন্য সরাসরি সম্প্রচার সুবিধা বাড়ানোর জন্য। বিশেষত বিগত ১২ মাসে আফ্রিকায় আমাদের ইউটেলসেট বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় উজ্জীবিত হয়ে অবকাঠামো উন্নয়নে অংশ নিতে পেরে সন্তুষ্ট।'

রাজস্ব আয়ের দিক থেকে বিশ্বের তিনটি সুপরিচিত স্যাটেলাইট অপারেটরের মধ্যে সেরা ▸

হচ্ছে ইউটেলসেট। ইউটেলসেট বাণিজ্যিকভিত্তিতে ২৬টি উপগ্রহ পরিচালনা করে। ইউরোপের সব স্থান এই উপগ্রহের আওতায়। সেই সাথে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ভারত এবং আমেরিকা ও এশিয়ার উলে-খযোগ্য অংশ এর কভারেজের আওতায়।

আইফোন অ্যাপি-কেশন

2ergo 'ফক্স সকার চ্যানেল' এবং 2ergo Americas ফিফা'র বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা কভারেজ দেখার জন্য ফক্স সকার চ্যানেলের 'টিকিট টু সাউথ আফ্রিকা' আইফোন অ্যাপি-কেশনের ঘোষণা দিয়েছে। এই অ্যাপি-কেশন বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে অ্যাপলের App Store থেকে। এর মাধ্যমে যেসব ফুটবলপ্রেমী এখনো সশরীরে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে সুযোগ পায়নি, তাদের আপডেট রাখতে সহায়তা করে এই আইফোন।

এ অ্যাপি-কেশন পাওয়া যাবে Audi-র সৌজন্যে। এতে ব্যাপকভাবে পার্সোনালাইজড কভারেজ পাওয়া যাবে, যা কাজ করবে ওয়ার্ল্ডকাপ সম্পর্কে একটি ওয়ান-স্টপ গাইড হিসেবে। এই বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ১১ জুন দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হবে। শেষ হবে ১১ জুলাই। এই অ্যাপি-কেশন সম্পর্কে এখন বিজ্ঞাপন সম্প্রচারিত হচ্ছে চলমান ফক্স সকার চ্যানেল ও ওয়েবসাইট প্রচারণার মাধ্যমে। সর্বশেষ খবর, স্ট্যান্ডিংস, ফিক্সচার, ফটো গ্যালারি, খেলা অনুষ্ঠানের স্থানের তথ্য ও বিশ্বকাপের ইতিহাস এই অ্যাপি-কেশনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। খেলা শুরু হওয়ার পর লাইভ স্কোরসহ একটি স্ক্রেলিং টিকার আইফোনের পর্দায় দেখা যাবে। এতে একটি ক্লিকের মাধ্যমে ঢোকা যাবে খেলার পরিসংখ্যান, পে-বাই-পে- ইনফরমেশন ও ভিডিও ক্লিপে। এবারের বিশ্বকাপ খেলায় অংশ নেয়া ৩২টি টিম ছাড়াও আইফোন ব্যবহারকারীরা ক্রিয়েট করতে পারবেন 'মাই টিমস' লিস্ট, যাতে করে তারা তাদের পছন্দের দল সম্পর্কিত সংবাদ শিরোনাম ও অন্যান্য তথ্যে সহজে পৌঁছুতে পারেন। এরা এদের বন্ধুদের সাথে বিশ্বকাপ শিরোনাম বিনিময় করতে পারবেন ফেসবুক আপডেট করে।

ফক্স স্পোর্টস ইন্টারন্যাশনালের 'ইন্টারেক্টিভ মিডিয়া'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভবেশ প্যাটেল বলেন, লোভী ফুটবলপ্রেমীরা ফক্স সকার চ্যানেল দেখে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলার আসরের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কভারেজ উপভোগ করার জন্য। টুআরগোর মতো প্রোভাইডারের সাথে কাজ করে ফক্স সকার চ্যানেল এটুকু নিশ্চিত করে যে, ব্যবহারকারীরা কাটিং-এজ ইনফরমেশন সার্ভিস পাচ্ছে উন্নতমানের ব্যবহারবান্ধব আইফোন অ্যাপি-কেশনের মাধ্যমে। প্যাটেল আরো বলেন, এরা লাখ লাখ ফুটপ্রেমীকে আইফোন সরবরাহ করছে তাদের বিশ্বকাপ সম্পর্কিত যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে। এরা ফাস্টমাইজড ফরমেটে ব্যাপক কভারেজ দিয়ে খেলার বিশে-ষণ তুলে ধরছে।

টুআরগো অ্যামেরিকাস-এর বিপণনবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল স্কুলি বলেন, ফক্স সকার চ্যানেল একটি মূল্যবান সুযোগ সৃষ্টি করেছে নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য, সেই সাথে এই সুযোগ পুরনো দর্শকদের সাথে এর সম্পর্ক জোরদার করবে। এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় স্মার্ট আইফোন ও অ্যাপি-কেশনের মাধ্যমে। তার মতে, ফক্স সকার চ্যানেলের সাথে মিলে কাজ করতে পেরে তারা বিস্মিত। এর ফলে বিশ্বব্যাপী আইফোন ইউজারদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পার্সোনালাইজড ফরমেটে ঢোকার সুযোগ দিচ্ছে ফক্স সকার চ্যানেল।

ইএসপিএন ব্যবহার করবে সিসকো টেলিপ্রেজেন্স

ESPN নেটওয়ার্কিং প্রোভাইডার সিসকো ঘোষণা করেছে, ESPN বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১০-এর লাইভ ও রেকর্ডেড কভারেজের জন্য ব্যবহার করবে Cisco TelePresence। এই সলিউশনকে কাজে লাগানো হবে বিশ্ব ফুটবল সমাজের কোচ, খেলোয়াড় ও টিমগুলোর মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য।

Cisco Systems

সিসকো টেলিপ্রেজেন্স দিয়ে ইএসপিএন টেলিভিশন অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে পারবে আরো কার্যকরভাবে ও কম খরচে। এর মাধ্যমে দর্শকরাও আরো উন্নততর দর্শন অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ফেস-টু-ফেস ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতার জন্য সিসকো টেলিপ্রেজেন্স ব্যবহার করে হাইডেফিনিশন অডিও ও ভিডিওপ্রযুক্তি। এ ব্যবস্থা ইএসপিএনের ফুটবল ম্যাচের কভারেজের মান উন্নয়ন ঘটাবে ২০১০ সালের গোটা বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলাগুলো প্রদর্শনের ক্ষেত্রে।

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সিসকো ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক রয়েছে, তা ব্যবহার করে সিসকো ও ইএসপিএন পাল্টে দেবে গোটা স্পোর্টস টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিকে, যেখানে পরিবেশন করা হবে আরো অধিক ওয়েল-টাইমড ভিডিও কনটেন্ট। এর ফলে ফুটবলপ্রেমীরা খেলার আরো উন্নততর বিশে-ষণের সুযোগ পাবেন।

এই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট সম্প্রচারের জন্য সিসকো টেলিপ্রেজেন্স হাইডেফিনিশন রিয়েল-টাইম ভিডিও কমিউনিকেশন সলিউশন ব্যবহার করবে ইএসপিএন। সিসকো টেলিপ্রেজেন্স ব্যবহার করে ইএসপিএন রিমোট ইন্টারভিউ নেয়ার সুযোগ পাবে। দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের নেতা, খেলোয়াড়, কোচ ও ফুটবল আমুদে মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়া যাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এভাবে ফুটবলপ্রেমী মানুষ দূরে অবস্থান করেও এসব রিমোট ইন্টারভিউয়ে অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে। সিসকো টেলিপ্রেজেন্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইএসপিএনের সকার লাইটগুলোর মাধ্যমে এসব সাক্ষাৎ গৃহীত হবে।

অরুণা মিডিয়ার থ্রিডি ডিস্ট্রিবিউশন

সিনেমা ও বিশ্বব্যাপী স্টেডিয়ামে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সরাসরি তথা লাইভ থ্রিডি পরিবেশনের লক্ষ্যে অরুণা মিডিয়া এজি বেছে নিয়েছে SENS10-কে এর মূল লাইভ থ্রিডি ইভেন্টস টেকনোলজি পার্টনার হিসেবে। সুযোগ। এবং অরুণার সাথে কাজ করে সেন্সিও এই চ্যালেঞ্জটিই গ্রহণ করেছে।

অরুণা মিডিয়া এজি বিশ্বাস করে ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের লার্জ ভেন্যু লাইভ থ্রিডি ইভেন্ট কভারেজে সেন্সিও তাদের জন্য আদর্শ পার্টনার। এ কোম্পানি পরিকল্পনা করছে সেন্সিওকে সাথে নিয়ে থ্রিডি সিনেমা ব্রডকাস্ট করবে উন্নতমানের ইমেজ কোয়ালিটি বজায় রেখে।

অরুণা স্বত্বাধিকারী হচ্ছে বিশ্বকাপের আউট-অব-হোম থ্রিডি হাইডেফিনিশন ব্রডকাস্টের।

সেন্সিও থ্রিডি প্রসেসর ব্যবহারকারীদের সুযোগ করে দেবে তাদের ব্যবহারের প্রজেক্টরে বাজারে পাওয়া অনেক থ্রিডি ভিডিও ফিল্ম দেখার। এরা শুধু থ্রিডি ভিডিও তাদের পে-য়ারে ঢুকাবে এবং থ্রিডি প্রসেসর অ্যাক্টিভেট করবে, চশমা পরবে আর ঢুকে যাবে থ্রিডি'র জগতে।

তাছাড়া সেন্সিও থ্রিডি ব্যবহার করা যাবে উন্নতমানের প্রফেশনাল স্টেরিয়োস্কপিক সিগনাল প্রসেসিংয়ে। কারণ এটি একটি প্রোগ্রাইটারি ফ্রেম-কম্প্যাটিবল ফরমেট। এ প্রযুক্তি ১০ বছর আগে উদ্ভাবন করে সেন্সিও। ১০ বছর কাজ করে সেন্সিও এ প্রযুক্তিতে এনেছে যথার্থতা। এই পরিপক্ব প্রযুক্তি ব্যবহার হয়ে আসছে বেশিরভাগ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক লাইভ থ্রিডি ইভেন্ট প্রযোজনায়। ২০১০ সালের বিশ্বকাপ সেন্সিও সহায়তা দেবে লোকাল ডিজিটাল সিনেমা ইন্টিগ্রেটরদের– সিস্টেম ডিজাইন, টেস্টিং ও অরুণার টেকনিকাল স্টাফদের সাথে নিয়ে লাইভ থ্রিডি ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের জন্য।

সেন্সিও এর দশ বছরের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অংশ নিয়েছে অনেক ঐতিহাসিক থ্রিডি ইভেন্ট প্রযোজনায়। কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১০-এর বিশ্বব্যাপী থ্রিডি ডিস্ট্রিবিউশন একটি অভাবনীয় বিষয় বলে উলে-খ করেন সেন্সিও প্রেসিডেন্ট ও সিইও নিকোলাস রাউথিয়ার। বিশ্বব্যাপী থ্রিডি লাইভ ডিস্ট্রিবিউশন সুযোগ এনেছে অনন্য এক কারিগরি ও বাণিজ্যিক

স্মরণীয় কভারেজ

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা যতই কাছে আসছে, টেলিভিশন কোম্পানিগুলো ততই প্রতিযোগিতা জোরালো করে তুলছে, যাতে করে শ্রোতা-দর্শকদের কাছে অবিস্মরণীয় এ খেলা প্রদর্শন করা যায়। যাতে করে এ খেলার প্রতিটি শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত টুকরো টুকরো করে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে দেখানো যায়।

ITVI হাই-ডেফিনিশন চ্যানেল এর ডিজিটাল টিভি গ্রাহকদের জন্য এর লাইনআপ উন্নত করেছে গত ২ এপ্রিল থেকে, যাতে করে নিরবচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ কভারেজ তুলে ধরা যায় তাদের গ্রাহকদের সামনে। Vergen Media TV তাদের দর্শকদের কাছে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে কিছু অবিস্মরণীয় খেলা প্রদর্শনের জন্য। তারা বলছে, প্রতিটা শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত তারা তুলে ধরবে অবাক করা হাই-ডেফিনিশন টেলিভিশনের মাধ্যমে।

ITVI হাই-ডেফিনিশন চ্যানেল তুলে ধরবে বিভিন্ন ধরনের হাই-ডেফিনিশন প্রোগ্রামিং। থাকবে উয়েফা লীগসহ এফএ কাপ ও ইংল্যান্ড ইন্টারন্যাশনালস, পপুলার এইচডি ড্রামাস, ফ্যাকচুয়াল প্রোগ্রামিং, নতুন নতুন বিনোদন অনুষ্ঠান, যুক্তরাজ্যের কিছু জনপ্রিয় টিভি শো ও আসন্ন কিছু খেলার হাইলাইট। ভর্জিন মিডিয়ার ডিজিটাল এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর সিন্ডি রোজ বলেন, এ বছরের বিশ্বকাপে থাকবে কিছু অবিস্মরণীয় খেলা এবং ভর্জিন টিভির দর্শকরা উপভোগ করতে পারবেন কিছু শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত। এগুলো পাওয়া যাবে ভর্জিন মিডিয়ার টিভি প-াটফরমে। তাছাড়া কোনো অতিরিক্ত খরচ না করেই এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে অতিরিক্ত কিছু প্যাকেজ।

হাই-ডেফিনিশন টিভির সুবিধা অনেক। সাধারণ টিভির তুলনায় এর শার্পনেস দ্বিগুণ। ফলে এর ছবি খুবই স্পষ্ট। ছবি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা এতে দূর করা হয়েছে। হাই-ডেফিনিশন টিভির রয়েছে সুপিরিয়র কালার রেজ্যুলেশন। ডবল ইমেজ বা দ্বৈত-ছবি দেখা যাওয়ার কোনো সমস্যা এতে নেই। বড় পর্দায় দেখার সময় এর শার্পনেস বা ছবির মান নিচে নামার সম্ভাবনাও হাই-ডেফিনিশন টিভিতে নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার বিষয়টি মাথায় রেখেই চালু করা হয়েছে ভর্জিন মিডিয়ার নতুন হাই-ডেফিনিশন টিভি চ্যানেল ITVI। ভর্জিন মিডিয়ার টিভি প-াটফরম দেবে কিছু ITVI হাই-ডেফিনিশন অন-ডিমান্ড কনটেন্ট। ITV Net TV Player-এর মাধ্যমে এই অন-ডিমান্ড কনটেন্ট দেবে। শুধু জানুয়ারি মাসেই ৮০ লাখের মতো দর্শক এই অন-ডিমান্ড সার্ভিস ব্যবহার করেছে।

ভর্জিনিয়া মিডিয়ার হাই-ডেফিনিশন লাইনআপ অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। সব ভর্জিন মিডিয়া গ্রাহক বিবিসি-র চ্যানেলসমূহ ও চ্যানেল ফোর দেখার সুযোগ পাবে। 'ভর্জিন মিডিয়া এক্সক্লুসিভ'-এর অংশ হচ্ছে ইএসপিএন, এফএক্স, এমটিভি নেটওয়ার্কস, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ও লিভিং। এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে XL TV প্যাকেজের সাথে। এজন্য গ্রাহকদের আলাদা কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না। অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপোর্ট ও ডিসকভরি চ্যানেলও এক্সএল টায়ারে সংযোজন করা হবে। আর Film4 হাই-ডেফিনিশন দেখতে পাবে পেইডটিভি ব্যবহারকারীরা।

ভর্জিন এ বছর যেসব হাই-ডেফিনিশন চ্যানেলের কথা ঘোষণা করেছে তার মধ্যে এটি হচ্ছে পঞ্চম। আশা করা হচ্ছে ভর্জিন আসছে দিনে আরো অনেক এইচডি চ্যানেল খোলার ঘোষণা দেবে। ভর্জিন এরই মধ্যে কয়েকশ' ঘন্টার অন-ডিমান্ড হাই-ডেফিনিশন প্রোগ্রাম অফার করেছে। এসব প্রোগ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণ টেলিভিশন সিরিজ থেকে শুরু করে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রও রয়েছে।

ভর্জিন মিডিয়ার রয়েছে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে অগ্রসরমানের অন-ডিমান্ড টিভি সার্ভিস। এটি হচ্ছে বিবিসির iPlayer ক্যারি করার প্রথম টিভি প-াটফরম। এটি পে—টিভি প্রোভাইডারদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এটিই প্রথম চালু করে হাই-ডেফিনিশন টিভি সার্ভিস। এটি দেয় হাই-স্পেসিফিকেশন, এইচডি-রেডি ডি-পাস পার্সোনাল রেকর্ডার সুবিধা। এ কোম্পানি যুক্তরাজ্যে পরিচালনা করে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভার্চুয়াল মোবাইল নেটওয়ার্ক। চালুর সময় এটি ছিল বিশ্বের প্রথম এ ধরনের মোবাইল ফোন সার্ভিস। যুক্তরাজ্যে এটি বড় বড় ফিক্সড-লাইন হোম ফোন সার্ভিস প্রোভাইডারদের একটি।

সাম্প্রতিক নিউজ আইটেমের ক্ষেত্রে ভর্জিন মিডিয়া আশা করছে একটি ব্রডব্যান্ড সার্ভিস এ বছরের শেষ দিকে চালু করবে আবাসিক গ্রাহকদের জন্য। এ ব্রডব্যান্ডের গতি হবে প্রতিসেকেন্ডে ১০০ মেগাবাইট।

প্রযুক্তির ছোঁয়া সবখানে

দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে প্রযুক্তির ব্যবহার ছড়ানো হচ্ছে সবখানে। বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলাগুলো চলার সময় হাসপাতালের বেডগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে একটি ইলেক্ট্রনিক বেড ব্যুরো সিস্টেম। বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১০-এর হেলথ ইউনিটের ম্যানেজার ড. গুয়েন শিখ বলেন, সব ফিফা অ্যাক্রিডিটেড হাসপাতালে অনলাইন ডাটাবেজ প্রোগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে এ ব্যবস্থা এরই মধ্যে চালু হয়েছে সবারসেট হাসপাতাল, মিলনারটন মেডি-ক্লিনিক এবং এলওয়ান সিটি হাসপাতালে। বিশ্বকাপের সময় তা চালু করা হবে ওয়েস্টার্ন ক্যাপে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ফুটবল আমুদে মানুষ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা উপভোগ করার সুযোগ পাবে অন্য আর সবার মতোই এবারের টুর্নামেন্টে। সুইস ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ব-াইন্ড এবং সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ব-াইন্ড একসাথে মিলে কাজ করছে ছয়টি স্টেডিয়াম থেকে ৪৪টি খেলার 'অডিও ডেসক্রিপশন প্রজেক্ট' নিয়ে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইনার-এয়ার হেডফোন ব্যবহার করে খেলার বর্ণনা শুনতে পারবে। এ প্রকল্পের আওতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিশেষ টিকেট দেয়া হবে ৬টি স্টেডিয়াম থেকে ৪৪টি খেলা শুনে উপভোগ করার জন্য।

সাম্প্রতিক কিছু প্রাযুক্তিক উন্নয়নের ফলে নাইজিরিয়ার ভক্তরা তাদের সেলফোনের মাধ্যমে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা উপভোগ করতে পারবে। সেলফোনে সরাসরি সম্প্রচারিত খেলাগুলোই এরা এখন উপভোগ করবে। এই সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে সাম্প্রতিক উদ্যোগে। ডিএস টিভি মোবাইল, নোকিয়া ও এমটিএন নাইজিরীয়রা অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে লাইভ টিভি সার্ভিস এবার পৌঁছে দিচ্ছে নাইজিরিয়ার মোবাইল ডিভাইসে।

বিখ্যাত ভিডিও গেম এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি 'ইলেক্ট্রনিক আর্টস'-এর ডেভেলপ করা ভিডিও গেম ফিফা ২০১০ বিশ্বকাপ ফুটবল সাউথ আফ্রিকার সৌজন্যে বিশ্বকাপের ভিডিও গেম পৌঁছে যাবে গেমপাগল মানুষের কাছে। বিশ্বকাপ খেলাকে এসব ভিডিও গেমের মাধ্যমে প্রায় ট্রু-টু-লাইফ তথা প্রাণবন্ত করে তোলা হবে। ডিজাইনাররা সযত্নে তৈরি করেছেন এসব ভিডিও গেম তৈরির ব্যাপারে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেডিয়ামগুলো তো বটেই, এমনকি শহরের বড় বড় আকাশচুম্বী ভবন দেখতে পাওয়া যাবে এসব গেমে।

বিশ্বকাপ ফুটবল স্টেডিয়ামগুলোকে এবার ইসি কুঙ্গি ট্রিটমেন্টের আওতায় আনা হয়েছে। সোজা কথায় ফুটবলের মাঠগুলো থাকবে ছত্রাকমুক্ত। রোডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে মাঠের পিচগুলোকে পরিপক্ব রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. জেন্না ডেমসের গবেষণার সুফলকে কাজে লাগানো হয়েছে। এ ব্যবস্থা দেয়ার ফলে এ বছর 'সুপার কোরটিন রাগবি'-র ৩০টি খেলার পরও এলিস পার্ক স্টেডিয়াম এখনো খুবই ভালো অবস্থায় রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দর্শকদের গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য একটি ট্র্যাক সিস্টেম ব্যবহার করবে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা চলার সময়। এর ফলে দেশের ভেতরে ও বাইরে লোকের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত হবে। মুভমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম (এমসিএস) নামের এ ব্যবস্থা সহায়তা দেবে আইনশৃঙ্খলা কার্যকর করার ক্ষেত্রে। সেই সাথে এ ব্যবস্থার আওতায় অপরাধমূলক ও সন্দেহজনক চলাচল ও কর্মকাণ্ড রোধ করা সম্ভব হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোসাজাগা লামিনি জুমা এ সিস্টেম চালু করবেন ওআর টাম্বু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পোরেশন (আইডিসি) ২০১০ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় আইসিটির প্রভাব তদারকি করছে। আইটিনিউজ আফ্রিকা ডট কম-এর কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আইডিসির আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও তুরস্কবিষয়ক পরিচালক মার্ক ওয়াকার বলেছেন, এ তদারকির লক্ষ্য হচ্ছে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আইসিটির প্রভাব কতটুকু তা পরিমাপ

করা। তিনি বলেন, আইডিসির বিশ্বাস এ কোম্পানি এ আয়োজনে হালনাগাদ নিরাপত্তা, ইভেন্ট ও ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট, যোগাযোগ, মোবাইলপ্রযুক্তি ইত্যাদির উলে-খযোগ্য প্রয়োগ দেখাবে এই ঐতিহাসিক আয়োজনে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাকর্শ AlwaysOn হটস্পটে ইন্টারনেট সলিউশন (আইএস) চালু করা হয়েছে। বিশে-ষকরা বলছেন ২০১০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে বেশকিছু কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে সহায়ক হয়েছে। প্রয়োজন হচ্ছে আরো এক্সেস পয়েন্টের। যেমন আই হটস্পট। ফলে এক্ষেত্রে গতি আনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশ্বকাপ শুধু কাজ শেষ করার তারিখরেখা টেনে দেয়। এ প্রকল্পের ফোকাস ছিল ইতিবাচক ইন্টারনেট অভিজ্ঞতার ওপর। বিশ্বকাপ দর্শক ও গণমাধ্যম চেয়েছে এ খেলাকে আরো উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে।

গুগল স্ট্রিট ভিউ দর্শকদের দেবে '৩৬০ ডিগ্রি স্ট্রিট লেভেল ভিউ'-এর সুযোগ। এ সুযোগ পাবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান শহরের অধিবাসীরা। খোলা স্থান, শপিং এরিয়া ও পার্কিং এলাকায় এই স্ট্রিট ভিউ সুবিধা পাওয়া যাবে বিশ্বকাপ ফুটবল চলার সময়ে।

ফিফা কর্মকর্তারা নন, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফুটবল আমুদে দর্শক এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যান অব দ্য ম্যাচ তথা সেরা ফুটবল খেলোয়াড় নির্ধারণ করবেন। এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবলের গভর্নিং বডির একটি টেকনিক্যাল স্টাডি গ্রুপ প্রতিটি খেলার সেরা খেলোয়াড় নির্ধারণ করে আসছিল। কিন্তু এবার এই প্রথমবারের মতো সেরা খেলোয়াড় নির্ধারণের বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হবে অনলাইন ও মোবাইল ভোটিংয়ের ওপর। প্রমোশনের মাধ্যমে ফুটবল আমুদেদের মধ্য থেকে লোক নির্ধারণ করা হবে ৬৪টি খেলার ট্রফি বিতরণের জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পেমেন্ট প্রসেসিং প্রতিষ্ঠান PayPal গিয়ে পৌঁছেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে 'ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক'-এর একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই পেপলের এই সেবা দক্ষিণ আফ্রিকায় চালু হয়। জানা গেছে, আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সামান্য আগে পেপল আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম সেখানে শুরু করবে। দক্ষিণ আফ্রিকানরা বিশ্বব্যাপী ১৯০টি বাজারের ৮ কোটি ১০ লাখ পেপল অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সাথে লেনদেনের সুযোগ পাবেন। এর মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকরা কার্যত গে-াবাল ই-কমার্স মার্কেটে প্রবেশ করলেন।

২০১০ বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যবহার করবে এর নিজস্ব ডেডিকেটেড উপগ্রহ। এই উপগ্রহ পাওয়া যাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অপারেটর 'ইন্টালসেট' থেকে। এই স্যাটেলাইট একান্তভাবেই ব্যবহার করা হবে হাই-ডেফিনিশন সিগন্যাল সম্প্রচারের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি মালিকানাধীন ব্রডকাস্ট সিগন্যাল ডিস্ট্রিবিউটর SenTech জোহান্সবার্গে স্যাটেলাইট আপলিঙ্কের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ সুযোগ দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য চালু করা হয়েছে স্যাটেলাইট IS-706। অপরদিকে ২০১০ বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য ব্যবহার করা হবে ৭টির মতো উপগ্রহ। ৪টি উপগ্রহ ব্যবহার করা হচ্ছে ইউটেলসেট থেকে।

জোহান্সবার্গকে কার্যত রূপ দেয়া হচ্ছে একটি ডিজিটাল সিটিতে। এর ফলে সেখানে যোগাযোগ খরচ কমবে। যোগাযোগ সেবার মানোন্নয়ন ঘটবে। আইটি সেবায় প্রবেশের সুযোগ বাড়বে। জোহান্সবার্গ নগর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হচ্ছে অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে জোহান্সবার্গের মানুষের জীবনমান পাল্টে দিতে হবে।

তবে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড গোডলাইন টেকনোলজি ব্যবহারের সম্মতি দেয়নি। ফিফা গভর্নিং বডিও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে একটি এক্সপেরিমেন্ট প্রেজেন্টেশনের পর। এ প্রেজেন্টেশনে ক্যামেরা রাখা হয়েছিল গোলপোস্টের ওপর এবং ইলেক্ট্রনিক চিপ বসানো হয়েছিল বলের মধ্যে। লক্ষ্য ছিল এটি নির্ধারণ- বল গোললাইন অতিক্রম করলো কী করলো না, তা জানা। এ প্রযুক্তি সম্পর্কে বোর্ড সদস্যরা একমত হতে পারেননি। তবে বেশিরভাগ সদস্য নীতিগতভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে। একইভাবে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেফারিরা ভিডিও রিপে- ব্যবহার করবেন না।

তথ্যসহায়তা : সোহেল আওরঙ্গজেব

কমপিউটার জগৎ-ডি.নেট-স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের উদ্যোগে

কমপিউটার লার্নিং সেন্টার খোলার কর্মসূচি শুরু

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট: মাসিক কমপিউটার জগৎ, তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সেবা প্রতিষ্ঠান ডি.নেট ও এদেশের অন্যতম ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য 'কমপিউটার লার্নিং সেন্টার' তথা সিএলসি খোলার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। কার্যত এ সিএলসি খোলার কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক শুরু গত ১২ মে, ২০১০। ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চালু করা হয় ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কমপিউটার লার্নিং সেন্টার। এ সেন্টারের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ইনস্টিটিউটের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মনসুর মুসা, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সৈয়দ পিয়ার মাহমুদ, ডি.নেটের প্রধান নির্বাহী ড. অনন্য রায়হান ও মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদক গোলাপ মুনীর।

চার্টার্ড ব্যাংক ইনস্টিটিউটের কমপিউটার লার্নিং সেন্টার উদ্বোধনের দিনে উপাচার্যের সাথে কমপিউটার জগৎ ও ডি.নেট কর্মকর্তাবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বর্তমান সময়ে কোনো শিক্ষার্থীই কমপিউটার ছাড়া চলতে পারে না। এখন অ, আ, ক, খ, পড়তেও কমপিউটার প্রয়োজন। ব্যাপক জ্ঞানসমৃদ্ধ হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য চাই কমপিউটার। তাই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের যথাসম্ভব সর্বাধিক হারে কমপিউটার যোগানো ও ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, মাসিক কমপিউটার জগৎ, ডি.নেট ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ১০টি কমপিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কমপিউটার লার্নিং সেন্টার খোলায় তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদক গোলাপ মুনীর বলেন, মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের একটি ভিশন-মিশন নিয়ে কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তার যথা উপলব্ধি ছিল : জনগণের হাতে কমপিউটার পৌঁছে দিতে হবে। তাই তিনি ১৯৯১ সালের মে মাসে কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করেন 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনী নিয়ে। পাশাপাশি তিনি ডিঙি নৌকায় করে বুড়িগঙ্গার ওপারে গ্রামে গেছেন কমপিউটার নিয়ে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কমপিউটার দেখানোর জন্য। কমপিউটার যেসব চমকপ্রদ কাজ করে তা দেখানোর জন্য। এরপর তিনি এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে নানাভাবে কাজ করে গেছেন। কখনো আয়োজন করেছেন কমপিউটার মেলা, কখনো প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, কখনো সংবাদ সম্মেলন বা সেমিনার। কখনো সশরীরে তাগিদ দিয়ে হাজির হয়েছেন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও নীতি-নির্ধারকদের কাছে। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সবার মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। যুগিয়েছেন প্রেরণা। কমপিউটার জগৎ তার সেই প্রেরণাকে লালন করে আজ ডি.নেট ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সাথে মিলে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার লার্নিং সেন্টার খোলার কর্মসূচিতে সংশি-ষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে ডি.নেট ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংককে সাথে পাওয়ায় তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানের ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী এবং কমপিউটার জগৎ-ডি.নেট-স্ট্যান্ডার্ড কর্মকর্তাবৃন্দ

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্মকর্তা সৈয়দ পিয়ার মাহমুদ বলেন, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে ডি.নেট ও কমপিউটার জগৎ-এর সাথে এই কর্মসূচিতে সংশি-ষ্ট হয়েছে।

(বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়)

কমপিউটার জগৎ-ডি.নেট-স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের উদ্যোগে

(২৯ পৃষ্ঠার পর) তিনি বলেন, এ কর্মসূচির মাধ্যমে এই ব্যাংক তার ই-বর্জ্য অপসারণের একটা সহজ সুযোগ লাভ করল। এজন্য তিনি কমপিউটার জগৎ ও ডি.নেটকে ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তার আগে অধ্যাপক মনসুর মুসাও এ কমপিউটার লার্নিং সেন্টার খোলার জন্য কমপিউটার জগৎ, ডি.নেট ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে কমপিউটার লার্নিং সেন্টারটি খোলার পর পরবর্তী ধাপে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান দেশের আরো ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪টি কমপিউটার লার্নিং সেন্টার খোলার বিষয়টি চূড়ান্ত করে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গত ৩০ মে বাছাই করা ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৪ জন শিক্ষককে ঢাকায় নিয়ে এসে ৭ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করা হয়। এ প্রশিক্ষণে যৌথভাবে সার্বিক সহযোগিতা যোগায় ডি.নেট এবং 'অঙ্কুর' নামের একটি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে মাসিক কমপিউটার জগৎ, ডি.নেট ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ডি.নেট কার্যালয়ে। এই প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে তাদের প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার লার্নিং সেন্টারের জন্য ৫টি করে কমপিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দেয়া হবে। যে ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধাপে কমপিউটার লার্নিং সেন্টার খোলা হচ্ছে সেগুলো হলো : মুন্সী কাদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শিবচর, ঢাকা; ইস্পাহানী ডিগ্রি কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; অলুয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, কুমিল্লা-১; নবাবগঞ্জ আদর্শ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ, ঢাকা; দক্ষিণ নাজিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নাজিরপুর, বরিশাল; গোপালপুর হায়দার আলী উচ্চ বিদ্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর; সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল; বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল; নলদী বি.এস.এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল; জিসান রিড মেমোরিয়াল স্কুল, ঈশ্বরদী, পাবনা; চণ্ডিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; জুনিয়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া এবং বাঘড়া স্বরূপচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।

ডি.নেট কার্যালয়ে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ডি.নেটের প্রধান নির্বাহী ড. অনন্য রায়হান ও মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদক গোলাপ মুনীর। এছাড়াও ডি.নেট কর্মকর্তা অজয় কুমার বসু এবং মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ ও সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্সে বাংলাদেশ

মো: মিজানুর রহমান

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এবং আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন তথা আইটিইউ'র উদ্যোগে ভারতের হায়দ্রাবাদ আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে ২৫ মে-৪ জুন, ২০১০ সময় পরিধিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৫ম ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স তথা ডব্লি-উটিডিসি-১০। এবারের সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা। সদস্য দেশ ও খাতের সদস্যরা পরবর্তী চার বছরে হায়দ্রাবাদ অ্যাকশন প-্যানের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আইটিইউ টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন খাতে কাজ করবে। সম্মেলনে ১৪০টি রাষ্ট্রের সরকারি প্রতিনিধি, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, বেসরকারি খাতসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১২০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভারতের টেলিযোগাযোগ অধিদফতরের সচিব পিজে থমাস সম্মেলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী এ. রাজা সমবেত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় উলে-খ করেন, তথ্যপ্রযুক্তি যেকোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে দ্রুত উন্নয়নে সহায়তা করে। উদ্বোধনী অধিবেশনে আইটিইউ মহাসচিব হামাদুন আই তুরে বক্তব্য রাখেন। সবার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির কানেকটিভিটি ২০১৫ সালের মধ্যে পৌঁছাতে সবাই একযোগে কাজ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. হামাদুন আই তুরে

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে ১১ সদস্যের একটি সরকারি প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে অংশ নেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি, বিটিআরসি চেয়ারম্যান, জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি, নয়াদিলি-তে বাংলাদেশের হাইকমিশনারসহ পররাষ্ট্র, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল অপারেটর্স অব বাংলাদেশ তথা এমটবের একটি প্রতিনিধিদলও এ সম্মেলনে অংশ নেয়। সম্মেলনের প্রথম ৩ দিনে একাধিক অধিবেশনে অংশ নিয়ে সদস্য দেশগুলোর উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা পলিসি নির্ধারণে আলোচনা করেন। প্রতি চার বছর পর পর WTDC অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মেলনে বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল :

* একটি স্কুল ও একটি সমাজ সংযোগ গড়ে তুলুন।
* ব্রডব্যান্ড সংযোগ।
* ডিজিটাল সম্প্রচার।
* উন্মুক্ত সফটওয়্যার।
* সাইবার নিরাপত্তা।
* E-accessibility for people with disabilities প্রতিবন্ধীদের জন্য ই-প্রবেশের সুযোগ।
* মানব সক্ষমতা সৃষ্টি।
* ই-স্বাস্থ্য।
* জরুরি যোগাযোগ।
* আইসিটি নীতিমালা ও বিধিবিধান।

প্রথম ডব্লি-উটিডিসি অনুষ্ঠিত হয় আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে ২১-২৯ মার্চ, ১৯৯৪। দ্বিতীয় ডব্লি-উটিডিসি অনুষ্ঠিত হয় মাল্টার ভ্যালেটায়। তৃতীয় ডব্লি-উটিডিসি অনুষ্ঠিত হয় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ২০০২ সালে। সম্মেলন ১৮ মার্চ শুরু হয়ে শেষ হয় ২৭ মার্চ। চতুর্থ সম্মেলন ২০০৬ সালের ৭-১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় কাতারের দোহায়। এসব সম্মেলনে পূর্ববর্তী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

হায়দ্রাবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আগামী ৪-২২ অক্টোবর, ২০১০-এ মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য Plenipotentiary Conference (PP-10)-এ আইটিইউ কাউন্সিল পদে বাংলাদেশের প্রার্থিতার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালায় এবং আইটিইউ সদস্য দেশসমূহের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে গত ২৫ মে স্থানীয় হোটেলে এক নৈশভোজের আয়োজন করে। সম্মেলন থেকে দেশে ফিরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি জানান, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনের প্রতিটি সেশনে ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী একটি অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রগতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিদল আইটিইউ মহাসচিব ড. হামাদুন আই তুরে, ভারতের আইসিটিমন্ত্রী, আইটিইউ'র টেলিকমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট ব্যুরোর পরিচালক সামি আল বাশেরসহ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথে পারস্পরিক স্বার্থসংশি-ষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

২০১৪ সালে পরবর্তী ডব্লি-উটিডিসি অনুষ্ঠিত হবে।

ফিডব্যাক : mizan010168@yahoo.com

গুগল ল্যাটিচ্যুড

আরিফুল হাসান অপু

২০০৭-এর নভেম্বরে গুগল ম্যাপস চালু হবার পর পরই পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অনেক আলোচনা-সমালোচনার পরও এক সময় ঠিকই মানুষের প্রতিদিনের জীবনের একটা বড় অংশে রয়েছে গুগল ম্যাপসের ভূমিকা। গুগল ম্যাপস-এর আগের নাম গুগল লোকাল গুগল ম্যাপস হচ্ছে ওয়েবভিত্তিক ম্যাপপ্রযুক্তি, যা শুধু অ-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়। এখানে রাস্তার ছবি দেয়া আছে, যার মাধ্যমে সারাবিশ্বের মানুষ বিভিন্নভাবে ভ্রমণ করার সুবিধা পাবে। গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যসমূহ নিমিষের মধ্যে চোখের সামনে হাজির হয়। গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও উপস্থাপন করা যায়, গুগল তা ম্যাপের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে। এসব সুবিধা দেয়ার ধারাবাহিকতায় গত বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি গুগল উপস্থাপন করেছে গুগল ল্যাটিচ্যুড।

Google Latitude

গুগল ল্যাটিচ্যুড মূলত গুগল ম্যাপসের একটি নতুন ফিচার। এটি একই সাথে কার্যকর মোবাইল ফোন ও কমপিউটারে। এর মাধ্যমে বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা কোন জায়গায় অবস্থান করছেন তার কাছাকাছি জায়গাটি চিহ্নিত করা যায়। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের কেউ যদি লোকেশন শেয়ার করতে চান, তবে গুগল অ্যাকাউন্ট জি-মেইল দিয়ে sign in করতে হবে। এর পর অন্য প্রান্তের বন্ধুকে আমন্ত্রণ করতে হবে। যারা গুগল টক ব্যবহার করেন, তারাও ল্যাটিচ্যুডের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারেন। লোকেশন ছাড়াও শেয়ার করতে পারেন মেসেজ, ছবিসহ দেখতে পারেন নিজের স্ট্যাটাস। এছাড়াও সুবিধা নিতে পারেন ইনস্ট্যান্ট ম্যাসেঞ্জারের। এই মুহূর্তে ২৭টি দেশে এবং ৪২টি ভাষায় গুগল ল্যাটিচ্যুড দেখা যাবে।

গুগল ল্যাটিচ্যুড মোবাইলের মাধ্যমে দেখতে চাইলে মোবাইলের ব্রাউজারে গিয়ে লিখতে হবে www.google.com/latitude। এখান থেকে ১.৬ মেগাবাইটের একটি ছোট সফটওয়্যার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে। এরপর আপনার জি-মেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করতে হবে। লগইনের পর আপনার বন্ধু অথবা যার লোকেশন দেখতে চান তাকে সংযুক্ত করে আমন্ত্রণ করতে হবে, অথবা অপর প্রান্ত থেকে যদি কেউ আমন্ত্রণ পাঠায়, তা গ্রহণ করতে হবে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর নিজের গোপনীয়তা (প্রাইভেসি) রক্ষা (কন্ট্রোল) করা যায়। সেখানে নিজের তথ্য ও লোকেশন ইচ্ছে করলে লুকিয়ে রাখা যায়। অপর প্রান্তের বন্ধু যদি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তবে আপনি গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে ওই ব্যক্তি ওই মুহূর্তে কোথায় অবস্থান করছে, তা দেখতে পাবেন। যদি ওই ব্যক্তি জি-মেইল অ্যাকাউন্টে ছবি ব্যবহার করে, তবে ম্যাপের সাথে ছবিও দেখা যাবে। যদি ওই ব্যক্তি গুগল ওয়াইজগেট সংযুক্ত করে তবে তার পাশের বন্ধুদের লোকেশনও আপনি দেখতে পাবেন।

কমপিউটারের মাধ্যমে লোকেশন দেখতে চাইলে কমপিউটার ব্রাউজারে গিয়ে লিখতে হবে www.//google.com/latitude। এখান থেকে iGoogle-এ ক্লিক করতে হবে। তারপর জি-মেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করতে হবে। যাদের জি-মেইল অ্যাকাউন্ট নেই, তাদের নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। এজন্য খুব সহজ একটা ফরম পূরণ করতে হবে। লগইনের পর iGoogle-এর একটি হোমপেজ আসবে। বন্ধুদেরকে অনুরোধ পাঠানোর জন্য রয়েছে একটি ছোট টুলবার, সেখানে যেকাউকে মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ পাঠানো যাবে। আর পুরনো যেকাউকে সংযুক্ত করতে চাইলে শুধু সিলেক্ট করে সংযোগ দিলেই হবে। এরপর গুগল এডগেট চালু করতে হবে। 'এডগেট' হচ্ছে লোকেশন শেয়ার করার একটি অনুমোদন। শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে তিন ধরনের অপশন দেয়া যায় : ০১. যে এলাকায় অবস্থান করছে, ০২. যেই শহরে অবস্থান করছে, ০৩. সব তথ্যকে লুকিয়ে রাখা।

ল্যাটিচ্যুড ব্যবহার করে পাওয়া অবস্থান ও ছবি

যেসব ফোন সাপোর্ট করবে : এখন পর্যন্ত ৫টি ফোনসেটে গুগল ল্যাটিচ্যুড ভালো কাজ করে। ফোনগুলো হচ্ছে– অ্যান্ড্রয়েট, ব-্যাকবেরি, আইফোন, সিমবিয়ান এস-৬০ ও উইন্ডোজ মোবাইল।

ফিডব্যাক : info@ahopu.com

মোবাইল ইউজারদের জন্য নোকিয়ার নতুন এক দিগন্ত

মো: লাকিতুল-াহ প্রিন্স

মোবাইল হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক কোম্পানি নোকিয়া বেশ জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড। পাওয়া তথ্যমতে বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ হ্যান্ডসেটই নোকিয়ার। বাংলাদেশেও নোকিয়ার বেশ জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। মোবাইল ফোন এখন শুধু কথা বলার ডিভাইস নয়, এটি পরিণত হয়েছে কমপিউটারের মিনি সংস্করণে। তথ্যপ্রযুক্তির এ স্বর্ণযুগে কমপিউটারের পাশাপাশি হাতের ওই ছোট্ট ডিভাইসটিতেও অনায়াসে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাচ্ছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো অবস্থায় তথ্য-মহাসড়কে সংযুক্ত থাকা যাচ্ছে ওই ডিভাইসগুলোর কল্যাণে।

কমপিউটার আর মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পার্থক্য থাকায় তাই ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাগুলো এত সহজে মোবাইল ডিভাইসগুলোতে ব্যবহার করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন সংশি-ষ্ট প্রযুক্তিগুলোর আলাদা সংস্করণ। বিশ্বের নামকরা হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এসব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো অ্যাপল, ব-্যাকবেরি, নোকিয়া, মাইক্রোসফট, গুগল ইত্যাদি।

হ্যান্ডসেট সরবরাহের দিক থেকে বিশ্বব্যাপী প্রায় শীর্ষ অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা দেয়ার জগতে নোকিয়ার প্রবেশ অন্যদের তুলনায় বরং কিছুটা দেরিতে। ঘোষণা দেবার প্রায় এক বছর পর ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে নোকিয়া চালু করে অভি। অভি একটি ফিনিশ শব্দ, যার অর্থ দরজা। এই অভি হলো হ্যান্ডসেট ইউজারদের জন্য নোকিয়ার ইন্টারনেটভিত্তিক সেবার নতুন এক দিগন্ত। অভি জনপ্রিয়তা পেতে সময় নেয়নি। এ বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ অভি থেকে প্রতিদিন প্রায় দেড় মিলিয়নের মতো কনটেন্ট ডাউনলোডের রেকর্ড রয়েছে।

অভির অধীনে নোকিয়া প্রধানত পাঁচ ধরনের সেবার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। যেমন- গেমস, মিউজিক, মেসেজিং, মিডিয়া ও ম্যাপস। শুধু তাই নয়, অভির সাথে বিভিন্ন অপারেটর ও তৃতীয় পক্ষের সেবা- যেমন ইয়াহু, ফ্লিকারসহ আরো অনেক সেবা একত্রে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এছাড়াও আরো নিত্যনতুন ও আধুনিক ফিচারের জন্য নোকিয়া বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান যেমন- ন্যাভটেক, গেটফাইভ, স্টারফিশ সফটওয়্যার ইন্টেলিসিঙ্ক ইত্যাদির সাথে চুক্তি করছে বা তাদের প্যাটেন্ট কিনে নিয়েছে।

অভি সেবা শুধু মোবাইল ফোন নয়, কমপিউটার থেকেও সহজে ব্যবহার করা যায়। ফলে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজেই অভিতে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এবার দেখে নেয়া যাক অভির অধীনে কী কী সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

অভি হোমপেজের জন্য http://www.ovi.com ইউআরএল-এ ভিজিট করুন।

অভি মেইল

অন্যান্য ই-মেইল সেবার মতো এটিও একটি ই-মেইল সেবা। অভি মেইল পেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, অবশ্য এতে কোনো চার্জ নেই। এভাবে পাওয়া যাবে ১ গিগাবাইট ফ্রি স্পেস। অভি হোমপেজে রেজিস্ট্রেশনের জন্য লিঙ্ক দেয়া রয়েছে। অভিতে রেজিস্ট্রেশন করলে ই-মেইলের পাশাপাশি অন্য সেবাগুলো ব্যবহার করা যাবে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো অভি ই-মেইল ঠিকানার ডোমেইন মাত্র তিন অক্ষরের, ফলে ই-মেইল ঠিকানা হয় আরো সহজ। নোকিয়া মোবাইল ডিভাইস ছাড়াও কমপিউটার থেকে ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপে-ারারসহ সবধরনের স্ট্যান্ডার্ড ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে নির্বিঘ্নে অভি মেইলে অ্যাক্সেস করা যাবে। প্রয়োজনীয় নাম-ঠিকানা পরিচিতিগুলো কন্ট্যাক্টের অধীনে অ্যাড্রেসবুকে সেভ করে রাখা যায় এবং মোবাইল ফোনের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করে নেয়া যায়। অভি মেইলের বেটা ভার্সন চালু করা হয় ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে, পরে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সব অভি গ্রাহকের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

অভি মেইল চালু হবার প্রথম ছয় মাসেই ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাড়ে ছয় লাখ ছাড়িয়ে যায়। জানুয়ারি ২০১০ -এ প্রকাশিত তথ্যমতে অভি মেইলের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাসহ বিশ্বের প্রায় ১৫টি ভাষায় অভি মেইল ব্যবহার করা যাচ্ছে। বর্তমানে নোকিয়ার ৩৫টিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন মডেলে অভি মেইল সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়াও এস-৪০ এবং এস-৬০ প-াটফর্মগুলোতে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। অভি মেইলের ঠিকানা https://mail.ovi.com।

অভি স্টোর

মোবাইল ব্যবহারকারীরা অভি স্টোর থেকে পছন্দমতো গেমস, অ্যাপি-কেশন, ভিডিও, পিকচার, রিংটোন তাদের মোবাইল ডিভাইসে ডাউনলোড করতে পারবেন। এখান থেকে বেশ কিছু কনটেন্ট বিনা খরচে ডাউনলোড করা যায়। অন্য কনটেন্টগুলো ডাউনলোড করতে হয় নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে। ক্রেডিট কার্ড বা সংশি-ষ্ট মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যেতে পারে। অভি স্টোরের কনটেন্টগুলো রেকমেন্ডেড, গেমস, পার্সোনালাইজ, অ্যাপি-কেশন, অডিও ও ভিডিও ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। হ্যান্ডসেট মডেল, নিজস্ব পছন্দ আর অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে কনটেন্ট ডাউনলোড করা যায়। গ্রাহকেরা তাদের পছন্দের কোনো কনটেন্ট সম্পর্কে অন্যদের জানিয়ে দিতে পারে। একে অপরের পছন্দ সম্পর্কেও তথ্য পেতে পারে।

কনটেন্ট পাবলিশারেরা একটি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অভি স্টোরে রেজিস্ট্রেশন করে কনটেন্ট পাবলিশ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রোগ্রামাররা বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপি-কেশন তৈরি করে অভি স্টোরে পাবলিশ করার মাধ্যমে ভালো আয় করতে পারেন। প্রদত্ত কনটেন্টের বিক্রির ওপর নোকিয়া ৭০ ভাগ পর্যন্ত রেভেনিউ শেয়ার করবে। এ ▸

ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য অভি স্টোরে ভিজিট করা যেতে পারে। যে ধরনের কনটেন্ট অভি স্টোরে পাবলিশ করা যায়: জাভা এমই, ফ্ল্যাশ অ্যাপি-কেশন, উইজেট, রিংটোন, ওয়ালপেপার, থিমসহ আরো অনেক কিছু যা নোকিয়া সিরিজ ৪০ ও ৬০তে সাপোর্ট করে। অভি স্টোরের জন্য ব্রাউজ করুন http://store.ovi.com।

অভি ফাইলস

অভি ফাইল একটি নিরাপদ অনলাইন স্টোরেজ, যেখানে নিজের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো সংরক্ষণ করা যায়।

১০ গিগাবাইটের বিশাল স্টোরেজে

কমপিউটার ও মোবাইল ফোন থেকে সহজে অ্যাক্সেস করা যায়। বর্তমানে ১০ গি.বা. অভি ফাইলস সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো নিরাপদে সংরক্ষণ ও বন্ধু অথবা সহকর্মীদের সাথে সহজে শেয়ার করা যায়। একটি ছোট্ট সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের মাধ্যমে সরাসরি পিসি থেকে অভি সার্ভারে ফাইল আপলোড ও ডাউনলোড করা যায়। অভি ফাইলের ঠিকানা https://files.ovi.com।

অভি ম্যাপস

অভি ম্যাপস অনেকটা গুগল ম্যাপসের মতো। বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস অনুসারে অভি ম্যাপস ভালো কাজ করে। বিশ্বের যেকোনো জায়গার ম্যাপ দেখা, নির্দিষ্ট ঠিকানা চিহ্নিত করা বা কোনো ট্যুরের রোডম্যাপ প-ানিং ও সেভ করে রাখ–

সবই সম্ভব অভি ম্যাপের সাহায্যে। এমনকি কমপিউটারে বিভিন্ন জনপ্রিয় ব্রাউজার, ফায়ারফক্স, ক্রোম, সাফারি, ইন্টারনেট এক্সপে-রার ইত্যাদির আধুনিক ভার্সনগুলো দিয়েও ম্যাপস অ্যাক্সেস করা যায়।

অভি ম্যাপের আরো অনেক ফিচার কার্যকর করার জন্য ম্যাক বা উইন্ডোজ প-াটফর্মে কিছু প-াগইন ইনস্টল করে নিতে হয়। মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে খুব কম খরচেই অভি ম্যাপস ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও নোকিয়া অভি স্যুট দিয়েও অভি ম্যাপস অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। আরো বিস্তারিত জানতে ব্রাউজ করুন http://maps.ovi.com।

অভি ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং

নতুন নোকিয়া ফোনগুলোতে অভি ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপি-কেশন আগে থেকেই সন্নিবেশ করে দেয়া থাকছে। এর মাধ্যমে একজন অভি গ্রাহক অপর অভি গ্রাহকের সাথে ইনস্ট্যান্ট মেসেজ আদানপ্রদান করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, প্রচলিত জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সার্ভিস ইয়াহু, গুগল টক, উইন্ডোজ লাইভ ব্যবহারকারীদের সাথেও সহজে ইনস্ট্যান্ট মেসেজ আদানপ্রদান করতে পারবেন। চ্যাট হিস্ট্রি সেভ করে রাখা, চ্যাট স্ট্যাটাস পরিবর্তনসহ প্রচলিত মেসেঞ্জারের প্রায় সব সুবিধা এতে পাওয়া যাবে।

অভি শেয়ার

নিজের ভালোলাগার মুহূর্তগুলো সংরক্ষণ ও প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করতে কে না চায়। অভি এনে দিয়েছে এমন সুযোগ যার মাধ্যমে নিজের পছন্দের ছবি, ভিডিও বা অডিও ফাইল আপলোড করা যায়। পরে পছন্দের কারো সাথে সেসব শেয়ার করা এমনকি ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো ওয়েবসাইটেও সেগুলো অ্যামবেড করে পাবলিশ করাও যায়।

পিসি, ডিজিটাল ক্যামেরা কিংবা মোবাইল ফোন থেকে সরাসরি ফাইলগুলো অভিতে আপলোড করা যাবে। মিডিয়া ফাইল আপলোডের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট স্টোরেজ সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। ফলে যত খুশি মিডিয়া ফাইল আপলোড ও শেয়ার করা যাবে। অভি শেয়ারের ঠিকানা http://share.ovi.com।

অভি স্যুট, সিঙ্ক ও পে-য়ার

নোকিয়া অভি স্যুট একটি ডেস্কটপ অ্যাপি-কেশন, যার সাহায্যে পিসি থেকে হ্যান্ডসেটে কিংবা হ্যান্ডসেট থেকে পিসিতে ছবিসহ অন্যান্য ফাইল আদান-প্রদান করা যায়। বর্তমানে শুধু উইন্ডোজ ও ম্যাকের জন্য অভি স্যুট পাওয়া যাচ্ছে।

অভি সিঙ্কের মাধ্যমে ফোনের কন্টাক্ট, ক্যালেন্ডার ইভেন্ট কিংবা নোটস অভি ওয়েবের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা যায়, আবার ডাটা ব্যাকআপ রাখাও যায়।

অভি পে-য়ার পিসির জন্য একটি মিউজিক ম্যানেজমেন্ট ও পে-ব্যাক সফটওয়্যার। অভি পে-য়ারের সাহায্যে নোকিয়ার মিউজিক স্টোর ব্রাউজ এবং মিউজিক ট্র্যাক ডাউনলোড করা যায়। পরে সেগুলো হ্যান্ডসেটে চালানোর উপযোগী করে ট্রান্সফার করা যায়। অভি স্যুট ও অভি পে-য়ার ডাউনলোড করা যাবে যথাক্রমে http://europe.nokia.com/support/download-software/nokia-ovi-suite, http://music.nokia.com/download সাইট দু'টি থেকে।

নোকিয়া মিউজিক স্টোর

অভির অন্যতম জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় একটি সেবা মিউজিক স্টোর। গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট চার্জের বিনিময়ে মিউজিক ট্র্যাকগুলো পিসিতে বা মোবাইল ডিভাইসে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

বর্তমানে ৩৬টিরও বেশি দেশে নোকিয়ার মিউজিক স্টোর চালু রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন দেশে নোকিয়া এ সার্ভিস নিয়ে আসছে। নির্দিষ্ট সাবস্ক্রিপশনের বিনিময়ে এসব সাইট থেকে অসংখ্য মিউজিক ট্র্যাক ডাউনলোডের সুযোগ পাওয়া যায়। অভি মিউজিক স্টোরের জন্য ভিজিট করুন http://music.ovi.com।

এছাড়াও গেমিংয়ের জন্য রয়েছে নোকিয়ার বিশেষ প-াটফর্ম এন-গেইজ, যা নোকিয়ার এন৭৮, এন৭৯, এন৮১, এন৯৫, ৫৩২০ ইত্যাদি মডেলে অ্যামবেড করা হয়েছে। এটি মোবাইল ফোনের মতো পোর্টেবল ডিভাইসে গেমিংয়ের অভিজ্ঞতাই পাল্টে দেবে। অভির নিত্যনতুন ফিচারের খবর পেতে অভি ওয়েব www.ovi.com-এ টু মারতে ভুলবেন না যেন।

ফিডব্যাক : hexprince@gmail.com

ডিজিটাল বাংলাদেশ 'রূপকল্প ২০২১'

উপজেলা চেয়ারম্যানরা কী করবেন?

মানিক মাহমুদ

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন– 'সেবা মানুষের কাছে যাবে, মানুষ সেবার কাছে যাবে না'। নতুন কথা। নতুন স্বপ্ন। এতকাল ধরে তো মানুষই সেবার কাছে যাচ্ছে। অবশ্য, তাতে মানুষ সেবা প্রয়োজনমতো পায় না। যতখানি সন্তুষ্টি নিয়ে, যত দ্রুত সেই সেবা পাবার কথা, সেটা ঘটে না। প্রধানমন্ত্রীর এই 'স্বপ্ন' সবার জন্য কবে বাস্তবে রূপ নেবে তা আমাদের জানা নেই, তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে যখন এমন স্বপ্ন দেখেন এবং বাস্তবায়নের কথা বলেন, তখন তার তো একটা প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন হলো, আমাদের দেশে কেনো মানুষকে সেবার কাছে যেতে হয়? প্রধানমন্ত্রীকে কেনো এ কথা বলতে হচ্ছে? গলদ আসলে সেবা দেয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে। এই গলদ হলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, টেবিলে টেবিলে ফাইল ঘোরানো, সনাতনী পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া সম্পাদন করা। এতে মানুষকে প্রতারণার মধ্যে ফেলা যায়, হয়রানি করা সহজ, ফলাফল সেবা দেয়া বিলম্বিত করা। এখানেই দুর্নীতির ফাঁদ তৈরি হয়। মানুষকে তো তার প্রয়োজনীয় সেবা নিতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী এ সনাতনী প্রক্রিয়াটিরই আমূল পরিবর্তনের কথা বলতে চান এই নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। তিনি আমাদের বোঝাতে চান, সেবাকেই যদি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে তো আর এত জটিলতা থাকে না। আসল কথা হলো প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটলে মানুষ পরিবর্তন হতে বাধ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী এসব কথা দৃঢ়তার সাথে বলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিকে কাজে লাগাবার ওপর ভরসা করে।

সেবা মানুষের দোরগোড়ায় যাবে– এটা তো কোনো নতুন কথা নয়। অসম্ভবও কিছু নয়। পৃথিবীর বহু দেশে এমনটা ঘটেছে অনেক আগেই, এখনো ঘটে চলেছে বহু দেশে। ওইসব দেশের অভিজ্ঞতাকে আমাদের দেশের বাস্তবতায় কাজে লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা তার অভিজ্ঞতা নিতে বাধা কোথায়। কিন্তু আমরা কতটুকু প্রস্তুত হচ্ছি? আমাদের মাঠ প্রশাসনের অবস্থা কী? জনপ্রতিনিধিদের প্রস্তুতি কতখানি এগোচ্ছে?

প্রধানমন্ত্রীর কথার সূত্র ধরে আমলাদের দু'য়েকটি মন্তব্য এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক মনে করছি। গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম'-এর উদ্যোগে দেশের সব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, এর অগ্রগতি, এর কর্মকৌশল, প্রক্রিয়া এবং ইউএনওদের নেতৃত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই প্রশিক্ষণে ইউএনওদের জুমসহ একটি করে ল্যাপটপও দেয়া হয়, যাতে করে ইউএনওরা সর্বক্ষণিক অনলাইনে থাকতে পারেন। সেই প্রশিক্ষণে ইউএনওরা বলেছিলেন, উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্যোগ এখন এগোবে ... কারণ, তারা জেনে গেলেন উপজেলা পর্যায়ে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সারাদেশে বিশেষ করে তৃণমূলে সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই আশার বাণীর পাশাপাশি তারা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানিয়েছিলেন, এই পুরো কর্মযজ্ঞ থেমে যেতে পারে, পদে পদে বাধাগ্রস্ত হতে পারে, যদি উপজেলা চেয়ারম্যানদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা না দেয়া হয়। এক পর্যায়ে তারা এমনও বলেছেন, তাদেরকে এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে না পারলে প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন তা অর্জন করা কঠিন হতে পারে।

ইউএনওদের এই প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছে। তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতেই এটুআই প্রোগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যানদের জন্য 'ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ চার দিন। প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক আলোচনা হয় এবং অবশিষ্ট তিন দিন আলোচনা হয় এনআইএলজিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে। গত ১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিনে ৪৮১ জন উপজেলা চেয়ারম্যানই উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। এরপর পর্যায়ক্রমে ব্যাচে ব্যাচে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে, জুনের মাঝামাঝি গিয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষ হবে।

'জেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্যোগসমূহ সমন্বয়' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

উপজেলা চেয়ারম্যানরা যাতে করে কার্যকরভাবে ই-নেতৃত্ব দিতে পারেন সেজন্য আরো সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের আগেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আর এর মধ্যে কর্মশালা আয়োজন করা হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের (সার্বিক) জন্য। গত ১৭-১৮ মে ২০১০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার– এই তিন শক্তির একটি সুসমন্বয় দরকার। এই কর্মশালায় ইউনিয়নে-উপজেলায়-জেলায় যে ডিজিটাল উদ্যোগসমূহ শুরু হয়েছে, কিভাবে তার সমন্বয় হবে তার বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করা হয়। ডিজিটাল উদ্যোগ সমন্বয় করার জন্য সব অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে জেলা ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব হলো জেলা পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি ডিজিটাল উদ্যোগে যত শুরু হয়েছে, তার খোঁজ নেয়া, কেমন চলছে তা বোঝা এবং এগিয়ে নেবার জন্য কী করা দরকার, তা খুঁজে বের করা। উপজেলা চেয়ারম্যানদের ই-নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের এই সমন্বয়মূলক ভূমিকা খুবই সহায়ক হবে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো 'ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র'। উপজেলা ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র হলো– উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এক বা একাধিক ▸

কমপিউটার নিয়ে একটি ওয়ান স্টপ কাউন্টার স্থাপন করা হবে। সম্ভাব্য দফতরসমূহ ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকবে। সেবা সংক্রান্ত আবেদনসমূহ সংশি-ষ্ট দফতরে অথবা ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্রে সংগ্রহ করা হবে, তবে যেখানেই সংগ্রহ করা হোক না কেনো, সব ডকুমেন্টই অ্যান্ট্রি হবে। সব গৃহীত ডকুমেন্টেরই একটি আইডি থাকবে এবং গৃহীত এসব ডকুমেন্টের গতিবিধি ট্র্যাকিং করা যাবে। সব আবেদনের বিপরীতে আইডি নাম্বারসম্বলিত একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেয়া হবে। আবেদনসমূহ উপজেলা ওয়ান স্টপ কাউন্টার থেকে, ওয়েবের মাধ্যমে, ইউআইএসসি থেকে দাখিল করা যাবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের যেকোনো সেবার জন্য উপজেলা ওয়ান স্টপ কাউন্টারে আবেদন দাখিল করা যাবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিষ্পত্তিযোগ্য আবেদনসমূহ জেলা ওয়ান স্টপ কাউন্টারে জমা নেয়া হবে। ইউআইএসসিসমূহ তথ্যসমূহ অ্যান্ট্রি হতে থাকবে। এভাবে ধীরে ধীরে ডাটাবেজটি সমৃদ্ধ হতে থাকবে। যেকোনো নাগরিকের আইডি ব্যবহার করে সে নাগরিকের সব যাবতীয় তথ্য জানা যাবে। উপজেলার তথ্যসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে। আবার জেলার তথ্যসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষণ হবে। কারণ, সব জেলা ও উপজেলা ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র চালু হলে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি খুব জরুরি হয়ে পড়বে। এমন একটি বৈপ-বিক কাজ সমন্বয় করবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেলা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে, যা শুরু হবে প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে।

তবে ডিজিটাল উদ্যোগ সমন্বয়ের প্রশ্নে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি দায়িত্ব হলো স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে ১০০০ ইউনিয়নে যে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা। ইতোমধ্যে এলআইএলজি ১০০০ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ২০০০ জন উদ্যোক্তা (একজন ছেলে, একজন মেয়ে, যারা আর্থিক বিনিয়োগ করে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র পরিচালনা করার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হয়েছে) বাছাই করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের জেলা পর্যায়ে স্থাপিত কমপিউটার ল্যাবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১০ দিন। প্রথম সাত দিন উদ্যোক্তারা শিখবে ও অনুশীলন করবে। ইউআইএসসি পরিচালনা করার বিভিন্ন করিগরি দিক। মৌলিক কমপিউটার জ্ঞান থেকে শুরু করে ইন্টারনেটে গুগল সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে ব্যবহার করে যেকোনো তথ্য তৃণমূল একজন মানুষের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবে, তার দক্ষতা অর্জন করবে। আর শেষের তিন দিনে শিখবে কিভাবে ইউআইএসসি-কে টেকসই করে তুলবে, তার জন্য কিভাবে ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি করবে, কিভাবে ইউআইএসসির আয় বাড়াবে, আয় বাড়াবার কৌশল শিখবে। ইউআইএসসির কনটেন্ট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এই কনটেন্ট প্রচারের কৌশল রপ্ত করবে, যাতে করে স্থানীয় মানুষ ইউআইএসসিতে আসতে তাগিদ বোধ করে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কিভাবে স্থানীয় মানুষকে উচ্ছেদ করবে তা জানা। এই উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে যাতে করে স্থানীয় মানুষ মনে করতে শুরু করবে, এটা তাদের প্রতিষ্ঠান। সেজন্য কিভাবে মানুষের সাথে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে, ক্লাবে-ক্লাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, উঠানে মানুষের সাথে ইউআইএসসি কিভাবে চলবে, কিভাবে পরিচালনা করলে মানুষের জন্য আরো ভালো হবে, আরো কী কী বিষয় যোগ করা দরকার, কী কী বিষয় পরিবর্তন করা দরকার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা 'গণগবেষণা' করার কৌশল শিখবে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে ইউআইএসসিতে মালিকানা বাড়বে এবং এর একটি ইতিবাচক প্রভাব হলো– এক পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে মানুষের জন্য ইউআইএসসি অতিপ্রয়োজনীয়। বলা যেতে পারে, আমি বলব 'অনিবার্য' সংগঠনে রূপান্তরিত হবে, তখন তারা এটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থনৈতিকভাবে অংশ নিতেও আগ্রহী হবে। কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে বিসিসির মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে বিটিএনভুক্ত বিভিন্ন টেলিসেন্টারের কর্মীরা। এডিসির দায়িত্ব হলো এই উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে সমন্বয় করা।

মাঠ পর্যায়ের এই ডিজিটাল কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বার্ড, আরডিএ, বিআরডিবি প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে যারা শত শত ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনায় সহায়তা করবে। পাশাপাশি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবার জন্য তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেমন– মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্যোগসমূহের ওপর অ্যাকশন রিসার্চ করা এবং এর ফাইন্ডিংস সরকারি যত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর। যেমন পিএটিসি'র ট্রেনিং কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা। এভাবেই সব দিক থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে এগিয়ে যেতে থাকবে যার সুসমন্বয় ঘটবে উপজেলা চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে। আশা করা যায়, চেয়ারম্যানরা বাজেট প্রণয়নে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা রাখতে পারবেন, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবেন। এছাড়াও জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরি, ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড তদারকি, স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ নেয়ার বিষয়েও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। মোটা দাগে বলা যায়, ই-নেতৃত্ব বিকশিত হবেই।'

ফিডব্যাক : manikswapna@yahoo.com

উপজেলা চেয়ারম্যানের ই-নেতৃত্ব

প্রশিক্ষণের শুরুর দিকে যখন বলা হয় আপনাদের ই-নেতৃত্ব দরকার। সেটাই আসল কথা। আইসিটি শেখা। এটা কিভাবে হবে? আপনারা কিভাবে নেতৃত্ব দিতে চান? তখন কিন্তু কখনো কখনো তাদের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হতে দেখেছি। অনেকে বলতে থাকেন, আমাদের যেসব জীবন-মরণ সমস্যা তার সমাধানের কিছুই বলছেন না, তো নেতৃত্ব দেব কিভাবে। কিন্তু দিনের এক পর্যায়ে এসে যখন জানতে চাওয়া হয়, এখন বলুন আপনারা ফিরে গিয়ে কী করবেন? কী করতে চান? কিভাবে করতে চান? তখন অনেক আইডিয়া আসে। একটা বিষয় প্রায় সবাই বলেন, দেখেন, আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন, মাঠ পর্যায়ে যে ডিজিটাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তাকে কিন্তু সমন্বয় করার দায়-দায়িত্ব অবধারিতভাবে উপজেলা চেয়ারম্যানেরই। অনেকে উদাহরণ দিয়ে বলতে শুরু করেন, এই যে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয়েছে, এগুলো আমরা সব ইউনিয়নে যদি সেবাকেন্দ্র সৃষ্টি করতে পারি, এতে সেবা তো মানুষ পাবেই। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রই হলো এর মোক্ষম অস্ত্র। এখানে ইউএনওরা সংশি-ষ্ট আছেন। তাদের সাথে যদি কোনো মনোমালিন্য থেকেও থাকে, তাহলেও এর কোনো নেতিবাচক প্রভাব কাজে ফেলতে দেয়া উচিত নয়। যারা এটা পারবেন না, তারা কিন্তু ভালো চেয়ারম্যান হিসেবে প্রমাণ করতে পারবেন না। মুক্ত আলোচনায় এসব কথা উপজেলা চেয়ারম্যানরাই বলতে থাকেন।

উপজেলা চেয়ারম্যানদের ই-নেতৃত্বের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সত্যিকারে প্রযুক্তি কতখানি ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীতে অনেক গবেষণা থেকেই বেরিয়ে এসেছে সেবা যোগানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকা মাত্র ২০ শতাংশ। আসল কথা হলো। প্রক্রিয়া, মানুষ আর মানুষের নেতৃত্ব। প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিষয়টিই আসল। প্রযুক্তি হাতে থাকলেও যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্য সেবা নিশ্চিত হবে, তা যদি কাজ না করে, তবে কারো জন্যই যেনো সুফল বয়ে আনবে না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ইউএনও/এডিসি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঠিক সময়েই ফাইল মন্ত্রণালয়ে পাঠালেন। কিন্তু মন্ত্রণালয়ে তা যদি পড়ে থাকে ৬ মাস, তবে কার কি লাভ হবে। ফলে প্রথমেই পরিবর্তন দরকার প্রক্রিয়ায়। এখানেই নেতৃত্বের প্রশ্ন। উপজেলা চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব হলো এই প্রক্রিয়া পরিবর্তনে সক্রিয়, উদ্যোগী, দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করা।

পাইর‍্যাসিতে বিশ্বে তৃতীয় স্থান
সফটওয়্যার শিল্পের কী হবে

মোস্তাফা জব্বার

পাইর‍্যাসি নিয়ে এ লেখার পেছনে দুটি বড় খবর রয়েছে। প্রথম খবরটি হলো একেবারে তাজা। গত ২৩ মে ২০১০ রাতে ইন্টারনেটে জানা গেল, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সরকারের প্রতি একটি রুল জারি করেছে। খবরটিতে বলা হয়েছে, 'পাইর‍্যাসি বন্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে না এবং পাইর‍্যাটেড কপি জব্দের নির্দেশ কেনো দেয়া হবে না, জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করা হয়েছে।' একই সাথে আইন অনুযায়ী পাইর‍্যাসি বন্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি মো: দেলোয়ার হোসেন ২৩ মে ২০১০-এ আদেশ দেন। 'মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ'-এর সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহেদ আলী এবং 'বাংলাদেশ ফিল্ম প্রডিউসার ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি গাজী মাজহারুল আনোয়ার এ রিট করেন।

আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে বাণিজ্য সচিব, অর্থ সচিব, সংস্কৃতি সচিব, শিল্প সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব, তথ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, র‍্যাবের মহাপরিচালক, কপিরাইট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রেজিস্ট্রারকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। পরদিন পত্রিকার পাতায় সেটি ছাপা হয়। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করেছে এমনটি চোখে পড়েনি।

আমি বিগত তেইশ বছর ধরে মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবসায় করি, কিন্তু এমন কোনো খবর এর আগে আর কখনো পড়িনি। যারা রিট করেছেন, তাদেরকে যেমন আমি চিনি, তেমনি আমি চিনি এই দুটি শিল্প খাতকে। কখনো কপিরাইট বোর্ডের সদস্য হিসেবে, কখনো কপিরাইট আইন সংশোধন সংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসেবে বা কখনো অ্যান্টি-পাইর‍্যাসি টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে আমি এই দুটি শিল্প খাতের মানুষদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। ক'দিন আগে কপিরাইট আইন সংশোধন সংক্রান্ত এক সভায় গাজী মাজহারুল আনোয়ার উপস্থিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সমিতির নতুন সভাপতি। কারণ, এর আগে তাকে আর কোনো সভায় দেখিনি। সচরাচর সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির মহিউদ্দিন আহমেদ, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির কুমার বিশ্বজিৎ, ওয়াইপোর কবি নুরুল হুদা এবং সরকারের কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত থাকেন। গাজী মাজহারুল আনোয়ার সেদিন বলছিলেন তার নিজের কষ্টের কথা। তার কথায়, তিনি এখন ফিল্ম পাইরেটদের হুমকির মাঝে বিপন্ন জীবনযাপন করছেন। কোটি কোটি টাকায় একটি চলচ্চিত্র তৈরি করার পর কেউ ছবি রিলিজ হবার পরের দিন ফোনে জানায়, দশ লাখ টাকা দাও, নইলে কপির সিডি বাজারে ছেড়ে দেবো, তখন কার মাথা ঠিক থাকে? তার মতে চলচ্চিত্র শিল্পে এখন চলছে নীরব সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি। পাইর‍্যাসির নামে এই ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ড যদি অব্যাহত থাকে, তবে একদিন বাংলাদেশে সিনেমা হলে দেখানোর জন্য কোনো চলচ্চিত্র তৈরি হবে না। চলচ্চিত্র শিল্প বলতে কিছু থাকবে না। বিশ্বজিৎ জানান, প্রতিদিন লাখ লাখ কপি পাইর‍্যাটেড সিডি উদ্ধার করা হয়, কিন্তু রাক্ষসের বংশের মতো তার কোনো শেষ নেই। আবার লাখ লাখ জন্ম নেয়। সেজন্য অবাক হইনি, এই দুটি সমিতি শেষ পর্যন্ত আদালতের দুয়ারে কড়া নেড়েছে। মনে হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও গানের ক্ষেত্রে পাইর‍্যাসি এতটাই ভয়াবহ, এই দুটি শিল্প খাতের বেঁচে থাকার মতো কোনো অবস্থা দেশে বিরাজ করে না। অথচ এমনি একটি জঘন্য অবস্থা থেকে এ দুটি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য সরকারের কোনো মহলের কোনো প্রচেষ্টা নেই। হাইকোর্ট যাদেরকে কারণ দর্শাতে বলেছে, তারা হাত-পা গুটিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে শুধু তামাশা দেখা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা পালন করে না।

তবে পাইর‍্যাসির সীমানাটা শুধু চলচ্চিত্র বা গানেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক আগেই পাইর‍্যাসি চলে আসছে। ঢাকার নীলক্ষেতে গেলে কারো মনে হবার কারণ নেই যে, এটি কোনো সভ্য দেশ। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বই পাইর‍্যাসির দেশ। রাস্তায় রাস্তায় আন্তর্জাতিক প্রকাশনাগুলো ফেরি করা হয়, কেউ টু শব্দ করে না।

আমরা যারা বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্পের মানুষ, তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। চলচ্চিত্র বা গানের মানুষদের অন্তত একটি ভালো দিক হলো যে, তাদের সমিতি তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সফটওয়্যার শিল্পের পক্ষে এই খাতের সমিতিরও কোনো অংশগ্রহণ নেই। বেসিস নামের একটি সফটওয়্যার সমিতি আছে। এ সমিতি তার নিজের সদস্যদের বিরুদ্ধে কাজ করে। আমি নিজে সমিতির সেসব অপকর্মের শিকার। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় পাইর‍্যাসির দেশে পরিণত হয়েছে। সেজন্যই আমি সাম্প্রতিক দ্বিতীয় খবরটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পরি।

হাইকোর্টের এই আদেশের মাত্র দশ দিন আগে ঢাকার পত্রিকাগুলোতে আরেকটি খবর ছাপা হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার ১৩ মে ২০১০ সংখ্যার ৯-এর পাতায় টেক প্রতিদিন বিভাগের শীর্ষ শিরোনাম ছিল 'পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহারে বাংলাদেশ তৃতীয়।' খবরটিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্যবহার করা শতকরা ৯১টি সফটওয়্যার পাইর‍্যাটেড। এই হিসেবটি বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানের দেয়া। তাদের হিসেবে দুনিয়াতে শতকরা ৯৫ ভাগ পাইর‍্যাসি নিয়ে সবার উপরে অবস্থান করছে জর্জিয়া। শতকরা ৯২ ভাগ পাইর‍্যাসি নিয়ে জিম্বাবুইয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে। একই সমান বা শতকরা ৯১ ভাগ পাইর‍্যাসি নিয়ে আমাদের সাথে এক কাতারে আছে মলদোভা। অন্যদিকে সবচেয়ে কম পাইর‍্যাসি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর রয়েছে জাপান, লুক্সেমবার্গ, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নাম।

আমাদের ব্যাপারে দৈনিক পত্রিকাটি শুধু তৃতীয় স্থানটির কথা বলেছে। কিন্তু প্রতিবেদনটিতে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেয়া হয়নি। এমনকি পাইর‍্যাসির ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়ছে সেটিও এরা বলেনি। আমার নিজের বিবেচনায় সেই তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্স জানাচ্ছে, ২০০৯ সালে সারা দুনিয়াতে ৫১ হাজার ১০০ কোটি ডলারের বেশি (বাংলাদেশী টাকায় ৩৫৭০ হাজার কোটি টাকার চাইতে বেশি) মূল্যের সফটওয়্যারের পাইর‍্যাসি হয়েছে। বিএসএ প্রেসিডেন্ট ও সিইও রবার্ট হোলিম্যান বলেছে, "Software theft exceeded $51 billion in commercial value in 2009. The public and private sectors need to join forces to more effectively combat an epidemic that stifles innovation and impairs economies on a global scale."

আমি নিজে খুশি হতাশ যদি বাংলাদেশের হিসেবটাও থাকতো। তাতে আর যার যে অবদমই থাকুক না কেন, বিজয়-এর ক্ষতিগ্রস্ত হবার তথ্যটা জানা যেতো। কিছুদিন বিএসএ-র কেউ একজন এদেশে ছিলেন। এখন বিএসএ-এর প্রতিনিধিত্ব করেন এমন কেউ নেই বাংলাদেশে। ফলে বাংলাদেশে বিএসএ-এ কোনো কর্মকাণ্ডও নেই। যাহোক, আমরা খুব সহজভাবে যদি দুনিয়ার অর্থনীতিতে এই ক্ষতিটার দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারবো, পাইর‍্যাসির ঘা কোন কোন খাতে কিভাবে আঘাত করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একটি শিল্প খাত তার আয় থেকে ৫১ হাজার ১০০ কোটি ডলার হারিয়েও কেমন করে সমৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এই ক্ষতিটা না হতো, তবে এই খাত আরো কতটা সামনে যেতে পারতো?

বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্সের মতে, ২০০৯ সালে পাইর‍্যাসির হার ৪১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৩ শতাংশে হয়েছে। আগের বছর যেখানে ১৬টি দেশে পাইর‍্যাসি বেড়েছিলো, ২০০৯ সালে সেখানে ১৯টি দেশে পাইর‍্যাসি বেড়েছে। দুনিয়াতে পিসি বিক্রি বাড়ার জন্যই পাইর‍্যাসি বেড়েছে বলে বিএসএ মনে করে। এই প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, দুনিয়াতে পিসির যে বাজার বেড়েছে, তার শতকরা ৮৬ ভাগ বেড়েছে মাত্র তিনটি দেশে: ব্রাজিল, চীন ও ভারত। বিএসএ দাবি করে, এক ডলার যদি সফটওয়্যারের জন্য ব্যয় করা হয় তবে দেশী কোম্পানিগুলোর জন্য ৩-৪ ডলারের উপযোগ

(বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়)

সফটওয়্যার শিল্পের কী হবে

(৪৭ পৃষ্ঠার পর) তৈরি হয়। অর্থমূল্যে চীনে সবচেয়ে বেশি পাইরেসি বেড়েছে। অন্যদিকে ভারত, চিলি ও কানাডা পাইরেসি কমাতে সাফল্য দেখিয়েছে।

১১ মে ২০১০-এ প্রকাশিত এ প্রতিবেদন থেকে এটি বোঝা গেছে, বাংলাদেশের অবস্থা শুধু ভয়ঙ্কর নয়, উদ্ধারের পর্যায়েও নয়। যেহেতু বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়্যারটি আমার তৈরি করা সেহেতু এই ক্ষেত্রে আমার অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। এমনিতে বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের ব্যাপক পাইরেসি আছে। এছাড়া আছে বিজয় বাংলা কীবোর্ডের পাইরেসি। ফ্রিওয়্যার, ওপেন সোর্স বা বাণিজ্যিক সফটওয়্যারের নামে বিজয় বাংলা কীবোর্ড নকল করে দেদার বিতরণ করা হচ্ছে কপি, কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। ক'মাস আগে ঢাকার একটি এলাকায় পাইরেটেড সফটওয়্যার ধরতে গিয়ে পরে এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে, এরা আমার বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও মিছিল করার হুমকি দিল। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমার পাইরেসিবিরোধী লড়াইকে নেতিবাচক প্রচারণা হিসেবে দেখা হয়েছে। এমনকি আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে, আমার বিরুদ্ধে মিছিল করা হবে এবং মানববন্ধন করে প্রতিবাদ করা হবে। তারও আগে একজন আমার বিজয় কীবোর্ড চুরি করে আমারই বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল। এখনো একটি ওপেন সোর্স ইউনিজয়, একটি ফ্রিওয়্যার ইউনিবিজয় এবং হাফ ডজন বাণিজ্যিক সফটওয়্যারে বিজয় কীবোর্ডে পাইরেটেড হচ্ছে।

এ কারণে এদেশের সব সৃজনশীলতা এখন হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ কোনো নতুন কর্ম তৈরি করছে না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে সরকার এ বিষয়ে নীরব থাকায় পাইরেসি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অ্যান্টি-পাইরেসি টাস্কফোর্স গঠন করেছিল। সেটি দুয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু এরপর সেই টাস্কফোর্স এখন নীরবতা পালন করছে। সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারক পর্যন্ত সবাই এই বিষয়ে কবরের নীরবতা পালন করে। পুলিশের চোখের সামনে পাইরেসি হয়, পুলিশ টু শব্দ করে না। সফটওয়্যার পাইরেসির জন্য নীলক্ষেত থানায় ছয়টি মামলা হয়েছে। পুলিশ হাতেনাতে তাদের কাছ থেকে পাইরেটেড সফটওয়্যার উদ্ধার করেছে, কিন্তু মাসের পর মাস অতিবাহিত হলেও এদের বিরুদ্ধে কোনো চার্জশীট দেয়া হয়নি। ২০০০ সালের কপিরাইট আইনে পাইরেসির জন্য যথেষ্ট কঠোর শাস্তির বিধান থাকলেও একটি মামলাতেও কারো কোনো শাস্তি হয়নি। বরং যাদেরকে এসব অপরাধে গ্রেফতার করা হয়, তারা আদালতে উঁকি দিয়ে বের হয়ে আসে। এমন অবস্থায় দেশের সফটওয়্যার শিল্পের কী হবে, আমি তা আন্দাজও করতে পারি না।

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

আইসিটি উন্নয়নে শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা

মইন উদ্দীন মাহমুদ

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিকে অবলম্বন করে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে এমন দেশের কথা বলতে গিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারত, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, চীনের মতো দেশের উদাহরণ টেনে থাকি প্রায়ই। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকেরা ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেন না বা এড়িয়ে যান। কেননা এরা মনে করেন, উলি-খিত দেশগুলো বর্তমানে বিশ্বে আইটি বাজারে নিজেদের অবস্থান এমন ঈর্ষণীয় বা অনুসরণীয় অবস্থানে নিয়ে গেছে, যা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ প্রেরণার উৎস হতে পারে এসব দেশের উদাহরণ। আর এ উপলব্ধিতেই এ লেখায় তুলে ধরা হয়েছে আমাদের খুব কাছের দেশ শ্রীলঙ্কার আইটি খাতের কিছু উদ্যোগ, যা সেদেশের সার্বিক অর্থনীতির অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কা অভ্যন্তরীণভাবে এক অস্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের কাছে অতি পরিচিত। এ দেশটি রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল হলেও দেশের আইসিটি খাত অর্থনীতি উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

গত বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে যে ধস নামে তার ফলে বিভিন্ন খাতের মতো আইসিটিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ মন্দার কারণে ব্যাপকভাবে কমে যায় আইসিটিসহ বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগ ও দক্ষ আইসিটিসংশি-ষ্ট পেশাজীবীর নিয়োগদান প্রক্রিয়া। সমগ্র বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে এমন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বন্ধ করছিল বা কমাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা সরকার ই-শ্রীলঙ্কা ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টসহ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে হাত দেয়। এ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আরো বেগবান হয় শ্রীলঙ্কা সরকারের 'Year of English and IT' ঘোষণার মাধ্যমে।

শ্রীলঙ্কা সরকার বিভিন্ন উদ্দীপক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী, যাতে অর্থনীতির চাকা আরো বেগবান হয়। বর্তমানে শ্রীলঙ্কার আইসিটি খাতে বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধু তাই নয়, বরং উৎপাদন ও অর্থনীতির খাতে জাতীয় মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে যাচ্ছে। আইসিটি আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে উন্নয়ন খাতের মান ও সক্ষমতা বাড়ছে ব্যাপকভাবে।

ই-শ্রীলঙ্কার প্রোগ্রামের অন্তর্গত ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যাজেন্সি (আইসিটিএ) আইসিটিভিত্তিক কিছু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে, যার ব্যাপ্তি আইসিটিভিত্তিক সচেতনমূলক প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে সুযোগসুবিধার সমর্থন যোগানো এবং গ্রামীণ অঞ্চলে বিভিন্ন আইসিটিভিত্তিক প্রোগ্রাম চালু করা। এর ফলে শ্রীলঙ্কা আইসিটির সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। এ তথ্য জানা যায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে। গে-াবাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্ট ২০০৮-২০০৯-এর ওপর বিশে-ষণধর্মী রিপোর্টটি তৈরি করেছে আইসিটিএ মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-সহযোগিতায় প্রস্তুত করা এই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স (NRI)-এ শ্রীলঙ্কার সার্বিক র‍্যাঙ্ক বা অবস্থান ব্যাপকভাবে উন্নত হয়ে ১২২ দেশের মধ্যে ৮৬তম হয় ২০০৬-২০০৭ সালে। ২০০৭-২০০৮ সালে হয় ১২৭ দেশের মধ্যে ৭৯তম এবং এ অবস্থান আরো উন্নত হয় ২০০৮-২০০৯ সালে। ফলে সূচকে দেশটির অবস্থান হয় ১৩৪ দেশের মধ্যে ৭২তম।

নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স তথা এনআরআই পরিমাপ করা হয় আইসিটির সুযোগসুবিধা ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রবণতার ওপর। এনআরআই প্রায় ৬৮টি সাব কম্পোনেন্টের ওপর ভিত্তি করে এ মান নির্ধারণ করে, যা আইসিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স-এ শ্রীলঙ্কার অবস্থান উন্নত হওয়া মানেই দেশটি ই-শ্রীলঙ্কা কার্যক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। যেখানে সুপারিশ বা গ্রহণ করা হয়েছে ৬টি ইন্টিগ্রেটেড স্ট্র্যাটেজি। এতে সমন্বিত আছে আইসিটিতে সচেতনতা বাড়ানোর প্রোগ্রাম। যেমন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের জন্য হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যানাবলড সার্ভিসেস (আইটিইএস) সেক্টর এবং দেশের নাগরিকদের জন্য আইসিটি প্রশিক্ষণ। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন করার জন্য শ্রীলঙ্কা আইসিটিসংশি-ষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটিএর ন্যাশনাল ও ই-সোসাইটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের জন্য আইসিটির সুযোগসুবিধা আরো বাড়ানো হয়েছে। এরফলে আগামীতে তা শ্রীলঙ্কার ভেতরে যেমন একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করবে, তেমনই আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদেরও আরো বেশি করে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করবে।

শ্রীলঙ্কার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যাজেন্সি (আইসিটিএ) সম্প্রতি দেশে প্রথমবারের মতো চালু করে ন্যাশনাল আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি সার্ভে। এটি 'ন্যাশনাল আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি সার্ভে ২০০৯' নামে পরিচিত। শ্রীলঙ্কার আইসিটিএ ইউনিটের মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনে-এর তত্ত্বাবধানে এই জরিপ পরিচালিত হয়, যা বাস্তবায়ন করবে গ্রিনটেক কনসালট্যান্ট প্রা. লি.। এ জরিপের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রীলঙ্কার বর্তমান আইসিটির অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করাসহ এ শিল্পের ভবিষ্যৎ গতিধারা অনুধাবন করা। এর ফলে প্রতিটি আইসিটিসংশি-ষ্ট শিল্প উদ্যোক্তার প্রাথমিক গঠন-প্রকৃতি এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা যেমন জানা যাবে, তেমনি জানা যাবে এ শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ।

এ সার্ভের আওতায় থাকছে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি, টেলিকম, টেলিফোনি, বিপিও সেক্টর, ইন্টারনেট, রেগুলেটরি ও পলিসি এনভায়রনমেন্ট ইত্যাদিসহ ই-শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্র। এ সার্ভের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সরাসরি ই-শ্রীলঙ্কার প্রজেক্টকেন্দ্রিক এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাভিত্তি।

শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি সার্ভে যেসব ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ করছে সেগুলো হলো : ০১. পণ্যের ধরন, ০২. কোন ধরনের বাজারের জন্য শিল্পপণ্য সরবরাহ করবে, ০৩. শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ক্রমোন্নতি পণ্যের বিক্রির মাত্রার ওপর ভিত্তি করে মুনাফার মাত্রা, ০৪. গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ, ০৫. ক্রমোন্নতির স্ট্র্যাটেজি এবং ০৬. শিল্প উদ্যোক্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নীতি ও উন্নয়ন।

আঞ্চলিক ভাষায় তথ্যপ্রযুক্তি

শ্রীলঙ্কায় কমপিউটারে ব্যবহারের জন্য কোনো আদর্শ ফন্ট ও আপি-কেশন ছিল না। ফলে আইসিটিকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ছিল বিরাট সমস্যা। সে সমস্যা এখন দূরীভূত হয়েছে। এখন কমপিউটার ব্যবহার করে সিংহল ও তামিল উভয় ভাষায় তথ্য বিনিময় করা সম্ভব। ওয়েব ব্রাউজ করা যাবে নির্দিষ্ট কোনো ফন্ট ডাউনলোড না করেই। ওয়েবসাইটের কনটেন্ট আঞ্চলিক ভাষায় অর্থাৎ যেমন সিংহল ভাষায় ডিসপে- করা যাবে, তেমনি যাবে তামিল ভাষায় কনটেন্ট ডিসপে- করা। এর ফলে শ্রীলঙ্কার ই-মেইল বিনিময়ের সময় কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকছে না। তাই এখন মেইলবক্সকে আর আগের মতো ফন্টও ই-মেইলের সাথে পাঠাতে হয় না এবং ওয়েব কনটেন্ট ভিউ করার জন্য প্রোপাইটার ফন্ট ডাউনলোড করতে হবে না।

ইয়ার অব আইসিটি অ্যান্ড ইংলিশ

যেকোনো দেশের শীর্ষস্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা সরকারপ্রধানের জনসাধারণের কল্যাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা ঘোষণা সমগ্র দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে উদ্বেলিত করে, আশা ও প্রেরণা যোগায় এমন দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে অসংখ্য রয়েছে। যেমন– বারাক ওবামার 'Change' বা ▸

আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আর শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপাকশের 'ইয়ার অব আইসিটি অ্যান্ড ইংলিশ' ঘোষণা।

মাহিন্দা রাজাপাকশের এ ঘোষণা শুধুই মৌখিক ঘোষণাই ছিল না। এই ঘোষণাকে তুলনা করা হয়েছে ৩৬৫ দিনের জন্য সমুদ্রযাত্রার সবুজ সঙ্কেত, যে জাহাজের প্রত্যেক যাত্রীই জাহাজের নাবিক, যারা সবচেয়ে অনুকূল জীবনধারা এবং সব শ্রীলঙ্কাবাসীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার দেয়ার উদ্দেশ্যে পাল তুলেছে।

আইসিটিএ নিয়োজিত রয়েছে ইনফরমেশন এবং কমিউনিকেশন টেকনোলজির (আইসিটি) জন্য দিকনির্দেশনা ও জাতীয় উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী নীতি প্রণয়নের কাজে। আইসিটি অ্যামেন্ডমেন্ট আক্ট-এর স্থায়িত্ব অতীতের মতো ৫ বছরের জন্য সীমাবদ্ধ না করে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে, যাতে এর পরিপূর্ণ সুফল পাওয়া যায়।

শ্রীলঙ্কার সরকার যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, আইসিটির পরিপূর্ণ সুবিধা পাওয়ার জন্য সরকার আইসিটি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ জনবল। কেননা, ইংরেজি ভাষায় দক্ষ জনবল তৈরি করতে না পারলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের দক্ষতাকে উপস্থাপন করা যেমন যাবে না, তেমনি সম্ভব হবে না আউটসোর্সিংয়ের বাজারে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করা। আর এ কারণে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপাকশে ২০০৯ সালকে ঘোষণা করেছেন 'ইয়ার অব আইসিটি অ্যান্ড ইংলিশ'। সরকার আইসিটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল গঠনের লক্ষ্যে গঠন করেছে দুটি বিশেষ টাস্কফোর্স, যারা কাজ করে যাচ্ছে আইসিটি অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য।

আইসিটিএ আইসিটি খাতে অগ্রগতিসাধনে সহায়তা দানেরও জন্য অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ঘোষিত আইসিটি বছরে তাদের প্রচেষ্টা আরো তীব্রতর করেছে, যাতে তাদের লক্ষ্য সফল হয়। শিক্ষাই মূল চলিকাশক্তি এবং আইসিটি হলো এর অন্যতম প্রধান টুল বা নিয়ামক। আর এ কারণে বর্তমান শ্রীলঙ্কার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। বর্তমানে শ্রীলঙ্কার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমপিউটার ব্যবহারের অনুপাত ১ : ১০০। অর্থাৎ প্রতি একশত শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একটি কমপিউটার। শ্রীলঙ্কা সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে এ অনুপাত ১ : ১ করতে অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি কমপিউটার। এ লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কা ইন্টেলের সহযোগিতায় ক্লাসমেন্ট পিসি ল্যাব চালু করে। যেখানে ইন্টেল দান করে ৫০০ ক্লাসমেন্ট পিসি।

'ইয়ার অব আইসিটি অ্যান্ড ইংলিশ' ঘোষণায় শ্রীলঙ্কার আইসিটিএ সারাদেশে আইসিটির সচেতনতা সৃষ্টির প্রোগ্রাম চালু করে। এই প্রচারাভিযান এমনভাবে অর্গানাইজ করা হয়, যাতে দেশে জনগণ আইসিটির সুফল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। আইসিটিএ সারাবছর ধরে সৈনিক পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে এই প্রচারাভিযান চালিয়ে যায়, যাতে টার্গেট গ্রুপকে আকৃষ্ট করতে পারে। শুধু তাই নয়, শ্রীলঙ্কা সরকার আশা করছে ২০১২ সালের মধ্যে দুইশ' কোটি ডলার আয় করতে পারবে আইসিটি খাত থেকে। এছাড়াও শ্রীলঙ্কা সরকার আরো আশা করছে আইসিটি খাতে এক লাখের বেশি তরুণের কর্মসংস্থান হবে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে কাজও করছে তারা।

শেষ কথা

শ্রীলঙ্কা সরকার আইসিটির সুফল যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেই এ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি নেয়ার পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট তৎপর। নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্সে দেখেই তা বুঝা যায়। যদি সে দেশের সরকার আইসিটির ব্যাপারে উদ্যোগী না হতো বা আইসিটিকে গুরুত্ব না দিত, তাহলে কোনো অবস্থাতেই নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্সে এ অবস্থানে উপনীত হতে পারতো না। আর শ্রীলঙ্কা সরকারও এমন প্রত্যাশা করতে পারতো না যে, তারা ২০১২ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে এক লাখ তরুণের কর্মসংস্থান করতে পারবে। আইসিটি উন্নয়নের চাবিকাঠি এটি উপলব্ধি করার পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট শ্রীলঙ্কা সরকার।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সময়ের সরকারপ্রধানরা আইসিটিকে পুঁজি করে বিভিন্ন আশার কথা শুনিয়েছেন। অনেক কর্মসূচি চালুর কথা বলেছেন, যার বাস্তবায়ন আজো হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হলেও সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হয়েছে একযুগের অধিক সময়। এক্ষেত্রে বাস্তব উদাহরণ অনেক থাকলেও উলে-খযোগ্য একটি হলো, এখন পর্যন্ত ভিওআইপি উন্মুক্ত না করা। অথচ বিভিন্ন সময় ভিওআইপি উন্মুক্তকরার কথা শোনা গেছে। ফাইবার অপটিকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকদের সময় লেগেছিল একযুগেরও বেশি। ফাইবার অপটিক সংযোগ পেলেও তার সুবিধা এখনো আমরা পাচ্ছি না উচ্চ সংযোগ ফি' ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবের কারণে। ফাইবার অপটিক সংযোগ প্রায় কাটা পড়ে। তাই দ্বিতীয় ফাইবার অপটিক সংযোগের কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করছে বর্তমান সরকার। তবে এ সংযোগ কবে ঘটবে তা আমাদের জানা নেই।

দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছিলাম দেশে আইটি পার্ক হচ্ছে, এর জন্য প্রয়োজনীয় জমিও বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দ করা সেই ভূমি এখনো গরু-ছাগলের চারণভূমি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এর বাস্তবায়নে কতযুগ লাগবে তা ভবিষ্যৎই জানেন। তবে মহাখালীতে প্রতিষ্ঠিতব্য হাইটেক ভিলেজের কথা প্রায় শোনা যায়, কিন্তু বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। সরকারি নীতিনির্ধারণী মহল প্রায়ই কলসেন্টার, মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের কথা বলেছেন কিন্তু এর অবকাঠামো উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। এমনকি কলসেন্টার বা মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনের জন্য যে দক্ষ ইংরেজীশিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজন সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না, যেমনটি করেছে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট। সরকারি উদ্যোগ ও কর্মসূচি নেয়ার কথা আমরা প্রায় শুনে থাকি, যার বাস্তবায়ন হতে দেখা যায় না মোটেও। অথচ বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে, তা সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সরকার যদি তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়, তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

ইন্টারনেট ব্যাংকিং গ্রাহকের নতুন চাহিদা

প্রকৌশলী সালাহউদ্দীন আহমেদ

আধুনিক যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তি এ যুগের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। প্রতিযোগিতার এ যুগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের একমাত্র পথ তথ্যপ্রযুক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বব্যাপী যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আছে, ব্যাংক তার মধ্যে অন্যতম।

একসময় আমাদের দেশে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল না। সরকারি ব্যাংকগুলোই বাজারে ব্যবসায় করত। কিন্তু ১৯৮৩ সালে বেসরকারি খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনার অনুমতি লাভ করলে দেখা যায় এরা সবাই কমপিউটারায়িত ব্যাংকিং সেবা দিতে শুরু করে। ফলে ব্যাংকিং সেবা সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে যায়। গ্রাহকেরা এসব ব্যাংকে এসে ভিড় করতে থাকে। মুনাফা অর্জনের দিক থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো Alternative Delivery Channels (ADC)-এর মাধ্যমে গ্রাহকের বাড়তি সেবা নিশ্চিত করার জন্য এটিএম কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এসএমএস অ্যালার্ট ইত্যাদি সেবা চালু করে। এই সেবাসমূহ দিয়েই ব্যাংকগুলো গ্রাহকের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে ব্যবসায় অর্জন করবে, যা ব্যাংকের সর্বোপরি ব্যবসায়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ, বাড়তি সেবা দিতে পারলেই- ব্যাংকে গ্রাহক হিসাব খুলতে আগ্রহী হবে। সেই সাথে ব্যাংকের ডিপোজিট বাড়তে থাকবে। ঋণের গ্রাহক বাড়বে, ফলে সম্পদ বা অ্যাসেটের পরিমাণ বেড়ে যাবে। সেই সাথে মুনাফাও বেড়ে যাবে।

এই এডিসি-গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ব্যাংকিং সেবা হলো ইন্টারনেট ব্যাংকিং, যা ওয়েব ডোমেইনের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যাংকিং অপশন হিসেবে হোস্ট করা হয়। আর গ্রাহকের ইন্টারনেট সুবিধা থাকলেই তারা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে তার নিজস্ব হিসাবে ঢুকে- ক. স্থিতি, খ. হিসাব বিবরণী, গ. লোন ও ডিপোজিট শিডিউল, ঘ. লেনদেন খোঁজার কাজটি করতে পারে এবং গ্রাহক যখন ইন্টারনেটে ঢুকে এই খোঁজার কাজগুলো করতে থাকে, তখন যে সাধারণ সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো-

ক. ইন্টারনেট ঠিকমতো কাজ না করা।
খ. ব্যান্ডউইডথ সমস্যার জন্য দীর্ঘ সময় বসে থাকা।
গ. চলতি হিসাবের হিসাব বিবরণী আসতে দেরি করা, যা করিগরি সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।
ঘ. আপডেট হিসাব বিবরণী না পাওয়া ইত্যাদি।

চলতি হিসাবের লেনদেন সংখ্যা খুব বেশি থাকলে ডাটার পরিমাণ বেশি হয়। ফলে পুরনো হিসাব অর্থাৎ যে হিসাবগুলোতে লেনদেন বেশি থাকে সেগুলো অনেক সময় আসতে চায় না বা আসতে দেরি হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য যেদিকে খেয়াল রাখার প্রয়োজন তা হলো-

ক. যথেষ্ট ব্যান্ডউইডথ থাকা ও অ্যাপি-কেশনকে এমনভাবে কনফিগার করা, যাতে সেটা দ্রুত কাজ করে।
খ. ডাটার মধ্যে যত টেক্সট বেশি থাকে ও কোনো ছবি ফরমেটে যেনো না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা।
গ. যে কমপিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে তার যথেষ্ট মেমরি আছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

হিসাব সংক্রান্ত বিষয়াদি ছাড়াও সাধারণ একটি অপশন ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে থাকতে দেখা যায়, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন ও সে অনুযায়ী ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যাংকিং অপশনে ঢুকতে পারেন। তাছাড়া কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব এখানে থাকে, যা গ্রাহকের ইন্টারনেট ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

সাধারণত যে সুবিধাগুলোর কারণে গ্রাহকরা ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী হয় সেগুলো হলো-

ক. যেকোনো সময় হিসাবের স্থিতি ও বিবরণী দেখা যায়।
খ. যেকোনো স্থান থেকে হিসাবের স্থিতি ও বিবরণী দেখা যায়।
গ. হিসাব সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য জেনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।
ঘ. বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটি যেমন বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, মোবাইল বিল ইত্যাদি দেয়া যায়।

তবে আমাদের দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করে ও অ্যাপি-কেশন সফটওয়্যারগুলোর নিম্নমানের কথা চিন্তা করে অনেক ব্যাংক ফান্ড ট্রান্সফার সুবিধাটি অ্যাপি-কেশনে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বন্ধ করে রাখে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক আগেই ই-কমার্সের অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু সার্বিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনেক ব্যাংকই সুবিধাটি এত আগেই ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। তবে সময়ের চাহিদার কথা চিন্তা করে অতি শিগগিরই সুবিধাটি সব ব্যাংকেই চালু হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কারণ, ই-কমার্স সুবিধাকে বাদ রেখে কোনোভাবেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখা যায় না। তবে ই-কমার্স বা ফান্ড ট্রান্সফারকে স্বয়ংক্রিয় সহজ উপায়ে চালু করার জন্য আরো সুনির্দিষ্ট ও সাবলীল পলিসি করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোকে যে খরচের মুখোমুখি হতে হয় তাহলো- ক. হার্ডওয়্যার, খ. সফটওয়্যার, গ. জনবল ও ঘ. এস্টাবলিশমেন্ট। আয় হিসাবে করতে পারে বার্ষিক ফি, যা বছরে একবার অ্যাকাউন্ট থেকে কর্তন করা যেতে পারে। কোনো ব্যাংকের যদি ২০ হাজার ইন্টারনেট ব্যাংকিং গ্রাহক থাকে এবং বছরশেষে যদি বার্ষিক ফি হিসেবে প্রতি অ্যাকাউন্ট থেকে ২০০ টাকা নেয়া হয় তবে সর্বমোট ওই বছরে ব্যাংকটি ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভিস দিয়ে বার্ষিক ফি আয় করবে বিশ লাখ টাকা। তবে ব্যাংকগুলোকে মনে রাখতে হবে অন্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেলস (এডিসি)-এর সার্ভিসগুলোকে চালু রাখতে হবে গ্রাহক ধরে রাখার জন্য। গ্রাহক যাতে সহজেই সেবা পেতে পারে কোনো ধরনের ঝামেলা বা সময় নষ্ট না করে। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এডিসি ম্যানেজমেন্ট করে ব্যাংকগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, কিন্তু মুনাফা হচ্ছে সে অনুসারে একেবারেই কম। কিন্তু বাস্তব কথা হলো এডিসি-র মাধ্যমে গ্রাহক সেবাকে সহজ না করলে ব্যাংকে গ্রাহক আসবে না। কারণ, বর্তমান সময় অনেক প্রতিযোগিতার সময়। গ্রাহক বিদেশী ব্যাংকগুলোতে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলবে। এটা হলফ করে বলা যায়। গত ২০-২৫ বছরে বাংলাদেশে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান তার সেবার মান ও তথ্যপ্রযুক্তির আশীর্বাদ দিয়ে দারুণ সফলতা অর্জন করেছে- এদেশের প্রাইভেট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তার মধ্যে অন্যতম। এই ব্যাংকগুলো তার মানসম্মত সেবা দিয়ে যেভাবে মুনাফা করছে তার থেকে তার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দিতে পারছে ভালো বেতন ও অন্য সুযোগসুবিধা। প্রাইভেট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দেশে বেকারত্ব দূর করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে নতুন গতি নিয়ে। আগামীতে এই গতি থাকুক অটুট। বাংলাদেশ এগিয়ে যাক আরো গতি নিয়ে- এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

ফিডব্যাক : swapan_71@yahoo.com

মাইক্রোওয়ার্কার্স

ডাটা এন্ট্রির কাজ

ঘরে বসে আয়ের অপর নাম

মো: জাকারিয়া চৌধুরী

ডাটা এন্ট্রি কাজ যারা করেন, তারা ভালভাবেই জানেন একটি ডাটা এন্ট্রি কাজ পাওয়া কতটা কঠিন। কমপিউটারের সাধারণ ব্যবহার জানলেই এ ধরনের কাজ করা যায়। এজন্য প্রায় প্রতিটি মার্কেটপ্লেসে এক একটি ডাটা এন্ট্রি প্রজেক্ট করতে শত শত আবেদন পড়ে। এদের মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট একজনকে বেছে নিতে ক্লায়েন্ট বা গ্রাহকদেরকে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয়। প্রথম কাজ পেতে কয়েক সপ্তাহ থেকে শুরু করে কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় নতুন ফ্রিল্যান্সাররা কিছুদিন বিড করার পর কাজ না পেয়ে শেষে ফ্রিল্যান্সিং করার আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন। আজকে যে ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে কাজ করার জন্য কোনো বিড বা আবেদন করতে হয় না। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে এই মুহূর্ত থেকে কাজ শুরু করে দেয়া যায়। আর কাজগুলোও খুব সহজ। সাইটটি হচ্ছে মাইক্রোওয়ার্কার্স : www.microworkers.com।

প্রথম দর্শনেই সাইটটি সহজবোধ্য মনে হবে। মাইক্রোওয়ার্কার্স সাইটের কাজগুলো খুব ছোট ছোট। এক একটি কাজ করতে ৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগে। প্রতিটি কাজের মূল্য ০.১০ ডলার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১.৭৫ ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাইটে প্রতিদিনই নতুন নতুন কাজ আসে। এখানে একটি কাজ মাত্র একবারই করা যায়। মোট আয় ৯ ডলার হলেই চেক, মানিবুকার্স, পেপাল এবং এলার্টপে সার্ভিসের মাধ্যমে উঠানো যায়।

মাইক্রোওয়ার্কার্স সাইটে একজন ফ্রিল্যান্সারকে Worker এবং একজন ক্লায়েন্টকে Employer হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সাইটে এ দুই ধরনের ব্যবহারকারী কিভাবে কাজ করে, তা নিচের কার্টুনের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

Worker হিসেবে কাজ শুরু করার আগে প্রথমে সাইটে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে। এরপর মেনু থেকে Available Jobs লিঙ্কে ক্লিক করলে কাজগুলো দেখা যাবে। প্রতিটি কাজের শিরোনামের সাথে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়– কাজের মূল্য (Payment), শতকরা কতজনের কাজ ক্লায়েন্ট গ্রহণ করেছে (Success Rate), কাজটি করতে আনুমানিক কত মিনিট লাগতে পারে (Time), কতজন এ পর্যন্ত কাজটি করছে (Done) ইত্যাদি। কোনো একটি কাজের শিরোনামের ওপর ক্লিক করে সেই কাজের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এর মধ্যে 'What is expected from workers?' অংশ থেকে কাজের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। কাজটি যে আপনি যথাযথভাবে শেষ করেছেন, তা প্রমাণ দিতে কী কী তথ্য দিতে হবে, তা 'Required proof that task was finished?' অংশের মাধ্যমে জানা যাবে। সবশেষে 'I accept this job' লিঙ্কে ক্লিক করে একটি টেক্সটবক্সে আপনার কাজের প্রমাণগুলো দিতে হবে। কোনো কাজ করতে না পারলে 'Not interested in this job' লিঙ্কে ক্লিক করে বের হয়ে যাওয়াই ভালো, সেক্ষেত্রে এ কাজটি 'Available Jobs' পাতায় আর কখনো দেখাবে না।

কাজের বিভিন্ন ধরন

এবার দেখা যাক, সাইটে কী কী ধরনের কাজ পাওয়া যায় এবং সেগুলোর মূল্য সাধারণত কত হয়।

ক্লিক অ্যান্ড সার্চ (টাকা ০.১০-টাকা ০.১৫) : এ ক্ষেত্রে তথা গ্রাহক একটি সাইটের লিঙ্ক দেবে, যাতে ভিজিট করে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ দিয়ে সার্চ করতে হবে। সবশেষে ক্লায়েন্টের বর্ণনা অনুযায়ী এক বা একাধিক বিজ্ঞাপনে ক্লিক করতে হবে।

বুকমার্ক এ পেজ (টাকা ০.১০-টাকা ০.২০) : গ্রাহকের কোনো একটি সাইটকে অন্য একটি সাইটে বুকমার্ক করতে হবে। এ ধরনের বুকমার্ক সাইটের মধ্যে রয়েছে digg.com, delicious.com বা mixx.com, যা ক্লায়েন্ট কাজের বিবরণীতে উল্লেখ করে দেবে। বুকমার্ক করার আগে ওই সাইটে আপনার একটি অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে।

সাইনআপ (টাকা ০.১০-টাকা ০.২০) : এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সাইটে রেজিস্ট্রেশন ▸

করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপনার ই-মেইল ঠিকানা দিতে হবে। এ ধরনের কাজ করার জন্য নিজের ব্যক্তিগত ই-মেইল ঠিকানা দেয়া ঠিক হবে না। এজন্য পৃথক একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খুলে সেটি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা উচিৎ। অন্যথায় স্পাম ই-মেইলের কারণে আপনার দরকারী ই-মেইল খোঁজে পাবেন না।

কমেন্ড অন আদার (টাকা ০.১০ - টাকা ০.১৫) : এ কাজে গ্রাহকের ওয়েবসাইটে গিয়ে এক বা একাধিক মন্তব্য দিতে হবে। মন্তব্যগুলো সাধারণত দুই-এক লাইনের হবে এবং ওই ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ফোরাম (টাকা ০.১০ - টাকা ০.১৫) : এ ধরনের কাজের জন্য কোনো একটি ফোরামে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং Signature হিসেবে ক্লায়েন্টের কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিতে হবে। এরপর ওই ফোরামের এক বা একাধিক পাতায় সামঞ্জস্যপূর্ণ মন্তব্য পোস্ট করতে হবে।

ফেসবুক (টাকা ০.১৫ - টাকা ০.২০) : এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে ক্লায়েন্টকে ফেসবুকে বন্ধু হিসেবে নেয়া বা ক্লায়েন্টের ভক্ত হওয়া অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার Wall-এ পোস্ট করা।

টুইটার (টাকা ০.১৫-টাকা ০.২০) : এক্ষেত্রে twitter.com-এ একটি অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টকে Follow করতে হবে অথবা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে পোস্ট করতে হবে।

রাইট অ্যান আর্টিকল (টাকা ০.৫০ - টাকা ১.৭৫) : মাইক্রোওয়ার্কার্সে পাওয়া কাজগুলোর মধ্যে এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কোনো বিষয়ে ইংরেজিতে আর্টিকল লিখে সবচেয়ে বেশি আয় করা যায়। লেখাগুলো ৫০ শব্দ থেকে শুরু করে ৫০০ শব্দের মধ্যে হয়ে থাকে। এ ধরনের কাজে একদিকে যেমন ভাষাগত জ্ঞান বাড়ে তেমনি নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। তবে যাদের ইংরেজিতে লেখায় দক্ষতা আছে, তারাই শুধু এ ধরনের কাজ করতে পারে। লেখায় তথ্য সংযোগের জন্য ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে অন্যান্য ওয়েবসাইটের সহায়তা নেয়া যাবে, তবে আপনার লেখাটা অবশ্যই মৌলিক হতে হবে। লেখা মৌলিক হলো কি না, তা www.copyscape.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যাচাই করা যাবে।

ব-গ/ওয়েবসাইট ওনারস (টাকা ০.২৫-টাকা ০.৮০) : অনেক সময় শুধু লিখলেই হবে না, লেখাটা আপনার জনপ্রিয় কোনো ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। এজন্য এধরনের কাজের নামের সাথে PR2+, PR3+, PR4+ ইত্যাদি লেখা দেখতে পাবেন। PR শব্দের মানে হচ্ছে Page Rank, আর PR2+ শব্দের মানে হচ্ছে যেসব ওয়েবসাইটের পেজ র‍্যাঙ্ক ২ বা তার অধিক। এটি গুগলের একটি মানদণ্ড, যা কোনো ওয়েবসাইট কতটুকু জনপ্রিয় তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা হয়। একটি ওয়েবসাইটের পেজ র‍্যাঙ্ক কত, তা www.prchecker.info ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানা যায়। এ ধরনের কাজ শুরু করার আগে www.blogger.com ওয়েবসাইটে গিয়ে বিনামূল্যে আপনার নিজের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে নিতে পারেন। প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই পেজ র‍্যাঙ্ক থাকবে। কিন্তু যদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটটিতে বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজিতে আর্টিকেল লিখেন, তাহলে কয়েক মাস পর পেজ র‍্যাঙ্ক বাড়তে থাকবে। লেখার পাশাপাশি ভালো র‍্যাঙ্কের কয়েকটি ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক বিনিময় করতে পারলে পেজ র‍্যাঙ্ক আরো তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে।

ডাউনলোড অ্যান্ড/অর ইনস্টল (টাকা ০.২৫-টাকা ০.৩৫) : এ কাজে কোনো সফটওয়্যার শুধু ডাউনলোড এবং কোনো কোনো সময় ইনস্টলও করতে হয়।

পোস্ট অ্যান অ্যাড অন ক্ল্যাসেজলিস্ট (টাকা ০.২৫-টাকা ০.৭৫) : www.craigslist.org হচ্ছে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের দেয়া কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন craigslist.org সাইটে প্রকাশ করতে হয়। এজন্য আগেই সাইটটিতে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে।

অর্থ উত্তোলন

* শুধু 'Satisfied' রেটিং পেলেই সে কাজের টাকা আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের সাথে যুক্ত হবে।

* চারটি পেমেন্ট পদ্ধতির যে কোনোটিতে টাকা তুলতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিতে হয়। চেকের ক্ষেত্রে ৪.৫০ ডলার, পেপালের ক্ষেত্রে ৬%, মানিবুকার্স এবং এলার্টপে পদ্ধতিতে ৬.৫% ফি দিতে হয়।

* অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ৯ ডলারের বেশি হলেই শুধু টাকা তুলতে পারবেন। সাথে ফি দেবার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে।

* প্রথম Withdraw করার আবেদনের সময় আপনার বাসার ঠিকানায় চিঠির মাধ্যমে একটি PIN নাম্বার পাঠানো হবে। এই নাম্বারটি পরে সাইটে প্রবেশ করতে হবে। কেউ একাধিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে কি না, তা যাচাই করতে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়। PIN নাম্বারের চিঠিটি আসতে ২০ থেকে ২৫ দিন সময় লাগতে পারে।

* ঠিকানা যাচাই করার পর পরবর্তী Withdraw আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে আপনাকে মূল্য পরিশোধ করা হবে।

আমাদের দেশের অনেক ফ্রিল্যান্সার ইতোমধ্যে এই সাইটে কাজ করছেন এবং এরা সাইট থেকে নিয়মিত টাকা পাচ্ছেন। তবে একটা বাস্তব সত্য হচ্ছে, এই সাইট থেকে খুব বেশি পরিমাণে আয় করা যায় না। যারা পড়ালেখা বা অন্য কাজের পাশাপাশি ইন্টারনেট থেকে বাড়তি আয় করতে চান, তাদের জন্য এ সাইট অবশ্যই আয়ের একটি ভালো উপায় হতে পারে। এই সাইটের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে, ইদানীং এ সাইটকে অনুসরণ করে আরো অনেক ওয়েবসাইট চালু হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে www.minuteworkers.com, www.rapidworkers.com, www.mini-jobz.com ইত্যাদি। তবে সেই সাইটগুলো থেকে মাইক্রোওয়ার্কার্সের মতো আসলেই টাকা পাওয়া যায় কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ফিডব্যাক : *zakaria.cse@gmail.com*

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এ সাইটে কাজ করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখলে ঝামেলাহীনভাবে কাজ করতে পারবেন :

* কোনো অবস্থাতেই একাধিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা উচিৎ নয়। একজন ব্যবহারকারী একাধিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করলে তার সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়।

* একটি নির্দিষ্ট কাজ একবারের বেশি কখনও করতে পারবেন না। তবে একই ধরনের অন্য কাজ করতে কোনো বাধা নেই।

* কাজ না বুঝে কখনো কাজ জমা দেবেন না। প্রতিটি কাজের শেষে ক্লায়েন্ট আপনার কাজ পছন্দ হলে 'Satisfied' দেবে, অথবা অপছন্দ হলে 'Not Satisfied' রেটিং দেবে। এই দুই ধরনের রেটিংয়ের তুলনাকে 'Success Rate' বলা হয়। গত ৩০ দিনে আপনি যদি ৫টি কাজ সম্পন্ন করেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার 'Success Rate' যদি ৭৫% এর নিচে হয়, তাহলে পরবর্তী ১ থেকে ৩০ দিন আপনি আর কোনো কাজ করতে পারবেন না। তাই শতভাগ নিশ্চিত হয়ে কোনো কাজ করা উচিৎ এবং কাজ শেষে ক্লায়েন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যক।

* কখনও যদি 'Success Rate' 75 শতাংশের কম হয়ে যায়, তাহলে হতাশ না হয়ে দুয়েকদিন অপেক্ষা করে আবার কাজ করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখুন।

* নতুন ব্যবহারকারীরা প্রথম প্রথম একদিনে সর্বোচ্চ ৫টি কাজ করতে পারবেন। এরপর ক্লায়েন্টের রেটিংয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ১০টি কাজ করার পর এই সীমাটি আস্তে আস্তে বাড়বে।

* কখনও যদি মনে করেন, আপনি যথাযথভাবে কাজ করেছেন কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাকে 'Not Satisfied' রেটিং দিয়েছে তাহলে 'Submit a Complain' লিঙ্কের মাধ্যমে আপনার অভিযোগ সাইটের কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবেন।

* কাজের প্রমাণ হিসেবে কখনও ভুয়া তথ্য দেবেন না, এ ধরনের কাজ তিনবার করলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

* যেসব কাজে IP অ্যাড্রেস দিতে হয়, সেসব কাজ না করাই ভালো। কারণ, আমাদের দেশের ইন্টারনেট প্রোভাইডাররা গ্রাহকদের শেয়ারকরা IP অ্যাড্রেস দিয়ে থাকে। ফলে আপনার মতো একই ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ আছে এরকম কেউ সেই কাজটি আগে করে থাকলে ক্লায়েন্ট আপনার কাজ গ্রহণ করবে না। আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামীণফোন বা সিটিসেলের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বেশি হওয়ায় এ সমস্যাটা তাদের ক্ষেত্রে বেশি হবে।

Bangladesh-Wait over for the Machine Readable Passport

Tarique M Barkatullah

Bangladesh after its independence has gone for many cultural and social changes. One of these changes attributed by the globalization is encouraging our nationals to seek fortunes where the opportunity exists. This led to the surge in people traveling abroad for job, business, tourism, etc. Bangladesh also witnessed the phenomenal growth in people traveling to various destinations for job and business. This required streamlining the immigration procedures to quickly process the passengers at immigration points ensuring security by screening forged travel documents. This led to adoptation of new "technical Standard 3.10" adopted by the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and a parallel Amendment 19 to Annexure 9 of the Chicago Convention on International Civil Aviation (one of the two main multilateral treaties governing international air transportation) took effect on 11 July 2005. This requires all passports issued by countries that are party to the Chicago Convention, and/or whose laws require compliance with ICAO technical standards, to include a machine-readable version of the basic passport data (name, nationality, passport number, etc.) in all passports issued on or after 1 April 2010.

In one of the earliest attempt to comply with the international obligation a project was taken under the Support to ICT Task Force Project (SICT) under ministry of planning to create the capability of issuing machine readable passport (MRP) from only Dhaka Regional Passport Office at Agargaon, Dhaka while continuing issuing the old passports from other passport issuing offices. A technical team comprising officials from Department of Immigration and Passports, SICT formulated the requirement and tender was floated. Millennium Information Solution Ltd was selected for the job. However, at that point Ministry of Home Affairs constituted a team comprising members from the ministry and Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) headed by the additional secretary of Ministry of Home to prepare a detailed proposal for implementing MRP in Bangladesh.

The committee made extensive study visits to number of countries and decided not to proceed with the SICT project.

The technical team for MRP comprising Professor Lutful Kabir of BUET recommended that in view of the national security and promoting national skills BUET can be entrusted with the design and implementation of the MRP.

The Ministry of Home Affairs decided to appoint a full time consultant for the implementation of the MRP and also the National ID. The consultant was appointed and the consultant formulated a tender document for two stage bidding. In the second stage of the bidding only two companies from Germany, Bundesdruckerei GmbH and Giesecke & Devrient (G&D) participated in the bidding process and the lowest bidder G&D was selected at a cost of BDT 1546 crore. The final approval by the cabinet purchase committee was declined in the year 2006 because the project for MRP was not approved by the Planning Commission and the tendering procedure was not consistent with the Public Procurement Act.

During the tenure of the caretaker government International Organization for Migration (IOM) provided with a Dutch consultant and a tender document was prepared for floating tender. The caretaker government left the issue of MRP for the elected government to handle. Many meetings were held at the Ministry of Home Affairs and Department of Immigration and Passports for the implementation of the MRP where Professor Lutful Kabir strongly recommending for Institute of Information Technology, BUET's role in the MRP project implementation while other stakeholder's of MRP project recommending bringing experienced consultant as very little time is left to meet the ICAO deadline. Later a EOI was floated and an International Consulting Firm from Germany was recommended for hiring as consultant for two years for BDT 9 crore.

In the meantime the project proposal was approved at the ECNEC with the recommendation to utilize the Bangladesh Army's technical and managerial expertise which it has gained through implementation of the National Electoral Roll project. MoU was signed between the Army and the DIP and a project director along with few officers from the army, air force and navy were deputed to the project along with DIP officers. This project team prepared a bidding document in consultation with experts from BUET, Dhaka University, BCC, Special Branch, International Organization for Migration and other stake holders. The tender was floated and received in the last week of the October 2009. Though the work was scheduled for award by the first week of December 2009 but due to over enthusiastic lobbying by the various bidders and local partners of International companies the work order was awarded to the lowest responsive bidder IRIS Berhrad from Malaysia on February 2010.

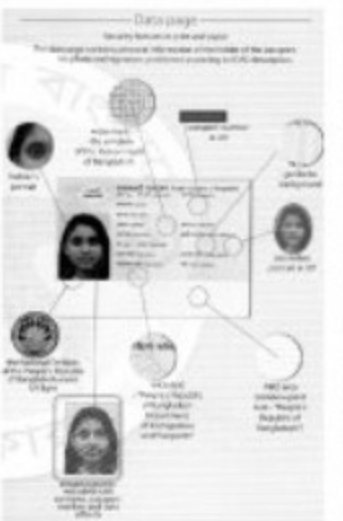

It is a great achievement for the project team, the officers and staffs of the DIP who have through their dedication and hard work are able to provide all logistic and technical support for the government to come to the decision of awarding the contract. The project team has also done a laudable job in ensuring the implementation of the project in time even after the delay of awarding of the contract. The color of the new passport is green, the diplomatic is red and the official is blue. The cover of the new passport is made of high quality cloth material. The passport contains security features in the form of micro text, water mark, UV Print, biometrics and other security features to ensure acceptability of the passport at international immigration points. The inclusion of biometrics data will ensure one person one passport.

This is a great achievement for the government towards realization of the dream 'Vision 2021-Digital Bangladesh'. In my opinion the biggest winner from the successful implementation of this project are 'The People of Bangladesh' whose suffering at the international immigration will come to an end and our citizen will get due honor at international immigration after a wait of nearly 10 years.

Acknowledgement : MRP & MRV Project Authority, DIP

Feedback : tbarkatullah@yahoo.com

HP Introduces the Most Energy-Efficient Laser Printer in the World for Small and Midsize Businesses

HP has announced an expanded portfolio of environmentally-responsible imaging and printing products and solutions, including industry-first innovations for small and midsize businesses (SMBs). HP's new offerings help SMBs to obtain more value from their IT investments in the wake of a strong market recovery and to reduce energy and paper use, reduce costs and reduce environmental impact.

Highlights of this announcement include: The most energy-efficient laser printer in the world and the most energy-efficient wireless laser printer in the world. A new line of printers featuring industry-first HP Auto-On/Auto-Off technology that reduces energy use by up to three times compared to sleep mode. HP's smallest auto-duplex laser printer that helps to reduce paper usage by about 25 percent.

The EzPrintSaver cost management solution that can help reduce paper and reduce toner usage by up to 25 percent.

"Only HP can combine an exciting new portfolio of industry-first products that offer a reduction in environmental impact," said John Solomon, senior vice-president, Imaging and Printing Group, Hewlett-Packard Asia Pacific & Japan. "HP is a leader in environmental sustainability, it is in our DNA to deliver solutions that make it easy for customers to reduce their environmental impact and save money. This aligns with our goal to remain the partner of choice for SMBs in Asia Pacific by providing a value equation that encompasses how we can help SMBs go green for their bottom-line and accelerate their business growth."

HP introduces the most energy-efficient laser printer in the world : The affordable, ultra-compact HP LaserJet Pro P1100 Printer series – the most energy-efficient laser printer in the world features wireless functionality and is the company's smallest, most affordable laser printer. Offering fast print speeds, professional print quality, an intuitive control panel and HP Auto-On/Auto-Off technology, HP LaserJet P1102 and P1102w printers help customers affordably increase efficiency. In addition, with HP Smart Install, the HP LaserJet Pro1102w lets SMB owners quickly connect and print on-the-go or from virtually anywhere in the home or small office.

Designed for home or small office users who want an affordable HP LaserJet printer that's easy to use and helps conserve energy and resources, the HP LaserJet Pro 1102w printer enables significant energy savings of up to 50 percent over competitive laser products, using Instant-on Technology, increased efficiency and reduced environmental impact.

SMBs can also get additional, effortless savings with HP Auto-On/Auto-Off technology which turns the device on and off automatically, and HP Smart Web Printing, which cuts paper wastage by printing only the desired content. This sleek, space-saving printer also comes with less packaging, plus free cartridge recycling with HP Planet Partners to help reduce customers' environmental impact.

Industry-first HP Auto-On/Auto-Off technology allows users to print instantly even if the printer has gone into Auto-Off mode

HP's industry-first Auto-On/Auto-Off technology lets users print instantly even if the printer has gone into Auto-Off mode, allowing for reduced energy consumption while still giving SMBs the convenience and speed needed to work efficiently ▪

IOE and In4Future Signs Agreement

IOE Bangladesh Limited & a Danish Joint Venture Compnay, In4Future Limited singed agreement to launch a mobile value added services (VAS) platform in Bangladesh. Asif Aflab, Chief Operating Officer of IOE along with Shahriar Ahmed, Technical Consultant for IOE singing agreement with Quazi Ahmed, Managing Director of In4Futue Bangladesh operation,signing agreement at IOE Gulshan-Dhaka office ▪

Citi Financial IT Case Competition Kicks off

The '2nd Cit Financial IT Case Competition' funded by Citi Foundation managed by D.Net (Development Research Network) & Citibank N.A. hold its 2nd round on May 29, 2010 at BRAC Centre Inn, in Dhaka. This competition is the 2nd time in Bangladesh and is providing an opportunity for undergraduate students of different public and private universities/institutions to compete in the development of unique software and information system solutions for the financial sector in Bangladesh.

The aim of the competition is to provide an opportunity for young and talented minds from different public and private universities to compete in the development of unique software and information system solutions for the financial sector in Bangladesh. It will help students improve their knowledge on the use/application of technology within the financial sector.

The Competition will consist of a preliminary screening round, 2nd round and 3rd /final round. This year 53 teams from 20 universities will be participating in this competition in the first round. After intense competition in the first round which held on May 05, 2010, 21 teams have battled their way to the 2nd round. From these 21 teams, the best 11 teams are selected for 3rd round which will be held in 3rd July 2010.

A Jury Board comprising of eminent personalities from different segments of the society will be supervising and assessing the case solutions based on the project evaluation guidelines. The winner of the competition will be announced in Last week of July 2010 in a Gala event ▪

ASUS Markets N82Jv Notebook

ASUS has just announced a new model in its ASUS N82 laptop line, the ASUS N82JV. Based on the Intel Calpella platform, the ASUS N82Jv features a 2.4GHz Intel Core i5-520M processor (up to 2.93GHz with Intel Turbo Boost technology). The ASUS N82JV is equipped with 4GB of DDR3 RAM, a 500GB of hard drive, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth, a one USB 3.0 port, two USB 2.0 ports, HDMI, VGA, eSATA, an 8-in-1 card reader, 6-cell battery. It is pre-installed with Windows 7 Home Premium. The ASUS N82JV features a 14-inch display with a resolution of 1366×768 pixels, driven by an NVIDIA GeForce GT 335M graphics with 1GB VRAM. ASUS N82JV laptop is expected to be available in Bangladesh on June 2010. For contact : 01713257942, 8123281 ▪

গণিতের অলিগলি

পর্ব : ৫৪

দ্রুত বর্গ করা

ধরা যাক, আমরা জানতে চাই ৫৪-এর বর্গ কত। অর্থাৎ ৫৪^2= কত? এর অর্থ হচ্ছে ৫৪-কে ৫৪ দিয়ে গুণ করলে কত হয়। তাহলে ৫৪-এর নিচে ৫৪ বসিয়ে গুণ করে গুণফল বের করলেই আমরা এর উত্তর পেয়ে যাব। তেমনি ৪২-এর বর্গ কত জানতে আমরা ৪২-এর নিচে ৪২ বসিয়ে সাধারণ নিয়মে গুণ করে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আর গুণের সাধারণ নিয়মটা আমরা স্কুলে ভালো করেই শিখেছি। অতএব কোনো সংখ্যার বর্গফল বের করা আমাদের জন্য কঠিন কোনো কাজ নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো সংখ্যার বর্গফল কী করে দ্রুত বের করা যায়? এ প্রশ্নের জবাবটাই এখানে আমরা জানবো। এক্ষেত্রে যে কোনো সংখ্যা a-এর বর্গ দ্রুত বের করতে যে সূত্রটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে :

$a^2 = (a - b)(a + b) + b^2$, এখানে b হচ্ছে সুবিধামতো নেয়া যেকোনো একটি সংখ্যা। ধরা যাক ৫৪ সংখ্যাটির বর্গ নির্ণয় করতে চাই। তাহলে এখানে a = ৫৪। আর এক্ষেত্রে ৪ সংখ্যাটিকে আমরা ধরে নিতে পারি b। তাহলে $a^2 = (a - b)(a + b) + b^2$ সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই

$৫৪^2 = (৫৪ - ৪)(৫৪ + ৪) + ৪^2 = ৫০ \times ৫৮ + ১৬ = ২৯১৬$

একইভাবে ৪২ এবং ৩৭-এর বর্গ নির্ণয় করার সময় এই সূত্র ব্যবহার করতে পারি এভাবে :

$৪২^2 = (৪২ - ২)(৪২ + ২) + ২^2 = ৪০ \times ৪৪ + ২^2 = ১৭৬৪$

$৩৭^2 = (৩৭ - ৩)(৩৭ + ৩) + ৩^2 = ৩৪ \times ৪০ + ৩^2 = ১৩৬৯$

আর হ্যাঁ এক্ষেত্রে এই বর্গফল বের করার কাজটি মনে মনে করার ক্ষেত্রে আপনি যত বেশি দক্ষ হবেন, বর্গফলটিও তত দ্রুত বের করা সম্ভব হবে। দ্রুত বর্গফল বের করার $a^2 = (a - b)(a + b) + b^2$ সূত্রটি কাজে লাগিয়ে আরো কয়েকটি বর্গফল বের করে দেখানো হলো। তবে এর আগে বলে নেই, যে সংখ্যাটির বর্গ বের করতে হবে তাকে আমরা ধরছি a। আর b-এর মান এমনভাবে ইচ্ছেমতো ধরছি যাতে (a - b) কিংবা (a + b)-এর মানের একদম ডানে যথাসম্ভব এক বা একাধিক শূন্য (০) থাকে। তাহলে গুণের কাজটি সহজ হবে।

$৪১^2 = (৪১ - ১)(৪১ + ১) + ১^2 = ৪০ \times ৪২ + ১ = ১৬৮১$

$২৫^2 = (২৫ - ৫)(২৫ + ৫) + ৫^2 = ২০ \times ৩০ + ২৫ = ৬২৫$

$৯৯^2 = (৯৯ - ১)(৯৯ + ১) + ১^2 = ৯৮ \times ১০০ + ১ = ৯৮০১$

এখন যে সংখ্যাটির বর্গ নির্ণয় করতে হবে সেটি যদি ৩ অঙ্কের কিংবা তারচেয়েও বেশি অঙ্কের হয়, তখনো একই নিয়ম অনুসরণ করে তা সম্ভব। যেমন :

$১১৬^2 = (১১৬ - ১৬)(১১৬ + ১৬) + ১৬^2 = ১০০ \times ১৩২ + ২৫৬ = ১৩৪৫৬$

$১০১৬^2 = (১০১৬ - ১৬)(১০১৬ + ১৬) + ১৬^2 = ১০০০ \times ১০৩২ + ২৫৬ = ১০৩২২৫৬$

আশা করব, দ্রুত বর্গফল বের করার এ সূত্র বা নিয়মটি বোধে এসেছে। তবে এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য চাই এর বার বার অনুশীলন। আর অনুশীলনই একজনকে পরিপক্ব করে তুলবে এ মানসাঙ্ক বা মেন্টাল ম্যাথ সম্পর্কে।

জাদুর বর্গই বটে!

ধরে নিচ্ছি আপনি ম্যাজিক স্কয়ার বা জাদুর বর্গ সম্পর্কে কিছুটা হলেও জেনেছেন। না জেনে থাকলে অসুবিধা নেই। নিচে সাজানো ৯টি সংখ্যা লক্ষ করুন :

৮ ১ ৬
৩ ৫ ৭
৪ ৯ ২

এখানে ৯টি সংখ্যা ৩টি সারি (row) ও ৩টি স্তম্ভে (Column) সাজানো হয়েছে। তবে ম্যাজিক বা জাদুর মতো অবাক করা কিছু মজার গুণ রয়েছে এ সাজানোর মধ্যে। এর যেকোনোটুনি সংখ্যা তিনটি যোগ করলে (৮ + ৫ + ২ অথবা ৬ + ৫ + ৪) আমরা একই যোগফল ১৫ পাই। একইভাবে আমরা এর যেকোনো সারির তিনটি সংখ্যা যোগ করি কিংবা যেকোনো কলামের ৩টি সংখ্যা যোগ করি সব ক্ষেত্রে সংখ্যা তিনটির যোগফল দাঁড়াবে ১৫। অনেকটা ম্যাজিকের মতো নয় কি? আর সংখ্যাগুলো সাজানো হয়েছে বর্গাকারে। সেজন্য গণিতবিদেরা এর নাম দিয়েছেন ম্যাজিক স্কয়ার। বাংলায় যার নাম দিতে পারি 'জাদুর বর্গ'। আর হ্যাঁ, এই জাদুর বর্গটিতে ৩টি সারি ও ৩টি স্তম্ভ বা কলাম রয়েছে বলে এটি ডাকা হয় '৩ × ৩ জাদুর বর্গ' নামে। তেমনি আমরা ৪ সারি আর ৪ কলামবিশিষ্ট কোনো জাদুর বর্গকে বলি '৪ × ৪ জাদুর বর্গ। একইভাবে সারি ও কলাম বড়িয়ে আমরা তৈরি করতে পারি '৫ × ৫ জাদুর বর্গ', ৬ × ৬ জাদুর বর্গ, ...।

যাই হোক, উপরে দেয়া ৩ × ৩ জাদুর বর্গটির সারির অঙ্কগুলো কিংবা ৩ কলামের অঙ্কগুলো নিয়ে সারির জন্য সামনে ও পেছন থেকে সাজিয়ে ৩টি-৩টি করে মোট ছয়টি ৩ অঙ্কের সংখ্যা পাই। এখানে মজার ব্যাপার হলো কোনো সারির সামনে থেকে সাজানো ৩টি সংখ্যার বর্গফলের সমষ্টি পেছন থেকে সাজানো ৩টি অঙ্কের বর্গফলের সমষ্টির সমান হয়।

$৮১৬^2 + ৩৫৭^2 + ৪৯২^2 = ৬১৮^2 + ৭৫৩^2 + ২৯৪^2$

এমনো হতে পারে যে ৩ × ৩ ম্যাজিক স্কয়ারটির ৯টি সংখ্যার কোনো কোনোটি এক অঙ্কের না হয়ে হতে পারে দুই অঙ্কের। তখন উপরে উল্লি-খিত বর্গফলের সমষ্টি সম্পর্কিত মজার সম্পর্কটি আমরা খুঁজে পেতে পারি একটু ভিন্ন ধাঁচের। নিচের উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। ধরা যাক, এক্ষেত্রে ৩ × ৩ ম্যাজিক সম্পর্কটি নিম্নরূপ :

১৩ ৬ ১১
৮ ১০ ১২
৯ ১৪ ৭

এক্ষেত্রে আমরা পাবো

$(১৩০০ + ৬০ + ১১)^2 + (৮০০ + ১০০ + ১২)^2 + (৯০০ + ১৪০ + ৭)^2$

$= (১১০০ + ৬০ + ১৩)^2 + (১২০০ + ১০০ + ৮)^2 + (৭০০ + ১৪০ + ৯)^2$

Gardner রেফারেন্স থেকে এ ম্যাজিক স্কয়ারের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কটির কথা প্রথম জানতে পারি। আর Benjamin -Tasada সব ৩ × ৩ ম্যাজিক স্কয়ারের জন্য এ সম্পর্কের সাধারণীকরণের প্রমাণ দেন।

শিলাবৃষ্টি সংখ্যা

যেকোনো পূর্ণসংখ্যা নিয়ে নিচের নিয়ম মেনে কিছু সংখ্যাধারা বা নাম্বার সিকুয়েন্স তৈরি করুন। যে সংখ্যাটি নিয়ে শুরু করবেন, তাকে বলা হবে initial Seed বা 'প্রাথমিক বীজ'। সংখ্যাধারা তৈরির নিয়মটি খুব কঠিন নয়। প্রাথমিক বীজ সংখ্যাটি যদি জোড় হয়, তবে তাকে বার বার অর্ধেক করতে থাকুন। আর সংখ্যাটি বিজোড় হলে তাকে ৩ দিয়ে গুণ করে ১ যোগ করুন। প্রক্রিয়াটি বার বার করতে থাকুন। এভাবে বিভিন্ন সংখ্যাটি নিয়ে বিভিন্ন ধারা তৈরি করুন। দেখুন কী ঘটে।

বীজ সংখ্যা = ১, ধারা : ১, ৪, ২, ১, ৪, ২১, ৪, ২, ১...
বীজ সংখ্যা = ২, ধারা : ২, ১, ৪, ২, ১, ৪, ২১, ১...
বীজ সংখ্যা = ৩, ধারা : ৩, ১০, ৫, ১৬, ৮, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১...
বীজ সংখ্যা = ৪, ধারা : ৪, ২, ১, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১...
বীজ সংখ্যা = ৫, ধারা : ৫, ১৬, ৮, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১...
বীজ সংখ্যা = ৬, ধারা : ৩, ১০, ৫, ১৬, ৮, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১...
বীজ সংখ্যা = ৭, ধারা : ৭, ২২, ১১, ৩৪, ১৭, ৫২, ২৬, ১৩, ৪০, ২০, ১০, ৫, ১৬, ৮, ৪, ২১, ৪, ২, ১, ৪, ২, ১...

এভাবে আমরা আরো যত ধারা তৈরি করি না এ ধারার সংখ্যাটি এক সময় অবশ্যই ১-এ পৌঁছুবে। আর এর পর বার বার আসবে ৪, ২, ১, ৪২১, ৪২১...।

Collatz নামের এক গণিতবিদ আমাদের জানালেন এ তথ্যটি, তবে তিনি কখনোই সাধারণভাবেই প্রমাণ করতে পারেননি যে এমনটি অবশ্যই ঘটবে। তবে যে সংখ্যা নিয়েই তা পরীক্ষা করা হয়, সেটির ক্ষেত্রে তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। এ ধরনের ধারায় সংখ্যা একবার উপরে উঠতে থাকে আবার হঠাৎ করে নিচে নামতে থাকে। এজন্য এ সংখ্যার নাম দেয়া হয়েছে hailstone number বা শিলাবৃষ্টি নাম্বার।

গণিতদাদু

সফটওয়্যারের কারুকাজ

সিডিতে ফাইল ও ফোল্ডার কপি করা

সিডিতে ফাইল ও ফোল্ডার কপি করা যায় নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে :

* প্রথমে সিডি রেকর্ডারে একটি খালি রাইটেবল সিডি ইনসার্ট করুন।
* My Computer ওপেন করুন।
* সিডিতে কোনো ফাইল বা ফোল্ডার কপি করতে চাইলে তাতে ক্লিক করুন। একাধিক ফাইল বা ফোল্ডার কপি করতে চাইলে ctrl কী চেপে কাঙ্ক্ষিত ফাইল বা ফোল্ডারে ক্লিক করুন। এরপর File and Folder Tasks-এর অন্তর্গত Copy this file, Copy this folder বা Copy the selected items-এ ক্লিক করুন।
* যদি ফাইলগুলো Picture Tasks-এর অন্তর্গত My Picture-এ অবস্থান করে তাহলে Copy to CD বা Copy all items to CD-এ ক্লিক করুন এবং ৫ম ধাপ জাম্প করে যান।
* Copy to Items ডায়ালগ বক্সে CD recording drive ক্লিক করে Copy-তে ক্লিক করুন।
* My Computer-এ সিডি রেকর্ডিংয়ে ডবল ক্লিক করলে উইন্ডোজ একটি অস্থায়ী এরিয়া ডিসপে- করবে, যেখানে ফাইল সিডিতে কপি করার আগে অবস্থান করবে এবং শনাক্ত করার চেষ্টা করে যে এই ফাইল এবং ফোল্ডারকে কপি করার চেষ্টা করা হয়েছিল কি না, এই অপশনটি আবির্ভূত হয় Written to the CD-এর অন্তর্গত Files Ready-তে।
* CD Writting Tasks-এর অন্তর্গত Write these files to CD-তে ক্লিক করুন। এর ফলে উইন্ডোজ CD Writting Wizard প্রদর্শন করবে।

বুট ডিফ্র্যাগমেন্ট করা

উইন্ডোজ এক্সপিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে, যা বুট ফিফ্র্যাগমেন্ট করতে পারে। এর ফলে সব বুট ফাইল ডিস্ক ড্রাইভে পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, যাতে দ্রুতগতিতে বুট হতে পারে। বাইডিফল্টে এই অপশনটি এনাবল থাকে, তবে কখনো কখনো এটি উইন্ডোজ সেটআপে থাকে না। সেক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হবে :

* রেজিস্ট্রি এডিটর চালু করুন।
* নেভিগেট করুন HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction।
* এবার ডান দিকের লিস্ট থেকে সিলেক্ট করুন Enable।
* এর ডান দিকে সিলেক্ট করুন Modify।
* এবার এনাবল করার জন্য Y আর ডিজ্যাবল করার জন্য N চাপুন।
* কমপিউটার রিবুট করুন।

মিতা রহমান
সাতমাথা, বগুড়া

শেয়ার ফাইল ও ফোল্ডারের জন্য পারমিশন সেট করা

ফাইল ও ফোল্ডারকে একাধিকভাবে শেয়ার যায়। উইন্ডোজ এক্সপি প্রফেশনালে আপনি ফোল্ডারকে নির্দিষ্ট ইউজার বা গ্রুপের মধ্যে পারমিশন সেট করতে পারেন। এ কাজের জন্য আপনাকে প্রথমে ডিফল্ট সেটিং পরিবর্তন করতে হবে। সেটিং পরিবর্তনের জন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

* Control Panel ওপেন করুন।
* Tools→Folder Oplins-এ ক্লিক করুন।
* Use simple file sharing (Recommended) চেক বক্সে ক্লিয়ার করুন।
* ফোল্ডার পারমিশন ম্যানেজ করার জন্য উইন্ডোজ এক্সপে-রারে ফোল্ডারে ব্রাউজ করে ফোল্ডারে ডান ক্লিক করুন। এরপর Properties-এ ক্লিক করুন।
* Security ট্যাবে ক্লিক করে নির্দিষ্ট ইউজারের জন্য পারমিশন অ্যাসাইন করুন যেমন, Full Control Modity, oRead, and/on Write।

আপনি ইচ্ছে করলে ফাইল এবং ফোল্ডারের জন্য পারমিশন সেট করতে পারেন NTFS ফরমেট করা ড্রাইভের জন্য।

নিজস্ব আইকন তৈরি

উইন্ডোজে নিজস্ব আইকন খুব সহজেই তৈরি করা যায়। এজন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করুন :

* Start-এ ক্লিক করুন।
* All Programs-এ ক্লিক করুন।
* Accessories-এ ক্লিক করুন।
* Paint-এ ক্লিক করুন।
* এবার ইমেজ মেনুতে Attributes-এ ক্লিক করুন এবং ডকুমেন্টের Hight এবং Width উভয়ের জন্য 32 টাইপ করে নিশ্চিত করুন, পিক্সেল সিলেক্ট করা আছে বর্ণিত ইউনিট অনুযায়ী। এবার Ok-তে ক্লিক করুন 32x32 পিক্সেলের ডকুমেন্ট তৈরির জন্য।
* এরপর আইকন তৈরি করার জন্য যেকোনো কিছু যুক্ত করতে পারবেন এবং এজন্য 32x32 পিক্সেলের পেইন্ট ডকুমেন্ট পেস্ট করতে হবে। এই কাজ শেষে File মেনুতে ক্লিক করে Save As-এ ক্লিক করতে হবে। এই ফাইল কোথায় সেভ করতে চান তা নির্দিষ্ট করার জন্য ডায়ালগবক্স ব্যবহার করুন এবং ফাইল নেম দিন .ico এক্সটেনশনসহ। লক্ষণীয়, তৈরি করা ফাইল Save করলে উইন্ডোজ তা আইকন ফাইল হিসেবে চিনবে।

তাহফিজ
শেখঘাট, সিলেট

মোবাইল ফোন দিয়ে চালান কমপিউটার

প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের কাজ সহজ করে দিয়েছে অনেকখানি। তারহীন ব-ুটুথপ্রযুক্তি আছে এমন মোবাইল ফোনসেট দিয়ে ইচ্ছে করলে আপনার কমপিউটারও চালাতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব-ুটুথ মোবাইল ফোনটি দূর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (রিমোট কন্ট্রোল) হিসেবে কাজ করবে। এ জন্য প্রথমে একটি জাভা ২.০ সমর্থিত ব-ুটুথযুক্ত মোবাইল ফোন এবং একটি ব-ুটুথ যন্ত্র লাগবে। ব-ুটুথ যন্ত্রটিকে কমপিউটারে যুক্ত করতে হবে। এরপর www.blueshareware.com/files/bluetoothremotecontrol.Zip ঠিকানার ওয়েবপেজ থেকে ব-ুটুথ রিমোট কন্ট্রোলার সফটওয়্যারটি নামিয়ে নিন (ডাউনলোড)। এবার আপনার কমপিউটারে প্রোগ্রামটি ইনস্টল করুন। Install Phone Client ট্যাবে ক্লিক করলে নতুন একটি উইন্ডো খুলবে। এখান থেকে জাভা সফটওয়্যারটি আপনার ফোনে ইনস্টল করুন।

এবার আপনার মোবাইল ফোনে এবং কমপিউটারে প্রোগ্রামটি Run করুন এবং কমপিউটারে Select phone ট্যাবে ক্লিক করুন। এবার অন্য একটি উইন্ডোতে খোঁজ করে (সার্চ) আপনার ব-ুটুথের নাম পেয়ে গেলে Finish-এ ক্লিক করুন এবং connect to phone tabe-এ ক্লিক করুন। এবার এই ব-ুটুথ রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে আপনার কমপিউটার চালান।

সহজে বন্ধ করুন হ্যাং হয়ে যাওয়া প্রোগ্রাম

উইন্ডোজে কাজ করার সময় কোনো প্রোগ্রাম হ্যাং হয়ে গেলে আমরা সাধারণত কমপিউটার পুনরায় চালু বা রিস্টার্ট করি অথবা টাস্ক ম্যানেজার খুলতে হয়। ইচ্ছে করলে এক ক্লিকেই হ্যাং হয়ে যাওয়া প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিতে পারেন। এ জন্য ডেস্কটপে ফাঁকা জায়গায় মাউস রেখে ডান ক্লিক দিয়ে New/Short cut-এ যান। এরপর যে ফাঁকা ডায়ালগ বক্স আসবে সেখানে এই লেখাটি কপি করুন– taskkill.exe/Fillstatus ew not responding। এবার এবার Next বাটনে ক্লিক করুন এবং taskkill নামে শর্টকাট আইকনটি সংরক্ষণ (সেভ) করুন। এবার কোনো প্রোগ্রাম হ্যাং হয়ে গেলে এই শর্টকাট আইকনে দুই ক্লিক দিলেই অসাড় প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবে।

মোঃ শফিকুজ্জামান
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা এটি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে ***মিতা রহমান, তাহফিজ*** *ও মোঃ শফিকুজ্জামান।*

রিমোট অ্যাকসেসের কাজে টিমভিউয়ার

এস. এম. গোলাম রাব্বি

ধরুন, আপনি ঢাকায় বসবাস করছেন। আর আপনার বন্ধু থাকেন নিউইয়র্কে। কোনো একটি বিশেষ কারণে নিউইয়র্কে অবস্থানরত আপনার ওই বন্ধুর কমপিউটারটি ঢাকায় বসে আপনাকে চালাতে হবে। আবার ধরুন, আপনার অফিস ঢাকাতে। সিডনি, লন্ডন কিংবা প্যারিসে অবস্থিত আপনার প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহে একই সাথে আপনার কমপিউটারের কিছু প্রেজেন্টেশন দেখাতে চান, কিংবা ওই শাখাগুলোর সব সহকর্মীর সাথে সভা করতে চান। অথবা ধরুন, আপনি গাড়িতে বসে আছেন। গাড়িতে বসে আপনি আপনার ল্যাপটপ কমপিউটার থেকে বাসার ডেস্কটপ কমপিউটারটি চালাতে চান। এরকম নানাবিধ প্রয়োজন আজকাল খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব। 'টিমভিউয়ার' নামের একটি সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে উলে-খিত সুবিধাগুলো যেকোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী পেতে পারেন অনায়াসে। এ লেখায় টিমভিউয়ারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রিমোট সাপোর্ট, রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ট্রেনিং এবং সেলসের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা প্যাকেজ সরবরাহ করে থাকে এবং সেগুলোর জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান মূল্যও রাখে। কিন্তু টিমভিউয়ার আপনার প্রয়োজনীয় সব সলিউশন একই প্যাকেজের মধ্যে দেয়। টিমভিউয়ারের একটি সাধারণ এবং সহনীয় মূল্যের প্যাকেজে সব মডিউল অন্তর্ভুক্ত থাকে। সব বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীকে টিমভিউয়ার কিনে ব্যবহার করতে হয়। বাণিজ্যিক কাজের বাইরে ব্যবহারের জন্য এটি ফ্রি ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ টিমভিউয়ারের দু'টি সংস্করণই রয়েছে। একটি লাইসেন্স সংস্করণ। অন্যটি ফ্রি।

যেসব কমপিউটার এবং সার্ভার ঠিকভাবে কাজ করে না, টিমভিউয়ারের রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সুবিধা ব্যবহার করে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সিস্টেম সার্ভিস ইনস্টলেশনের মাধ্যমে দূর থেকেই কমপিউটার রিবুট এবং পুনঃসংযোগ করা যায়।

টিমভিউয়ারে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড ফাইল ট্রান্সফার সুবিধা। এর মাধ্যমে আপনি এক কমপিউটার থেকে অন্য কমপিউটারে ফাইল ও ফোল্ডার কপি করতে পারবেন।

উচ্চতর নিরাপত্তা ব্যবস্থাসম্বলিত টিমভিউয়ারের সব সংস্করণই কী-এক্সচেঞ্জ এবং এইএস (৩২৫ বিট) সেশন এনকোডিংয়ের মাধ্যমে ডাটা চ্যানেলগুলো সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই মান এইচটিটিপিএস কিংবা এসএসএলেও ব্যবহার হয়।

টিমভিউয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত বিভিন্ন পার্টনারের সাথে আপনার কমপিউটার শেয়ার করতে পারবেন। ধরুন, আপনার টিমের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে। এমন অবস্থায় আপনার কমপিউটারের একটি ডকুমেন্ট সবার সামনে উপস্থাপন করতে চান। টিমভিউয়ারের মাধ্যমে এসব সদস্যের কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত হয়ে খুব সহজেই এ কাজটি করতে পারবেন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিমভিউয়ার ব্যবহার করে দূর থেকে যেকোনো কমপিউটার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কোনো আলাদা ইনস্টলেশনের দরকার নেই। শুধু টিমভিউয়ারটি দু'পাশের কমপিউটারে চালান এবং তাদের সংযুক্ত করুন। ব্যস, দৃঢ় ফায়ারওয়াল থাকলেও আপনি এ দু'টি কমপিউটারকে সংযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

রিমোট কন্ট্রোল সফটওয়্যার ব্যবহারে সবচেয়ে বড় অসুবিধাগুলো হলো ফায়ারওয়াল, ব-কড, আইপি এবং লোকাল আইপি অ্যাড্রেসের জন্য ন্যাট (নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সে-টর) রাউটিং। টিমভিউয়ার ব্যবহার করলে আপনাকে ফায়ারওয়াল নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না। এটি আপনার পার্টনারের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি পথ খুঁজে নেবে।

ধরুন, আপনি গাড়িতে বসে আছেন। এ অবস্থায় ল্যাপটপ থেকে আপনার বাসা কিংবা অফিসের কোনো কমপিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। টিমভিউয়ার ওয়েব কানেক্টরের মাধ্যমেও আপনি এ কাজটি করতে পারেন। এইচটিএমএল এবং ফ্ল্যাশে তৈরি এ সলিউশন যেকোনো ব্রাউজার এবং অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করা যাবে।

আপনি যদি ল্যান (LAN) অথবা ডায়ালআপ সংযোগ ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে টিমভিউয়ার নেটওয়ার্ক সংযোগের ওপর ভিত্তি করে ডিসপে-র মান এবং নেটওয়ার্কের গতি অপটিমাইজ করবে।

আগেই বলা হয়েছে, টিমভিউয়ার লাইসেন্স ও বিনামূল্যে– দু'ভাবেই পাওয়া যায়। তবে লাইসেন্স সংস্করণটিও অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে কেনা যায়।

এবার আলোচনা করা যাক টিমভিউয়ারের ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে। টিমভিউয়ার সফটওয়্যারটি যদি আপনার কাছে না থাকে, তাহলে http://www.teamviewer.com/download/index.aspx সাইট থেকে অল-ইন-ওয়ান প্যাকেজটি ডাউনলোড করে নিন। একজন অবাণিজ্যিক ব্যবহারকারী হিসেবে এবার ডাউনলোড করা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে নিন। ইনস্টল করার সময়ে একটি পাসওয়ার্ড সেট করুন। এই পাসওয়ার্ডটি পরে আপনার কাজে লাগতে পারে। ইনস্টলেশন টাইপের ক্ষেত্রে আপনার পছন্দমতো টাইপ সিলেক্ট করুন। (চিত্র-১ লক্ষ্য করুন)।

এবার অ্যাকসেস কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করুন, যাতে আপনার সহযোগীর কমপিউটারের অ্যাকসেস পায়। (চিত্র-২ লক্ষ্য করুন)।

ইনস্টলেশন শেষে চিত্র-৩-এর মতো একটি উইন্ডো আসবে। মূলত এটিই টিমভিউয়ারের মূল স্ক্রিন।

মূল স্ক্রিনের বাম পাশে থাকবে আইডি এবং পাসওয়ার্ড। আর ডান পাশে থাকবে আপনার পার্টনারের আইডি লেখার একটি ড্রপ ডাউন লিস্ট বক্স এবং কোন্ টাইপের সংযোগ পেতে চান তার জন্য কিছু অপশন। আইডি এবং পাসওয়ার্ড আপনার পার্টনারকে বলুন, যাতে সে আপনার কমপিউটার অ্যাকসেস করতে পারে।

ধরে নিই, আপনি পার্টনারের কমপিউটার অ্যাকসেস করতে চান। চিত্র-৩-এর আইডি বক্সের আইডিটি আপনার পার্টনারের টিমভিউয়ার আইডি। রেডিও বাটন লিস্ট থেকে প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করে 'Connect to Partner' বাটন ক্লিক করুন। ক্লিকের সাথে সাথে আপনার কাছে একটি পাসওয়ার্ড চাওয়া হবে।

চিত্র : ১

চিত্র : ২

চিত্র : ৩

পার্টনারের টিমভিউয়ার পাসওয়ার্ডটি দিয়ে 'Log On' বাটনে ক্লিক করলেই পার্টনারের কমপিউটারটি আপনি অ্যাকসেস করতে পারবেন। উলে-খ্য, পার্টনারের টিমভিউয়ার আইডি এবং পাসওয়ার্ড আপনাকে জানতে হবে আগে থেকেই। একই পদ্ধতিতে আপনার কমপিউটারটিতে আপনার পার্টনার অ্যাকসেস করতে পারবেন। রিমোট সাপোর্টের মতো প্রেজেন্টেশন, ফাইল ট্রান্সফার, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সংযোগও করতে পারবেন পার্টনারের কমপিউটারের সাথে। উলে-খ্য, অবাণিজ্যিক টিমভিউয়ারে সুবিধাগুলো বাণিজ্যিক সংস্করণের চেয়ে বেশ কিছু কম থাকে।

ফিডব্যাক : rabbi1982@yahoo.com

কম বিদ্যুতে চলার নতুনধারার গ্রাফিক্স প্রসেসর সিরিজ

মো: তাজবীর উর রহমান

গ্রাফিক্স প্রসেসর এবং কার্ড নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এটিআই একটি বিশ্বস্ত নাম। অ্যারে টেকনোলজিস ইনকরপোরেট তথা এটিআই নামের কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৫ সালে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল লি কা লট, বেনি লট এবং কেঅয়াইহো-এর হাত ধরে। অ্যাডভান্সড মাইক্রো সিস্টেম তথা এএমডি ২০০৬ সালে কিনে নেয় এই জিপিইউ এবং মাদারবোর্ডের চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটিকে। এটিআই নাম পাল্টে রাখা হয় এএমডি গ্রাফিক্স প্রোডাক্ট গ্রুপ। তবে এটিআই নামটি বর্তমানে তাদের গ্রাফিক্স কার্ডের ব্র্যান্ড নাম হিসেবে ব্যবহার করছে এএমডি।

২০০৯ সালে এএমডি এটিআই এইচডি ৫০০০ সিরিজ প্রথম বাজারে আনে। সিরিজটির সাঙ্কেতিক নাম 'এভার গ্রিন'। এই জিপিইউগুলো তাদের কম দামের, সীমিত বিদ্যুৎ খরচ করে এবং মূল্যানুযায়ী ভালো পারফরমেন্সের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মাঝে জায়গা করে নিচ্ছে। বর্তমানে এটিআই এইচডি ৫০০০ সিরিজটির ১০টি জিপিইউ চিপসেট বিভিন্ন গ্রাফিক্সকার্ড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্ডে ব্যবহার করছে। আর্কিটেকচারাল এবং ব্যবহারের ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে এ সিরিজটিকে ৬টি উপসিরিজে ভাগ করা হয়েছে। উপসিরিজগুলো হচ্ছে : রেডিয়ন ৫৯০০ (হেমলক), ৫৮০০ (সাইপ্রাস), ৫৭০০ (জুনিপার), ৫৬০০ (রেডউড), ৫৫০০ (রেডউড), ৫৪০০ (সেডার)।

আর্কিটেকচারাল ফিচার

সেকেন্ড জেনারেশন টেরাস্কেল ইঞ্জিন : সাইপ্রাস ইঞ্জিনটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় এটিআই রেডিয়ন ৪০০০ সিরিজে। ইঞ্জিনটিতে ৮০০ স্ট্রিম প্রসেসিং ইউনিট আছে, যা জিপিইউর প্রসেসিং পাওয়ারের নির্ণায়ক। এটিআই এইচডি ৫০০০ সিরিজ স্ট্রিম কোরের সংখ্যা দ্বিগুন করা হয়েছে। এর ফলে এ সিরিজটির প্রত্যেকটি কার্ড আগের সিরিজগুলো থেকে বেশি প্রসেসিং ক্ষমতাসম্পন্ন।

এটিআই আইফিনিটি টেকনোলজি : এএমডি এটিআই এইচডি ৫০০০ সিরিজে সর্বপ্রথম এটিআই আইফিনিটি টেকনোলজি ব্যবহার করেছে। এই টেকনোলজির মাধ্যমে ৩-৬ টি ডিসপে- (মনিটর) একসাথে ব্যবহার করা যায়। আইফিনিটি টেকনোলজি ইউজারকে একাধিক মনিটরকে একটি গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করে একটি হাই রেজ্যুলেশনের মনিটর হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা দেয়। এ সিরিজের প্রত্যেকটি কার্ড ৩টি করে ডিসপে-র সংযোগ দিতে পারে। রেডিয়ন এইচডি ৫৮৭০ আইফিনিটি এডিশনের কার্ডটি ৬টি পর্যন্ত ডিসপে- সংযোগ দিতে পারে।

এটিআই স্ট্রিম টেকনোলজি : এটি একটি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারনির্ভর প্রযুক্তি, যা এটিআই গ্রাফিক্স কার্ডকে কমপিউটারের প্রসেসরের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দেয়, গ্রাফিক্স পরিবেশনের পাশাপাশি গ্রাফিক্স অ্যাপি-কেশনের পারফরমেন্স বাড়ায়।

এটিআই ক্রসফায়ার এক্স : ক্রসফায়ার এক্স টেকনোলজি দুই বা তার অধিক ভিন্ন এটিআই কার্ডকে একসাথে কাজ করার সুবিধা দেয়, যা সিস্টেম ও অ্যাপি-কেশনের পারফরমেন্সকে অনেক বাড়ায়। এটিআই কার্ডের এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করতে চাইলে ক্রসফায়ার সাপোর্টেড মাদারবোর্ড আবশ্যক।

এটিআই ৪০ ন্যানোমিটার প্রসেস : এটিআই এইচডি ৫০০০ সিরিজে ৪০ ন্যানোমিটারের চিপ ব্যবহার করা হয়েছে, যা স্বল্প বিদ্যুৎ ব্যবহার, অধিক স্পিড এবং সীমিত উৎপাদন খরচের মতো সুবিধা দিয়েছে।

এটিআই অ্যাভিভো এইচডি : এটিআই অ্যাভিভো টেকনোলজি ব-ুরে পে- ব্যাক, হোম থিয়েটার, HDMI সংযোগ, পোর্টেবল মিডিয়া ডিভাইসকে সরাসরি গ্রাফিক্স কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়।

এছাড়াও এটিআই এইচডি ৫০০০ সিরিজের জিপিইউগুলো ওপেন জিএল ৩.২-৪.০, ওপেন সিএল, ডাইরেক্ট এক্স ১১, পিক্সেল শেডার মডেল ৫.০, GDDR5-এর মতো নতুন প্রযুক্তিগুলো সাপোর্ট করে।

জিপিইউর রকমফের

রেডিয়ন এইচডি ৫৯০০ : রেডিয়ন এইচডি ৫৯৭০ কার্ডটিই একমাত্র কার্ড যার মাঝে দুটি সাইপ্রাস সিরিজের জিপিইউ রয়েছে। এতে ৪৩০ কোটি ৪০ ন্যানোমিটার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে। কার্ডটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ৭২৫ মে.হা.-এর ইঞ্জিন। এর মেমরি ক্লক স্পিড ১ গি.বা.। ৫৯৭০ কার্ডটি ৫১-২৯৪ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে। এ সিরিজের কার্ডগুলো সাধারণত এইচডি গেমিং, ব-ুরে ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

রেডিয়ন এইচডি ৫৮০০ : ২১০ কোটি ৪০ ন্যানোমিটার ট্রানজিস্টরসমৃদ্ধ এ সিরিজের কার্ডগুলো হচ্ছে রেডিয়ন এইচডি ৫৮৭০, রেডিয়ন এইচডি ৫৮৫০ এবং রেডিয়ন এইচডি ৫৮৩০। ৫৮৭০ সিরিজের আইফিনিটি এডিশন কার্ডে ৬টি ডিসপে- সংযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সিরিজের ৩টি কার্ডেই এটিআই আইফিনিটি সুবিধা থাকায় ব্যবহারকারীরা তাদের একাধিক ডিসপে- একটি গ্রুপ হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা পাবেন। ৫৮৭০, ৫৮৫০, ৫৮৩০-এর ইঞ্জিন ক্লক স্পিড যথাক্রমে ৮৫০ মে.হা., ৭২৫ মে.হা., ৮০০ মে.হা.। ৫৮৭০-এর মেমরি ক্লক স্পিড ১.২ গি.বা. হলেও ৫৮৫০ এবং ৫৮৩০-এর ১ গি.বা.। রেডিয়ন এইচডি ৫৮০০ সিরিজের কার্ডগুলো ২৫-১৮৭ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। এই কার্ডগুলো সব ধরনের গেমিং ও প্রফেশনাল কাজের জন্য উপযোগী।

রেডিয়ন এইচডি ৫৭০০ : এইচডি ৫৭০০ সিরিজের ৫৭৫০ এবং ৫৭৭০ কার্ড দুটি বাজারে পাওয়া যায়। মধ্যম শ্রেণীর এই কার্ডগুলোতেও আইফিনিটি, ক্রসফায়ার এক্স সুবিধা রয়েছে। ১২৮ বিট ইইডঘের বাসসমৃদ্ধ এই কার্ডগুলো ১০৪ কোটি ৪০ ন্যানোমিটার ট্রানজিস্টর রয়েছে। ৭২০ মে.হা. এবং ৮০০ মে.হা. ক্লক স্পিডের ৫৭৭০ এবং ৫৭৫০-এর স্ট্রিম কোরের সংখ্যা যথাক্রমে ৮০০ এবং ৭২০। এই সিরিজের কার্ডগুলো ১৬-১০৮ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

রেডিয়ন এইচডি ৫৫০০ এবং ৫৪০০ : DDR3/DDR5 মেমরি এবং ৬৫০ মে.হা. ক্লক সম্বলিত রেডিয়ন HD 5570, রেডিয়ন HD 5670-এর মতো একই জিপিইউ ব্যবহার করে। ৪০০ স্ট্রিম কোর এবং ৬২ কোটি ৭০ লাখ ৪০ ন্যানোমিটার ট্রানজিস্টর এতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটিআই এইচডি ৫০০০ সিরিজের অন্যান্য কার্ডের চেয়ে আকারে ছোট হওয়ায় রেডিয়ন এইচডি ৫৫৫০ কার্ডটি স্মল ফর্ম ফ্যাক্টর কেসিংয়ে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। ৬২৭ মিলিয়ন ৪০ ন্যানোমিটার ট্রানজিস্টর সম্বলিত এই কার্ডটির ক্লক স্পিড ৫৫০ মে.হা.। এটি ১০-৩৯ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। রেডিয়ন এইচডি ৫৪০০ সিরিজটির সাঙ্কেতিক নাম সেডার। এই সিরিজের ৫৪৫০ কার্ডটিতে ৮০টি স্ট্রিম কোর ব্যবহার করা হয়েছে। কার্ডটির DDR2/DDR3 মেমরি সাপোর্ট, ওপেন জি. এল ৩.২ এবং ক্লক স্পিড ৬৫০ মে.হা. হয়েছে। রেডিয়ন এইচডি ৫৪০০ সিরিজের কার্ডটি ৬.৪-১৯.১ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

পরিশেষে এই সিরিজ সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, এটিআই-এর এ সিরিজটি বিশ্বের গ্রাফিক্স ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন ধারার পথ দেখিয়েছে। গেমার এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের জন্য তৈরি এটিআইএইচডি ৫০০০ সিরিজের প্রায় সব কার্ড বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। ব্র্যান্ড অনুযায়ী কার্ডগুলোর দামে পার্থক্য থাকতে পারে।

ফিডব্যাক : tazhirs@gmail.com

ফ্রিওয়্যারের জগৎ থেকে

আমাদের প্রাত্যহিক কমপিউটিং জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লি-কেশন প্রোগ্রাম বা ইউটিলিটি টুলের ওপর। এসব ইউটিলিটি টুল বা অ্যাপ্লি-কেশন প্রোগ্রামের সবই যে কিনতে হয় তা নয়। আমাদের দৈনন্দিন কমপিউটিংয়ের চাহিদা মেটাতে পারে এমন ইউটিলিটি টুল বা অ্যাপ্লি-কেশন ইন্টারনেটে অসংখ্য রয়েছে যেগুলো ফ্রি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে ব্যবহার করা যায়। এবারের সফটওয়্যার বিভাগে এমন কিছু ফ্রি ইউটিলিটি টুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লুৎফুন্নেছা রহমান

নিরো ৯ লাইট

কমপিউটার ব্যবহারকারীদের কার্যপরিধি বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে গেছে তথ্য সংরক্ষণ বা ধারণ করার ধরন প্রকৃতি। তথ্য সংরক্ষণ করার অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি হলো সিডি বা ডিভিডি। সিডি বা ডিভিডিতে তথ্য ধারণ করার জন্য দরকার হয় ভালো মানের সিডি বা ডিভিডি বার্নিং টুল। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের বার্নিং টুল থাকলেও ফ্রিওয়্যার নিরো ৯ লাইট বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

নিরো ৯ লাইট এক ব্যাপক বিস্তৃত সমন্বিত টুল। এই টুল ব্যবহার করা যায় অডিও সিডি রিপিং, ক্যাসেট ও LPs কে সিডিতে রূপান্তর করা, অডিও ফাইল এডিট, ভিডিও ফাইল এডিট, ফটো স্-াইড শো তৈরি ও ফটো এডিট প্রভৃতি কাজে। যদি স্যুটের পুরো সেট পেতে চান, তাহলে সিডি, ডিভিডি ও ব্লু-রে ডিস্ক কপি ও বার্নিংয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সেটসহ অন্যান্য সুবিধাসম্বলিত ফিচারসহ সেট সংগ্রহ করতে হবে। নিরো ফ্রিওয়্যার প্যাকেজে অফার করে শুধু বেসিক বার্নিং এবং ডাটাডিস্ক কপি করার ফিচার, যা নিরো লাইট হিসেবে পরিচিত। এই সফটওয়্যারে একমাত্র উপস্থিত কম্পোনেন্ট হলো স্টার্টস্মার্ট, যার রয়েছে বিভিন্ন টাস্কের জন্য ট্যাব ফিচার। এই ট্যাবগুলো রিপিং ও অডিও সিডি বার্নিং, মিডিয়া ফাইল এডিট, মিডিয়া পে- ও ডাটা ব্যাকআপ করার জন্য। প্রতিটি সেকশনের অন্তর্গত ফাংশন প্রদর্শিত হয় যখন ক্লিক করা হয়। বার্নিং ও ডিস্ক কপি খুব সহজেই করা যায়। এর অ্যাড বাটনে ক্লিক করে বা ফাইল ও ফোল্ডারকে কাজের এরিয়াতে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলেই ডাটা অ্যাড হয়ে যাবে। সিডি বার্নিং স্পিডকে মেইন মেনু থেকে কনফিগার করা যায় এবং নিরো লোগোর বাটনে ক্লিক করে সহজে অ্যাক্সেস করা যায়। এ ফ্রি টুল পাবেন www.nero.com সাইট থেকে।

ডাউনলোড ম্যানেজার

ভালো ও কার্যকর ডাউনলোড ম্যানেজার জনপ্রিয় ব্রাউজার থেকে ডাউনলোড লিঙ্ককে ধরতে পারে এবং সাপোর্ট করে কিউ ম্যানেজমেন্ট, ব্যান্ডউইডথ অ্যাকশন ও সিডিউলিং। এ কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে অরবিট ডাউনলোডার নামে এক ফ্রি ডাউনলোড ম্যানেজার। অরবিট ডাউনলোডার এমন এক ব্রাউজার যা ইন্টিগ্রেট হতে পারে ফায়ারফক্স, অপেরা ক্রোম, নেটস্কেপ ও ম্যাক্সথনের সাথে। এটি ইন্টারনেট এক্সপে-ারারের সাথেও ইন্টিগ্রেট হতে পারে। এর ইউজার ইন্টারফেস অনেকটা ফ্ল্যাশগেটের মতো। যদি আপনি ফ্ল্যাশগেটে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে অরবিট ডাউনলোডারে সাবলীলভাবে কাজ করতে তেমন অসুবিধা হবে না। যদি আপনি এ টুল ব্যবহার না করে থাকেন, তাহলে এ ফ্রি টুল ব্যবহার করে দেখতে পারেন এর কার্যকরী ক্ষমতা যা মাত্র ১ মে. বা. মেমরি ব্যবহার করে। এ টুলের ফিচারগুলো খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি।

এটি সিস্টেম ট্রেতে অবস্থান করে এবং ওয়েবপেজের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে সেই মুহূর্তে পপ-আপ করে। আপনি ক্লিপবোর্ডকে মনিটর করার নির্দেশ দিতে পারেন। সুতরাং যে মুহূর্তে ডাউনলোড লিঙ্ক কপি করবেন, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রম্পট করবে যে আপনি ডাউনলোড লিস্টকে যুক্ত করবেন কি না। অরবিট ডাউনলোডারকে কনফিগার করা যেতে পারে প্রেফারেন্স সেকশনের মাধ্যমে, যেখানে ডাউনলোড লোকেশন স্পিড লিমিট, ব্রাউজার ইন্টিগ্রেশন, ভাইরাস স্ক্যান পোস্ট ডাউনলোডিং প্রক্সি সেটিং এবং সিডিউলিং সেট করতে পারবেন। অরবিট টুলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিচার হচ্ছে ইউটিউবের ভিডিও ডাউনলোডিং ক্ষমতা। ভিডিওতে মাউস পয়েন্টার নিয়ে গেলে আপনি তা সেভ করার অপশন পাবেন। এ টুল টরেন্ট ম্যানেজারকে সাপোর্ট করে না যদিও এটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এই ফ্রিওয়্যারের ওয়েবসাইট হলো www.orbitdowntoader.com।

রিকোভারি টুল আইসোবাস্টার

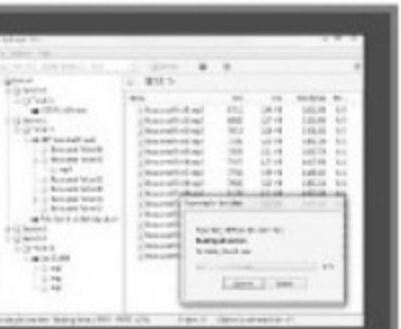

অপটিক্যাল মিডিয়া থেকে ডাটা রিকোভারের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ইউটিলিটি হলো আইসোবাস্টার। এ ইউটিলিটি সিডি, ডিভিডি, এইচডি-ডিভিডি এবং ব্লু-রে মিডিয়া থেকে ডাটা রেসকিউ করতে পারে খুব সহজেই। যেসব অপটিক্যাল মিডিয়ায়, রিরাইটেবল মিডিয়ায় আংশিকভাবে স্ক্র্যাচ পড়ার কারণে ডাটা মুছে গেছে, পাঠ অযোগ্য হয়ে পড়েছে বা মাল্টিসেশন এররের কারণে ডাটা হারিয়ে গেছে সেসব ক্ষেত্রেও ডাটা খুব সহজেই রিট্রাইভ করা যায়। সুতরাং এ ব্যাপারটিকে গুরুত্বসহ করে বিবেচনায় রাখা উচিত আইসোবাস্টার টুল ব্যবহার করে। যদি অপটিক্যাল ডিস্কের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া বেশি মাত্রায় স্ক্র্যাচ পড়ে, তাহলেও এই সফটওয়্যার চেষ্টা চালিয়ে যায় ডাটা পুনরুদ্ধারের জন্য, তবে বেশি তাপ জেনারেট হবার কারণে অনেক সময় অপটিক্যাল ড্রাইভ ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। আইসোবাস্টার পাওয়া যাচ্ছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভার্সনে। এর মধ্যে ফ্রি ও প্রফেশনাল ভার্সন হলো পার্সোনাল ও বিজনেস ইউজারদের জন্য। ফ্রি ও প্রফেশনাল ভার্সনের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো মূলত আইসোবাস্টারের UDF ফাইল সিস্টেম ফরমেট এবং এইচডি ও ব্লু-রে ডিস্কের ডাটা রিড করার সক্ষমতার ওপর। আর প্রো-ভার্সন HFS ফাইল সিস্টেম যেমন পড়তে পারে তেমনি ডিভিডি ডিস্ক থেকে IFO এবং VOB ফাইল রিট্রাইভ করতে পারে।

এ ইউটিলিটি খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। অপটিক্যাল ডিস্ক থেকে ডাটা রিট্রাইভ করতে চাইলে অপটিক্যাল ডিস্কে পপ-ইন করুন, এর ফলে সফটওয়্যার কনটেন্টের লিস্ট টেবল আকারে প্রদর্শন করবে প্রথম স্ক্রিনে। এবার আপনার প্রয়োজনীয় ডাটা সিলেক্ট করুন এবং হার্ডডিস্কে সেভ করুন আইএসও ফরমেটে অথবা সরাসরি ডিস্ক হতে ফাইল সেভ হবে। এ ইউটিলিটি দিয়ে যেকোনো ফাইল এক্সট্র্যাক্ট করতে পারবে, এডিশনাল ফিচারের মাধ্যমে বুট ইমেজ এক্সট্র্যাক্ট করা যায়। বুটেবল ডিস্ক থেকে চেক করে দেখুন ফিজিক্যালি মিডিয়াটি রিডেবল কি না।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

লিনআক্সে মুভি সমস্যার সমাধান

প্রকৌশলী মর্তুজা আশীষ আহমেদ

লিনআক্সে মুভি ফাইল চালাতে গিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়েন। কোডেক সমস্যার কারণে এ ধরনের সমস্যা হয়। সাধারণত ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা মুভি ফাইল চালাতে গেলে এ সমস্যা হয়। ইন্টারনেট থেকে পাওয়া মুভিগুলো বা ক্লিপিং ডিভিএক্স বা অন্য কোনো এনকোডেড ফাইল বলে সরাসরি এ ফাইলগুলো চালানো যায় না। এ থেকে মুক্তির উপায় হলো সঠিক কোডেক ব্যবহার করা। এ সংখ্যায় দেখানো হয়েছে কোডেক সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, বিশেষ করে মিডিয়াজনিত সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়।

লিনআক্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার সময় বিভিন্ন অ্যাপি-কেশন সফটওয়্যার আলাদাভাবে ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না। অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাপি-কেশন সফটওয়্যার ইনস্টল হয়ে যায়। এসব অ্যাপি-কেশন সফটওয়্যারের মধ্যে অফিস স্যুট, সিডি, ডিভিডি রাইটিং টুল, মিডিয়া পে-য়ার প্রভৃতি উলে-খযোগ্য। সাধারণত লিনআক্সের পুরো ভার্সনে এসব অ্যাপি-কেশন সফটওয়্যার বা মিডিয়ার কোডেক দেয়া থাকে।

অনেক ক্ষেত্রেই লিনআক্সের আংশিক ভার্সনে এসব কোডেক দেয়া থাকে না। এগুলো আলাদাভাবে ডাউনলোড করে নিতে হয়। আবার দ্রুত অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীরা কাস্টোমাইজ অপশনে না গিয়ে সরাসরি ইনস্টল করেন। লিনআক্সে ইন্টারনেট কনফিগার করার সাথে অনেকেই পরিচিত নন বলে ইন্টারনেট কনফিগার করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই আলাদাভাবে কোডেক বা অ্যাপি-কেশন সফটওয়্যার লিনআক্স নিজে থেকে ডাউনলোড বা ইনস্টল করে নিতে পারে না। মূলত এসব কারণে লিনআক্সে গান শোনা বা ভিডিও দেখা বা মিডিয়াজনিত অনেক সমস্যা হয়।

মুভি কোডেক সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে লিনআক্স সিস্টেমের ইন্টারনেট ঠিকমতো কনফিগার করে দেয়া। তাহলে অপারেটিং সিস্টেম আপনাআপনিই প্রয়োজনীয় কোডেক বা অ্যাপি-কেশন ডাউনলোড করে নেবে। দেখা যাক, কিভাবে লিনআক্সে ইন্টারনেট কনফিগার করা যায়। এখানে ল্যান দিয়ে ইন্টারনেট কনফিগার করা দেখানো হয়েছে। বেশিরভাগ লিনআক্সে ইন্টারনেট কনফিগার করার প্রক্রিয়া একই ধরনের। তবে ডিস্ট্রিবিউশনভেদে এর কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্রথমেই দেখানো হয়েছে উবুন্টু লিনআক্সে কিভাবে ইন্টারনেট কনফিগার করতে হয়।

উবুন্টুর ডিফল্ট ইন্টারনেট ব্রাউজার হচ্ছে মজিলা ফায়ারফক্স। উবুন্টুতে ল্যান দিয়ে ইন্টারনেট কনফিগার করার জন্য প্রথমেই আপনাকে জেনে নিতে হবে আপনার আইপি অ্যাড্রেস কত, সার্ভারের ডিফল্ট গেটওয়ে কত, ডিএনএস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস কত এবং আপনার পোর্ট কত। আর যদি আপনার আইএসপি উইনস সার্ভারের আইপি ব্যবহার করে, তাহলে সেটিও আপনাকে জেনে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডাটা সংগ্রহের পর প্রথমেই দেখে নিতে হবে সিস্টেম ট্রেতে আপনার নিকের (নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা ল্যান কার্ড) আপলিঙ্ক এবং ডাউনলিঙ্ক আইকন দেখাচ্ছে কি না।

প্রথম চিত্রের গোল মার্ক করা অংশের মতো দেখাবে। নিকের আইকনের ওপর রাইট ক্লিক করে প্রথমে ল্যান ডিজ্যাবল করতে হবে।

ল্যান ডিজ্যাবল করার পর নেটওয়ার্ক টুলস চালু করতে হবে। এজন্য সিস্টেম → অ্যাডমিনিস্ট্রেশন → নেটওয়ার্ক টুলস সিলেক্ট করতে হবে। নেটওয়ার্ক টুলস চালু করলে দ্বিতীয় চিত্রের মতো অ্যাপি-কেশন বা টুল চালু হবে।

এ টুলের ডিভাইস ট্যাব থেকে নেটওয়ার্ক ডিভাইস ইথারনেট ইন্টারফেস (eth0) সিলেক্ট করতে হবে তৃতীয় চিত্রের মতো।

আপনার সিস্টেমে যদি একাধিক নিক থাকে তাহলে কোন নিক থেকে নেটওয়ার্ক কনফিগার করতে চাচ্ছেন, তা সিলেক্ট করুন। এক্ষেত্রে ডিভাইস ট্যাব থেকে নেটওয়ার্ক ডিভাইস ইথারনেট ইন্টারফেস (eth1) সিলেক্ট করতে হতে পারে। সিলেক্ট করা হয়ে গেলে আইপি ইনফরমেশন থেকে আইপিভি৪ সিলেক্ট করে কনফিগার বাটনে ক্লিক করে নিক কনফিগার করতে হবে। কনফিগার বাটনে ক্লিক করলে একটি মেনু আসবে। এখান থেকে এনাবল রোমিং মোড টিক তুলে দিয়ে কনফিগারেশন স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস সিলেক্ট করুন। এর পর আইপি অ্যাড্রেসের স্থানে সিস্টেমের আইপি অ্যাড্রেস দিন। একইভাবে সাবনেট মাস্ক এবং ডিফল্ট গেটওয়ে দিতে হবে। ওকে করে সেভ করে বের হয়ে আসুন।

এবারে মজিলা ফায়ারফক্স চালু করে এডিট মেনু থেকে অপশন সিলেক্ট করে অ্যাডভান্স বাটনে ক্লিক করে নেটওয়ার্ক অপশন থেকে একইভাবে সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস এবং পোর্ট নাম্বার দিয়ে সেভ করে বেরিয়ে আসুন। নিকের আইকন থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে ল্যান এনাবল করে রিস্টার্ট দিতে হবে। পুনরায় সিস্টেম চালু হলে ফায়ারফক্স ফিরে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে দেখুন ঠিকমতো ইন্টারনেট কনফিগার করা হয়েছে কি না।

অনেকক্ষেত্রেই আমরা আমাদের ল্যান থেকে ম্যাক স্পুফিং করে থাকি (mac address spoofing)। ম্যাক স্পুফিং হচ্ছে নিকের নিজস্ব ম্যাক অ্যাড্রেস পরিবর্তন করে অন্য কোনো নিকের ম্যাক অ্যাড্রেস ব্যবহার করা। লিনআক্সে এই কাজটি করার জন্য প্রতিবার লিনআক্স স্টার্ট হবার সময় কন্সোলে বা টার্মিনালে একটি কোড লিখে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড দিতে হবে। কোডটি হচ্ছে sudo ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx। এখানে xx:xx:xx:xx:xx:xx-এর স্থলে পছন্দমতো নিকের ম্যাক অ্যাড্রেস দিতে হবে। এই অ্যাড্রেসটি প্রয়োগ করার জন্য অ্যাপি-কেশন → অ্যাক্সেসরিজ → টার্মিনাল সিলেক্ট করে কোড ইনপুট দিতে হবে। সাধারণত ব্যাশ শেলেই এই কোড কাজ করে। কোড অ্যাপ-াই করা হলে এন্টার চাপার পর আপনার কাছ থেকে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড চাইবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড দিলে নিকের ম্যাক অ্যাড্রেসও পরিবর্তন হবে।

অন্যান্য লিনআক্স ডিস্ট্রিবিউশনেও একইভাবে ল্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেট কনফিগার করতে হয়। ম্যাক স্পুফিং কিছুটা আলাদা। ভবিষ্যতে অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশনে ম্যাক স্পুফিং দেখানোর আশা রাখছি।

ইন্টারনেট কনফিগার করার পর যেকোনো মিডিয়া ফাইল (এমপিথ্রি) চালাতে গেলে উবুন্টু নিজে থেকেই কোডেক ডাউনলোড করে নেবে। এক্ষেত্রে অ্যাড রিমুভ অ্যাপি-কেশন থেকে ডিফল্ট সার্ভার ইচ্ছেমতো সিলেক্ট করে দিতে হতে পারে।

সবশেষে অ্যাড রিমুভ অ্যাপি-কেশন থেকে সর্বশেষ আপডেট করে নিলে মুভি ও ক্লিপিং চালানোর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ফিডব্যাক : mortuzacsepm@yahoo.com

উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৮ : ন্যাট রাউটার হিসেবে ব্যবহার

কে এম আলী রেজা

উইন্ডোজসহ অন্যান্য নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেমে সার্ভারকে ন্যাট বা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সংক্ষেপে ন্যাটের কাজ একাধিক নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা বিনিময়ের কাজটি সহজ করা। উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৮-এ কিভাবে সার্ভারকে ন্যাট রাউটার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা এ লেখায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমে একটি নেটওয়ার্ক সেটআপের কথা বিবেচনা করি, যেখানে একটি টেস্ট ল্যান এবং ওয়ার্কগ্রুপ-সি ল্যান থাকবে। ওয়ার্কগ্রুপ-সি ল্যানটি একটি ডিএসএল রাউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত থাকবে। উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৮ এমন এক সার্ভারে ইনস্টল করা হয়েছে, যাতে দুটো নিক বা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড রয়েছে। এ কমপিউটারে উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৮-এর বিশেষ নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট রাউটিং অ্যান্ড রিমোট অ্যাক্সেস সার্ভিস (RRAS) ইনস্টল করা হয়েছে। সার্ভারটি ওয়ার্কগ্রুপ-সি এবং টেস্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে রাউটার হিসেবে কাজ করবে (চিত্র-১)।

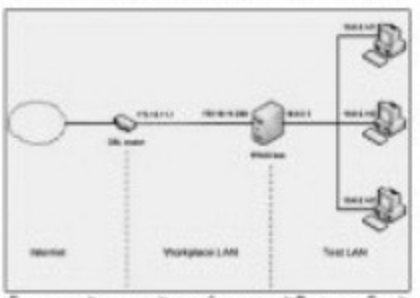

চিত্র-১ : দুটো সাব নেটওয়ার্কের মধ্যে রাউটিং অ্যান্ড রিমোট অ্যাক্সেস সার্ভিস (RRAS) রাউটার হিসেবে কাজ করছে

দু'ভাবে উপরের নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনটি সম্পন্ন করা যায়। প্রথমতঃ RRAS সম্পন্ন কমপিউটারটিকে একটি আইপি রাউটার হিসেবে কনফিগার করা যায়, যা দুটো সাবনেটের মধ্যে ডাটা ট্র্যাফিক ফরোয়ার্ড বা বিনিময় করবে। ফলে টেস্ট নেটওয়ার্কের ক্লায়েন্ট কমপিউটারসমূহ ইন্টারনেটের সার্ভারে ডাটা প্যাকেট পাঠাতে পারবে। তবে ইন্টারনেট সার্ভার থেকে ক্লায়েন্ট কমপিউটারে কোনো ডাটা আসতে পারবে না। এর কারণ হচ্ছে, ইন্টারনেটের দিক থেকে যেসব ডাটা প্যাকেট ডিএসএল রাউটারে প্রবেশ করবে সেগুলো 172.16.11.0 নেটওয়ার্কে রাউটেড হয়ে যাবে এবং এর ফলে ডাটা প্যাকেট 10.0.0.0 নেটওয়ার্কের ক্লায়েন্ট কমপিউটারে যাওয়ার কোনো সুযোগ পাবে না। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ডিএসএল রাউটারে একটি স্ট্যাটিক রুট যোগ করা যেতে পারে, যা ওয়ার্কগ্রুপ-সি ইন্টারফেসের আওতাভুক্ত 10.0.0.x অ্যাড্রেসের উদ্দেশ্যে পাঠানো সব ডাটা প্যাকেট সরাসরি ফরোয়ার্ড করবে।

যখনই 10.0.0.x অ্যাড্রেসের উদ্দেশ্যে পাঠানো ডাটা প্যাকেটের ইন্টারফেসে পৌঁছবে, RRAS বক্স তখনই ডাটা প্যাকেটের অন্যান্য ইন্টারফেসে (10.0.0.1) ফরোয়ার্ড করবে এবং সেখান থেকে ডাটা প্যাকেট টেস্ট নেটওয়ার্কে প্রবেশ করবে। আর এভাবেই ডাটা পৌঁছে যাবে যার যার গন্তব্যে।

ডাটা প্যাকেট রাউটিংয়ের বিকল্প পন্থা হিসেবে আপনি চিত্র-১ প্রদর্শিত RRAS বক্সকে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন (NAT) রাউটার হিসেবে কনফিগার করতে পারেন। ন্যাট হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যা কোনো একটি নেটওয়ার্কের কমপিউটারের আইপি অ্যাড্রেসকে ভিন্ন একটি নেটওয়ার্কের কমপিউটারের কাছে বোধগম্য করে ট্রান্সলেশন বা রূপান্তর করবে। এবার আমরা আলোচনা করবো কিভাবে একটি সার্ভারে RRAS ইনস্টল করে তাকে ন্যাট হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সার্ভারে RRAS ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন

টেস্ট নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত ক্লায়েন্ট কমপিউটারসমূহকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রদানের জন্য প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন হবে সার্ভারে RRAS সার্ভিস বা রোল ইনস্টল করা। এর ঠিক পরের কাজটিই হচ্ছে সার্ভারকে ন্যাট রাউটার হিসেবে কনফিগার করা। RRAS সার্ভিস ইনস্টল করার জন্য সার্ভার ম্যানেজার বা OOBE.exe থেকে প্রথমে Add Roles Wizard চালু করতে হবে। এরপর সার্ভারে Network

চিত্র-২ : সার্ভারে RRAS সার্ভিস ইনস্টলেশন

Policy and Access Services রোলও যুক্ত করতে হবে।

পরবর্তী উইজার্ড পেজে Routing and Remote Access Services সিলেক্ট করতে হবে

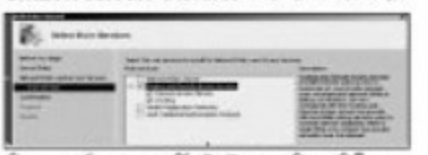

চিত্র-৩ : সার্ভারে RRAS সার্ভিস ইনস্টলেশন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ

আরো দুটো সার্ভিস Remote Access এবং Routing সার্ভারে ইনস্টল করার জন্য।

উইজার্ডের ধাপগুলো শেষ হওয়া মাত্রই Administrative Tools থেকে Routing and Remote Access কনসোল ওপেন করুন। এবার লোকাল সার্ভার আইকনে মাউসে ডান ক্লিক এবং পপ-আপ মেনু থেকে Configure and Enable Routing and Remote Access সিলেক্ট করুন।

এর ফলে Routing and Remote Access Server সেটআপ উইজার্ড চালু হবে। উইজার্ডের

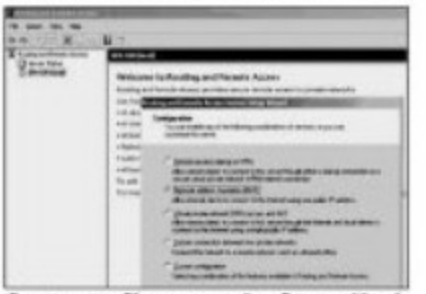

চিত্র-৪ : RRAS সার্ভিসের আওতাভুক্ত ন্যাট কনফিগারেশন উইজার্ড

কনফিগারেশন পেজে Network Address Translation (NAT) সিলেক্ট করুন (চিত্র-৪)।

এরপর NAT Internet Connection পেজে ওয়ার্কগ্রুপ-সি ল্যানে বিদ্যমান এমন একটি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস সিলেক্ট করা হয়েছে। এ

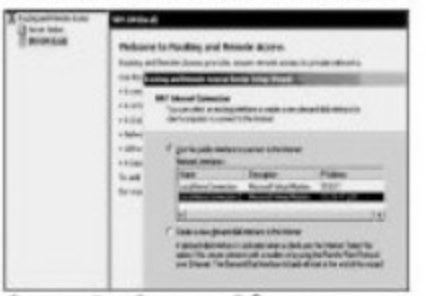

চিত্র-৫ : ন্যাট কনফিগারেশনের দ্বিতীয় ধাপ

ইন্টারফেসটি ন্যাট রাউটারে "public interface" নামে পরিচিত।

এর পরের ধাপেই আপনার কাছে জানতে চাওয়া হবে ন্যাট রাউটার টেস্ট নেটওয়ার্কভুক্ত কমপিউটারে DHCP এবং DNS সার্ভিস দেবে কি না। উলে-খ্য, টেস্ট নেটওয়ার্কের কমপিউটারগুলো ন্যাট রাউটারের প্রাইভেট ইন্টারফেসের সাথে যুক্ত রয়েছে। টেস্ট নেটওয়ার্কের ক্লায়েন্ট কমপিউটারগুলোর জন্য যদি স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা থাকে তাহলে দ্বিতীয় অপশন অর্থাৎ DHCP এবং

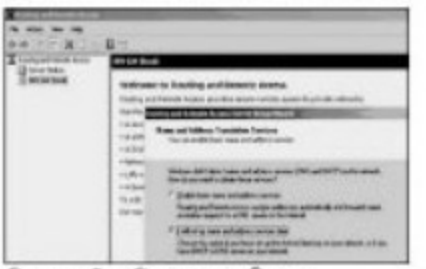

চিত্র-৬ : ন্যাট কনফিগারেশনের তৃতীয় ধাপ

DNS সার্ভিস দেবে না-এ অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে (চিত্র-৬)।

উইজার্ডগুলো সম্পন্ন হলে RRAS সার্ভিস চালু হবে এবং সার্ভিসটি আইপি অ্যাড্রেস রাউটিং এবং ন্যাটের উপযোগী হবে। এটি পরীক্ষা করার জন্য RRAS কনসোলে লোকাল সার্ভার আইকনে মাউসে ডান ক্লিক করুন এবং পপ-আপ মেনু থেকে Properties কমান্ড সিলেক্ট করুন। প্রোপার্টিজ উইন্ডোর General ট্যাবে দেখা যাবে আইপি রাউটিং অপশনটি সক্রিয় হয়ে আছে। এর অর্থ হচ্ছে আইপি ডাটা প্যাকেট এক

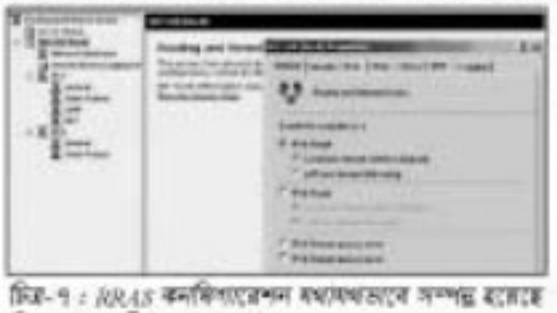

চিত্র-৭ : *RRAS* কনফিগারেশন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়েছে

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস থেকে অন্য ইন্টারফেসে ফরোয়ার্ড করা যাবে (চিত্র-৬)।

RRAS কনসোলে ন্যাট নোড সিলেক্ট করা হলে দেখা যাবে Routing and Remote Access Server Setup উইজার্ড ব্যবহার করে সার্ভারে ন্যাট কনফিগার করার সময় সার্ভারে তিনটি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস তৈরি হয়েছে। চিত্র-৭-এ Local Area Connection-এর প্রোপার্টিজে টেস্ট নেটওয়ার্কের (10.0.0.0) সংযোগ দেখা যাচ্ছে। এখানে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন ন্যাট এ নেটওয়ার্ককে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচনা করছে। অর্থাৎ এ নেটওয়ার্কটিকে ন্যাট

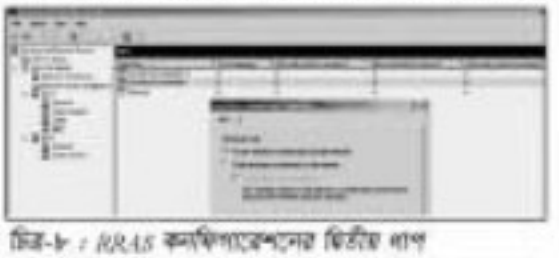

চিত্র-৮ : *RRAS* কনফিগারেশনের দ্বিতীয় ধাপ

ধরে নিচ্ছে এটি রাউটারের পেছনের দিকে অবস্থিত।

চিত্র-৮-এ লোকাল এরিয়া কানেকশন ২-এর প্রোপার্টিজ ওয়ার্ল্ডপে-স নেটওয়ার্কের (172.16.11.0) সংযোগের অবস্থাটি দেখা যাচ্ছে। এখানে খুব পরিষ্কার যে, ন্যাট এ নেটওয়ার্কটিকে 'পাবলিক' নেটওয়ার্ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর অর্থ হচ্ছে ওই নেটওয়ার্কটি

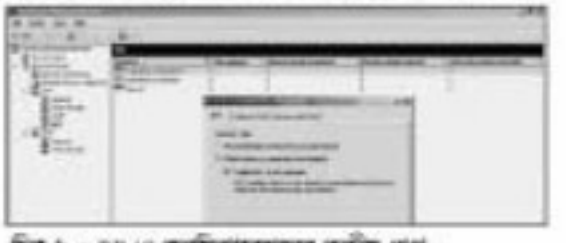

চিত্র-৯ : *RRAS* কনফিগারেশনের তৃতীয় ধাপ

ন্যাট রাউটারের সামনে অর্থাৎ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস যেদিকে সেদিকে অবস্থান করছে।

এ কনফিগারেশনে আরো লক্ষ করলে বুঝা যাবে রাউটারের ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসটিও ন্যাট কনফিগারেশনে প্রাইভেট ইন্টারফেস হিসেবেই যুক্ত হয়েছে।

একদিক নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা প্যাকেট ফরোয়ার্ডিং বা রাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ কাজটি উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৮ নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেমচালিত একটি সার্ভার দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে।

ফিডব্যাক : *kazisham@yahoo.com*

স্পাইওয়্যার থেকে মুক্তির জন্য স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হয়। এসব ওয়েবসাইটের মধ্যে কিছু পরিচিত ও কিছু অপরিচিত ওয়েবসাইটও থাকে। ব্যক্তিগত বা অফিসিয়াল প্রয়োজনে যেমন সফটওয়্যার ডাউনলোড, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরিতে ইমেজ কালেকশনসহ নানাধরনের কাজে বিভিন্ন অপরিচিত ওয়েবসাইটেও ভিজিট করতে হয়। এসব ওয়েবসাইট ভিজিট করে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এসব ওয়েবসাইটের মধ্যে কিছু কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে যাদের কাজই হচ্ছে অন্যের ক্ষতি করা। এদের কাজ হচ্ছে সাইটে ভিজিট করার সময় বিভিন্ন ধরনের পপআপ উইন্ডো খোলা, বিভিন্ন অ্যাড দেখানো ও ক্লিক করার জন্য প্রলুব্ধ করা। এসব সাইট আপনার অজান্তে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে নেয়, আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার কমপিউটারের বিভিন্ন সেটিংস পরিবর্তন করে। ফলে কমপিউটার স্লো হয়ে পড়ে। কেননা অপরিচিত ওয়েবসাইটে ভিজিট করার ফলে আপনার কমপিউটারে স্পাইওয়্যার ঢুকে পড়ে। স্পাইওয়্যার ছাড়া অ্যাডওয়্যার, ব্যাকডোর, বেয়টিং, বটনেট, ই-মেইল স্পুফিং, হাইজ্যাক, ভাইরাসসহ নানাধরনের অ্যাপ্লি-কেশনও কমপিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল হয়, যা আপনার কমপিউটারের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব সমস্যা হতে মুক্তি দেয়ার জন্য বিভিন্ন সিকিউরিটি টুল নির্মাতা নিয়মিত বিভিন্ন সিকিউরিটি টুল ও আপডেট টুল বাজারে ও অনলাইনে ছাড়ছে। এবারের সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের স্পাইওয়্যার ও স্পাইওয়্যার থেকে মুক্তির জন্য স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর নামের টুল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অ্যাডওয়্যার

যেকোনো ধরনের অ্যাডভারটাইজিং সাপোর্টেড সফটওয়্যার যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের গান প্লে- করে বা ছবি প্রদর্শন করে বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমপিউটারে ডাউনলোড করে থাকে, এসবকে অ্যাডওয়্যার বলা হয়। কিছু অ্যাডওয়্যারের কাজ হচ্ছে ব্যবহারকারীর কমপিউটারের তথ্য চুরি করা যা ব্যবহারকারীর জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ব্যাকডোর

ব্যাকডোরের কাজ হচ্ছে কমপিউটার থেকে বিভিন্ন ধরনের অথেনটিকেশন ভাঙ্গা, রিমোট কমপিউটারে অ্যাকসেস, প্লে-ইনটেক্সটে অ্যাকসেস করা ইত্যাদি। এধরনের ব্যাকডোর কমপিউটারে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যারজনিত কারণে কমপিউটারে ইনস্টল হতে পারে।

বটনেট

অনেক ধরনের রোবট, বটের সমন্বয়ে বটনেট তৈরি হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্মস, ট্রোজান, ব্যাকডোরের মাধ্যমে এসব বটনেট কমপিউটারে ইনস্টল হয় এবং আপনার তথ্য সহজেই চুরি করে ফেলে।

ব্রাউজার প-াগইন

ইন্টারনেট ব্রাউজারের ব্যবহারের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজার প-াগইন ব্যবহার করা হয়। সব ব্রাউজার প-াগইন ভালো কাজ করে না, এর মাঝে কিছু প-াগইন কমপিউটারের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বিভিন্ন সময় দেখা যায় একটি প-াগইন ইনস্টল করলে অন্য কোনো সাইটের লিঙ্ক, টুলবার, প্লাইন অপশন যুক্ত হয় যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ যেমন ই-মেইল চেক করতে পারেন। কিন্তু এসব অপরিচিত টুল আপনার তথ্য সহজেই এসব টুল প্রস্তুতকারকের ইমেইল করে দিতে পারে।

উপরে আলোচনা করা বিষয়গুলোর মতো আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যেমন– বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য চুরি হওয়া, ক্রাইমওয়্যার, কমপিউটার ভাইরাস, ডাটা মাইনার, ই-মেইল বোম্ব, ই-মেইল স্পুফিংসহ অন্যান্য, যা আপনার কমপিউটার তথ্য চুরি করাসহ কমপিউটারকে স্লো করে ফেলে। এসব সমস্যা হতে মুক্তি দিতে স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর বেশ কিছু প্রদক্ষেপ নিয়েছে। নিচে এই টুল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর

স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর প্রস্তুতকারকের কথা হচ্ছে এই টুল ব্যবহারের ফলে আপনার কমপিউটারকে ১০০% প্রোটেকশন দেবে, HIPS প্রোটেকশন, অ্যান্টিভাইরাস প্রোটেকশন, স্পাইওয়্যার থেকে মুক্তি দেবে। এই টুল ব্যবহারের ফলে যেসব সুবিধা ফ্রি পাওয়া যাবে : স্পাইওয়্যার রিমুভাল টুল, স্বয়ংক্রিয় আপডেট, সিডিউল স্ক্যান, অ্যান্টিভাইরাস ইন্টিগ্রেশন, সাপোর্ট এবং বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক কাজেও একে ব্যবহার করা যাবে।

কোথায় পাবেন

স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর টুলটি ডাউনলোড করে অনলাইন হতে আপডেট করে নিতে হয়। টুলটি ডাউনলোড করার জন্য http://rony-blog.co.nr হতে ডাউনলোড লিঙ্ক নিন বা http://www.spywareterminator.com সাইট ভিজিট করুন।

স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর ব্যবহার

টুলটি ইন্টারনেট হতে ডাউনলোড করে আপনার কমপিউটারে ইনস্টল করুন। ইন্টারনেটে যুক্ত থেকে টুলটি আপডেট করুন। এবার ডেস্কটপে থাকা স্পাইওয়্যার টার্মিনেটরের আইকনে ক্লিক করে চালু করুন।

চিত্র-১ : স্পাইওয়্যারের জন্য ক্ষতি

স্পাইওয়্যার টার্মিনেটর টুলটি প্রদর্শন হওয়ার পর উপরের দিকে দেখুন System Summary, Spyware Scan, Real-Time Protection, Internet Protection, Tools, Settings, Support & Help নামে অপশন রয়েছে। এসব অপশনে ক্লিক করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফিচারযুক্ত আরো বেশ কিছু অপশন আপনার সামনে চলে আসবে।

সিস্টেম সামারি

সিস্টেম সামারি অংশে পাবেন স্পাইওয়্যার স্ক্যান করার তথ্য, আপডেট তথ্য ও রিয়েল টাইম প্রটেকশন তথ্য।

স্পাইওয়্যার স্ক্যান

বাম পাশের মেনুতে দেখুন Scan, Scan Report, Ignore List, Quarantine, Update নামে বেশ কিছু অপশন রয়েছে, যা আপনার স্ক্যান করার সময় কাজে আসবে। এখানে আরো তিন ধরনের স্ক্যান করার অপশন পাবেন যেমন ফাস্ট, ফুল, কাস্টোম স্ক্যান।

রিয়েলটাইম প্রোটেকশন

এই প্রোটেকশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা যুক্ত করে নিতে পারেন। এখানে General, Shields, White List, Black List, Review List নামে বেশ কিছু অপশন রয়েছে।

ইন্টারনেট প্রোটেকশন

এই অংশে রয়েছে কুকিজ Cookies Scan, Favorites Scan, Immunize স্ক্যান করার সুবিধা।

টুলস ও সেটিংস

এ অংশে টুলকে আরো কাস্টোমাইজ করে নিতে পারেন ও সিকিউরিটি লেভেল বাড়িয়ে নিতে পারেন। আপনার সুবিধা অনুযায়ী সেটিং পরিবর্তনও করে নিতে পারেন।

সাপোর্ট ও হেল্প

কোনো ধরনের সাহায্য বা সাপোর্ট প্রয়োজন থাকলে এ অংশে যেতে পারেন।

ফিডব্যাক : rony446@yahoo.com

পাওয়ারপয়েন্টে টাইম কাউন্টডাউন অ্যানিমেশন

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নতুন এ বিভাগে পাঠকরা কি ধরনের লেখা চান সে সম্পর্কের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আপনাদের আইডিয়াগুলো জানানোর জন্য ধন্যবাদ। তবে আইডিয়ার চেয়ে সমস্যার কথা বেশি লিখে পাঠিয়েছেন পাঠকরা। পাওয়ারপয়েন্ট নিয়ে নানানজনের নানান সমস্যা। তাই এ বিভাগে পাওয়ারপয়েন্ট টিউটরিয়ালের পাশাপাশি পাঠকদের পাঠানো সমস্যার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিভাগে পাওয়ারপয়েন্ট সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে লিখে পাঠানোর জন্য কমপিউটার জগৎ-এর ঠিকানায় চিঠি বা মেইল করতে হবে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে। পরের মাসের সংখ্যায় আপনাদের পাঠানো সমস্যাগুলোর সমাধান ছাপানো হবে এ বিভাগে।

গত সংখ্যায় পাওয়ারপয়েন্টে থ্রিডি স্টাইলিশ পোস্টার বা বিজ্ঞাপনচিত্র বানানোর কৌশল দেখানো হয়েছিল। আজকের পর্বে থাকছে পাওয়ারপয়েন্টে টাইম কাউন্টডাউন অ্যানিমেশন করার কৌশল। পুরনো দিনের সাদাকালো মুভি শুরুর আগে গোলাকার চাকতির মাঝে উল্টো দিক থেকে সংখ্যা গণনা করার পর মুভি শুরু হতো। অ্যাডোবি ফ্ল্যাশ দিয়ে কাজটি করা যায়, তবে তা করতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হবে। ফ্ল্যাশের চেয়েও আরো কম সময়ে ও খুব সহজেই পাওয়ারপয়েন্টে করা যাবে। পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড বানানোর পর যদি তা ফ্ল্যাশ ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয় তবে কারো বোঝার উপায় থাকবে না যে তা পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে করা হয়েছে। টাইম কাউন্টডাউন ইফেক্টযুক্ত স্লাইড বানানোর কৌশল ধাপে ধাপে নিচে বর্ণনা করা হলো।

ধাপ-১ : প্রথমে পাওয়ারপয়েন্ট চালু করে খালি একটি স্লাইড নিতে হবে। তারপর স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ কালো নির্বাচন করতে হবে। ২০০৭ ভার্সনে কাজটি করার জন্য খালি স্লাইডে বাটন ক্লিক করে Format Background-এ নির্বাচন করতে হবে। তারপর Solid Fill রেডিও বাটন চেক থাকা অবস্থায় কালার বাকেট থেকে কালো রঙ নির্বাচন করে Apply to all-এ ক্লিক করুন, এতে নতুন স্লাইড যোগ করা হলে তা কালো রঙয়ের হবে।

ধাপ-২ : ব্যাকগ্রাউন্ড নির্বাচনে স্লাইডের মাঝখানে সাদা রঙয়ের বড় আকারের একটি বৃত্ত আঁকুন। বৃত্ত আঁকার কাজ করার জন্য Insert থেকে গোলাকার শেপ নির্বাচন করতে হবে এবং সুন্দরভাবে স্লাইডের মাঝ বরাবর বড় করে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। বৃত্তের আকার একটি নির্দিষ্ট মাপে থাকলে দেখতে নিখুঁত লাগবে, তাই তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই হতে হবে। বৃত্তের ওপরে ডবল ক্লিক বা বৃত্তটি সিলেক্ট করে রিবন বার থেকে Format সিলেক্ট করতে হবে। এরপর ফরমেট বারের ডানপাশে Size লেখা ঘরে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের স্থানে ৬ লিখে এন্টার চাপুন। এরপর

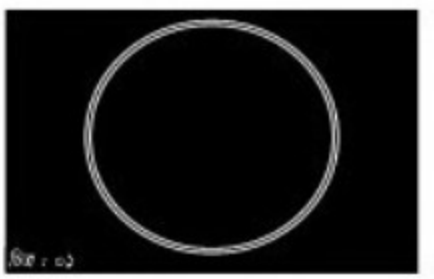
চিত্র : ০১

চিত্র : ০২

চিত্র : ০৩

বৃত্তটি সিলেক্ট করে তা স্লাইডের একেবারে মাঝ বরাবর স্থাপন করতে হবে।

ধাপ-৩ : বৃত্তটি সিলেক্ট করে Shape Fill-এ No Fill এবং Shape Outline থেকে সাদা রঙ নির্বাচন করতে হবে। এরপর Shape Outline→Weight→More Lines অপশন থেকে বৃত্তের ধার মোটা করার জন্য উইডথ লেখা স্থানে ১০ বা ১২ এবং Compound Type থেকে Double লাইন সিলেক্ট করতে হবে (চিত্র-১)।

ধাপ-৪ : বৃত্তের ভেতরে সংখ্যা বা অক্ষর লেখার জন্য ইনসার্ট থেকে টেক্সট বক্স এনে তা বৃত্তাকার শেপটির মাঝখানে স্থাপন করতে হবে। টেক্সট হিসেবে ৫ লিখুন এবং ফন্ট বদলে তা Arial Black এবং ফন্টের আকার ২০০ বা ২৫০ টাইপ করতে হবে। খেয়াল রাখবেন যাতে অক্ষরটি বৃত্তের পরিধির বাইরে চলে না যায়। অন্য যেকোনো ফন্ট ব্যবহার করা যাবে তবে অবিকল আসল ইফেক্টের জন্য এরিয়াল ফন্টটিই ভালো দেখাবে (চিত্র-২)।

ধাপ-৫ : টাইম কাউন্টডাউনের ব্যাপারটি পুরোপুরি ফিল্মের মতো বানানোর জন্য বৃত্তের বা স্লাইডের মাঝখানে উলম্ব ও আড়াআড়িভাবে একটি করে দাগ টানতে হবে। দাগ টানার জন্য Insert থেকে Line নিতে হবে।

চিত্র-৩-এর মতো করে স্লাইডে দুটি দাগ টানতে হবে। দাগ মোটা করার জন্য শেপ আউটলাইন থেকে ওয়েইটের মান ৬ বা ৮ করতে হবে।

ধাপ-৬ : এরপর বৃত্তটিকে সিলেক্ট করে Custom Animation থেকে Add Effect→Entrance→Wheel নির্বাচন করতে হবে। এরপর বৃত্তটিকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ডানপাশে আসা কাস্টম অ্যানিমেশন প্যানেল থেকে Start অপশনে On Click-এর পরিবর্তে After Previous এবং Spokes-এর ঘরে 8-এর বদলে ১ লিখে দিতে হবে। অ্যানিমেশনের স্পিড মিডিয়াম বা ফাস্ট করে দিতে হবে।

ধাপ-৭ : এবার ৫ লেখাটিকে বা টেক্সট বক্সটিকে সিলেক্ট করে একই পদ্ধতিতে Add Effect→Entrance→Fade দিয়ে অ্যানিমেশন প্রয়োগ করতে হবে। Start অপশনে On Click-এর পরিবর্তে With Previous এবং স্পিড মিডিয়াম বা ফাস্ট প্রয়োগ করতে হবে।

ধাপ-৮ : এবার Exit Effect ব্যবহার করার পালা। বৃত্ত ও টেক্সট বক্স উভয়কেই একসাথে সিলেক্ট করতে হবে। উভয়কেই সিলেক্ট করার জন্য Ctrl বাটন চেপে মাউসের সাহায্যে বৃত্ত ও বক্স সিলেক্ট বা Ctrl+A চেপেও দুটিকে একসাথে সিলেক্ট করা যাবে। Add Effect→Exit→Fade সিলেক্ট করে Start অপশনে On Click-এর পরিবর্তে After Previous এবং স্পিড মিডিয়াম বা ফাস্ট করে দিতে হবে। বৃত্ত ও টেক্সট বক্স উভয়কেই একই রকম স্পিড ও অ্যানিমেশন স্টাইল দিতে হবে।

ধাপ-৯ : এবার স্লাইড ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে Advance Slide-এর ঘরে On Mouse Click-এর পরিবর্তে Automatically After-এ টিক চিহ্ন দিতে হবে।

ধাপ-১০ : এবার বামপাশে ছোট করে দেখানো স্লাইড প্রিভিউতে ১নং স্লাইড সিলেক্ট করে Ctrl+C চেপে কপি করে Ctrl+V চেপে তা পাঁচবার পেস্ট করতে হবে। এ কাজ করার পর একই রকমের ৬টি স্লাইড দেখা যাবে। প্রথম স্লাইডে ৫ লেখা থাকবে এবং পরের স্লাইডগুলোর টেক্সট বক্সের অক্ষর বদলে যথাক্রমে ৪,৩,২,১ ও ০ লিখতে হবে।

ধাপ-১১ : এখন প্রথম স্লাইড সিলেক্ট করে F5 চেপে বা মাউসের সাহায্যে স্লাইড শোতে ক্লিক করে স্লাইডগুলো ঠিকমতো টাইম ▸

পাওয়ারপয়েন্ট সমস্যা ও সমাধান

প্রশ্ন : *আমার পিসি অনেক পুরনো তাই এতে অফিস ২০০৭ ইনস্টল করার পর বেশ সমস্যা করে। বন্ধুদের অনেকেই এখন অফিস ২০০৭ ব্যবহার করে এবং তাদের কাছ থেকে আমি ওয়ার্ড ফাইল ও পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলগুলো আমি অফিস ২০০৭ না থাকার কারণে খুলতে পারি না। আমি অফিস ২০০০ ব্যবহার করি। এতে এমন কোনো ব্যবস্থা আছে কি যাতে আমি ওয়ার্ড ২০০৭ বা পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭-এর ফাইল খুলতে পারব? —মাসুম, মিরপুর।*

উত্তর : পুরনো ওয়ার্ড ও পাওয়ারপয়েন্টের ফাইলগুলোর এক্সটেনশন বা ফাইল ফরমেটটি ছিল যথাক্রমে .doc ও .ppt। কিন্তু ২০০৭ ভার্সনে তা বদলে হয়েছে .docx ও .pptx। নতুন এ ফাইল ফরমেট আগের তুলনায় আরো অনেক কম জায়গায় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং এ ফরমেটের সাথে পুরনো ফরমেটের বেশ পার্থক্য থাকায় তা পুরনো অফিস প্রোগ্রামে চালু করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আপনি অন্যদের কাছ থেকে ফাইল সংগ্রহ করার আগে তা ৯৭-২০০৩ সাপোর্টেড ফরমেট সেভ করে নিলেই পুরনো ফরমেট পেয়ে যাবেন।

নিজের পিসিতে থাকা পুরনো অফিস প্রোগ্রামে ২০০৭-এর ফাইল খোলার জন্য মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট থেকে Microsoft Office Compatibility Pack ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে। ফলে আপনার অফিস ২০০০ ভার্সনে অফিস ২০০৭-এর প্রোগ্রামগুলো চালু করতে পারবেন। এছাড়া আরেকটি কাজ করা যায় তা হচ্ছে কনভার্টার প্রোগ্রাম ডাউনলোড করে নেয়া। ওয়ার্ড ফাইল কনভার্ট করার জন্য docx to doc converter এবং পাওয়ারপয়েন্ট ফাইল কনভার্ট করার জন্য pptx to ppt converter লিখে গুগলে সার্চ দিলেই অনেকগুলো সফটওয়্যারের লিঙ্ক পাওয়া যাবে, যা দিয়ে অনায়াসে ফাইল নতুন ফরমেট থেকে পুরনো ফরমেটে রূপান্তর করা যাবে।

প্রশ্ন : *পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডগুলোকে ফ্ল্যাশে সেভ করার কোনো উপায় আছে কি? —মাহবুব আলম, তেজকুনিপাড়া।*

উত্তর : পাওয়ারপয়েন্টে বিল্ট-ইন এমন কোনো অপশন নেই যা দিয়ে পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলে ফ্ল্যাশ ফাইল হিসেবে সেভ করা যায়। এ কাজ করার জন্য থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের সাহায্য নিতে হয়। গুগলে ppt to flash converter লিখে সার্চ করলেই কিছু সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন। তবে এ কাজ করার জন্য জনপ্রিয় একটি থার্ড পার্টি সফটওয়্যার হচ্ছে iSpring Free। এ সফটওয়্যারটি বিনামূল্যে www.ispringsolutions.com সাইট থেকে নামিয়ে নিতে পারবেন।

প্রশ্ন : *পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭-এ বানানো কোনো প্রেজেন্টেশন সেভ করে তা পুনরায় খোলার পর স্লাইডে ব্যবহার করা ছবিগুলোর কোয়ালিটি খারাপ ও ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। PPTX ফরমেটের ফাইল PPT ফরমেট সেভ করার পরও ছবি ও স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কিছুটা বদলে যাচ্ছে। এ সমস্যা কি কোনো ভাইরাসের কারণে হচ্ছে না কি অন্য কোনো কারণে? —রাজিব, সাভার।*

উত্তর : ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটি ভাইরাসজনিত কোনো সমস্যা নয়। পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭-এ থাকা ছবিগুলো অ্যাটোমেটিকভাবে কমপ্রেস হয়ে আকারে ছোট হয়ে যায়। এজন্য আগের ভার্সনের তুলনায় নতুন ভার্সনের ফাইল ফরমেট কম জায়গা দখল করে। জায়গা কমানোর জন্য এটি বেশ কার্যকর উপায়, তবে কিছু ছবির কমপ্রেশন করলে তার কোয়ালিটির খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় জিআইএফ বা অ্যানিমেটেড ইমেজের অ্যানিমেশনও নষ্ট হয়ে যায়। ডিফল্ট সেটিংস হিসেবে ছবি কমপ্রেস করার ব্যাপারটি পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭-এ দেয়া আছে তাই তা সহজেই বন্ধ করে দেয়া যাবে না। প্রতিটি প্রেজেন্টেশন সেভ করার আগে কমপ্রেশন না করার জন্য নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

পাওয়ারপয়েন্ট ফাইল সেভ করার জন্য Save As-এ ক্লিক করে সেভ এজ ডায়ালগ বক্স আনুন। তারপর নিচের Save বাটন এর পাশে থাকা Tools অপশন থেকে Choose Compress Pictures-এ ক্লিক করে তার ডায়ালগ বক্স আনুন। এরপর Options থেকে Automatically perform basic compression on save ও Delete cropped areas of pictures লেখা দুটির বামপাশের চেকবক্স থেকে টিক চিহ্ন তুলে দিন। এ কাজটি অবশ্যই ফাইল সেভ করার আগে করতে হবে, অন্যথায় আগেই ফাইল কমপ্রেস হয়ে যাবে যা রিকভার করা যাবে না বা নতুন করে আবার ইমেজ ফাইলটি সংযোজন করতে হবে।

উপরের নিয়মে প্রত্যেক স্লাইড সেভ করার আগে এ কাজ করতে হবে। কিন্তু বার বার এ কাজ করাটা ঝামেলার মনে হলে একটি স্থায়ী ব্যবস্থাও রয়েছে। স্থায়ীভাবে ইমেজ কমপ্রেশন বন্ধ করতে হলে পাওয়ারপয়েন্ট প্রোগ্রাম বন্ধ থাকা অবস্থায় স্টার্ট মেনুর Run-এ regedit টাইপ করে রেজিস্ট্রি এডিটর চালু করুন। এরপর নেভিগেট করুন।

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Option] এবং ডানপাশের প্যানেলে রাইট ক্লিক করে New থেকে নতুন একটি Dword Value খুলুন (৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ৩২)। Dword Valueটির নাম দিন AutomaticPictureCompressionDefault। এর ওপরে রাইট ক্লিক করে মডিফাই থেকে মান শূন্য (০) দেয়া আছে কি না দেখে নিন। তারপর রেজিস্ট্রি এডিটর বন্ধ করুন। এখন আর পাওয়ারপয়েন্ট ইমেজ কমপ্রেশন করবে না। কিন্তু এ অপশনটি আবার চালু করতে চাইলে একই পদ্ধতিতে AutomaticPictureCompressionDefault-এ গিয়ে শূন্য (০) লেখা স্থানে ১ লিখে দিলেই হবে।

কাউন্টডাউন ইফেক্ট কাজ করে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি কোনো ভুল থাকে তবে কাস্টম অ্যানিমেশনে ঠিকভাবে অ্যানিমেশনের গতি ও স্লাইডের অ্যানিমেশন চালু হবার ধারাবাহিকতা ঠিক আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।

ধাপ-১২ : সব কিছু ঠিক থাকলে এবং পাওয়ারপয়েন্টকে ফ্ল্যাশে রূপান্তর করার থার্ড পার্টি সফটওয়্যার (ispring Free) ইনস্টল করা থাকলে তা ফ্ল্যাশ ফাইল হিসেবে সেভ করে চালিয়ে দেখুন। ফ্ল্যাশের কাজ আর পাওয়ারপয়েন্টে করা কাজের মাঝে কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি?

কাজটিতে আরো নতুন মাত্রা যোগ করার জন্য স্লাইডগুলো কপি করার আগে প্রথম স্লাইডে টিকটিক বা ঘড়ির কাঁটার আওয়াজ যুক্ত করতে পারেন Add Sound অপশন থেকে। এতে ইফেক্টটি আরো বেশি আকর্ষণীয় হবে। শেষ স্লাইডে ০ লেখার বদলে GO বা START লিখে দিলে আরো ভালো লাগবে। কাজটি আলাদা ৩টি স্লাইডে না করে এক স্লাইডেও করা যায়, তবে তা এডিট করার সময় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হয়। তাই সহজ পদ্ধতিতেই কাজটি দেখানো হয়েছে। আশা করি টিউটরিয়ালটি আপনাদের কাজে আসবে।

ফিডব্যাক : *shmt_21@yahoo.com*

প্রশ্ন : *ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা বেশ কিছু পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ক্লিক করার সাথে সাথেই স্লাইড শো শুরু হয়। আমি সেই স্লাইডগুলো কিছুটা এডিট করতে চাই কিন্তু তা পাওয়ারপয়েন্টে ওপেন হচ্ছে না। পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলগুলো ওপেন উইথ পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে খোলার কমান্ড দিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এটা কিভাবে পাওয়ারপয়েন্টে খুলে এডিট করা যায়? —মুশফিক ধানমন্ডি, ঢাকা।*

উত্তর : আপনি যে পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলগুলো ডাউনলোড করেছেন সেগুলো PPS বা PPSX (পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭-এর ক্ষেত্রে) ফরমেট সংরক্ষণ করা। এ ফরমেটের ফাইল ডবল ক্লিক করার সাথে সাথেই স্লাইড শো শুরু হয়ে যায়। সাধারণত আমরা যে ফরমেটে পাওয়ারপয়েন্ট ফাইল সেভ করি তা হচ্ছে PPT বা PPTX। এ ফরমেটের ফাইল ডবল ক্লিক করলে তা পাওয়ারপয়েন্টে প্রোগ্রামের সাথে চালু হয় এবং তা এডিট করার উপযুক্ত হয়। PPS বা PPSX ফরমেটের ফাইল পাওয়ারপয়েন্টে খুলতে হলে প্রথমে পাওয়ারপয়েন্ট প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। পুরনো ভার্সনের ক্ষেত্রে File→Open-এ গিয়ে PPS ফাইলটি ব্রাউজ করে বের করে তা ওপেন করলেই কাজ হয়ে যাবে। পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭-এর ক্ষেত্রে বাম পাশের ওপরের অফিস বাটনে ক্লিক করে Open নির্বাচন করে ফাইলটি খুঁজে তা চালু করতে হবে।

মোবাইল ফোনে নিমবাজ মেসেঞ্জার

জাভেদ চৌধুরী

অনেকেই যোগাযোগের জন্য প্রধান মাধ্যম হিসেবে ইদানিং ইন্টারনেটকে বেছে নিচ্ছেন। ইন্টারনেটকে বেছে নেবার জন্য অবশ্যই অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে। এমন একটি কারণ হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের খরচ বেশ কম। মোবাইল সেকশনের এই সংখ্যায় আমরা দেখবো কী উপায়ে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কম খরচে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব।

দিনকে দিন প্রযুক্তির কল্যাণে অনেক কাজ সহজ হয়ে গেছে। যেমন আজকাল ইন্টারনেটে ওয়েব সার্ফিং বা ই-মেইল চেক করে দেখার জন্য কমপিউটার অবশ্যই প্রয়োজন তা বলা যাবে না। অনেক কিছুই এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই করা যাচ্ছে। হয়তো নিকট ভবিষ্যতে কমপিউটারের সব কাজ মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই করা যাবে। ইন্টারনেটে আমাদের সবচেয়ে জরুরি কাজগুলোর মধ্যে আছে ওয়েব সার্ফিং, ডাউনলোড, ই-মেইল চেক ইত্যাদি। এগুলোর চেয়ে একটি বড় কাজ আমাদের দৈনন্দিন ইন্টারনেট ব্যবহারের চাহিদা বাড়িয়ে চলেছে। সেটি হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

একসময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রধান উপায় ছিল ই-মেইল। এই ই-মেইলকে কেন্দ্র করে একসময় যোগাযোগের আরো নতুন নতুন উপায় বের হয়েছে। তার মধ্যে মেসেঞ্জার, ফেসবুকের মতো সোশ্যাল কমিউনিকেশন ইউটিলিটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে একবিংশুর পরেও তৎক্ষণাৎ যোগাযোগের জন্য মেসেঞ্জার খুব কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে কারণে এখন অন্যান্য নানা রকমের যোগাযোগের মাধ্যমকে সব একই মেসেঞ্জারের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সবাই এখন উঠেপড়ে লেগেছে। যার ফল দেখতে পাওয়া যায় ফেসবুকের মতো সোশ্যাল ইউটিলিটিও এখন মেসেঞ্জারে ঢুকে যাচ্ছে। আর এখনকার মেসেঞ্জারগুলো বেশ আধুনিক।

মেসেঞ্জার দিয়ে সাধারণত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। যোগাযোগ রক্ষার পাশাপাশি এখন এর সাহায্যে ভিডিও কনফারেন্সিং পর্যন্ত করা যায়। মূলত মেসেঞ্জার হচ্ছে একটি জনপ্রিয় ইন্টারনেটভিত্তিক তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরক (instant messaging) সফটওয়্যার। মোবাইল ফোনেও এখন এর ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়। মোবাইল ফোনে অনেক ধরনের মেসেঞ্জার জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তার মধ্যে নিমবাজ সবচেয়ে আলোচিত এক নাম। নিমবাজ মেসেঞ্জার মোবাইল ফোনে চালানোর জন্য মোবাইল ফোনে জাভা সাপোর্ট থাকতে হবে। এই মেসেঞ্জার উইন্ডোজ লাইভ মেসেঞ্জার, ইয়াহু, এইম, গুগল টক, আইসিকিউ, ফেসবুক, মাইস্পেস ইত্যাদি সাপোর্ট করে।

শুধু মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ভয়েস কল, চ্যাট বা ভিডিও কনফারেন্সিং সব করা যাচ্ছে। কম খরচে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আমরা এই সেকশনে মেসেঞ্জারের দিকে আলোকপাত করবো। মোবাইল সেকশনের এই সংখ্যায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মেসেঞ্জার চালানো এবং যোগাযোগ রক্ষা করার উপায় বলা হবে।

নিমবাজ মেসেঞ্জারের যাত্রা শুরু অতিসম্প্রতি। ওয়েব ব্রাউজার ভিত্তিক ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে। এর সুবিধাগুলো হচ্ছে– ইনস্টলেশনের কোনো ঝামেলা নেই, ফ্রিনেই চ্যাটের লিস্ট, মাল্টিনেটওয়ার্ক, চ্যাট হিস্টোরি, অফলাইন মেসেজ পাবার সুবিধা, বিভিন্ন ভাষায় চ্যাটের সুবিধা, ভয়েস চ্যাটের পাশাপাশি ভিডিও চ্যাট, উন্নত ইউজার চ্যাট ইত্যাদি। তবে এর মোবাইল ভার্সনে কম পাওয়ার কনজাম্পশন, কম ডাটা নিয়েই কাজ করার সুবিধা সাউন্ড ও ভাইব্রেশনের সুবিধাও আছে। তবে এতে ভিডিও চ্যাটের সুবিধাও যোগ করা হয়েছে। তবে অচিরেই নিমবাজ মেসেঞ্জারের মোবাইল ভার্সনে এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাবে। আর স্কাইপেসহ সব ব্রিজি সাপোর্টেড মেসেঞ্জার এখানে চলবে।

নিমবাজ মেসেঞ্জারের মোবাইল ভার্সন ব্যবহার করার জন্য http://www.nimbuzz.com/en/mobile/ সাইট থেকে মোবাইল ফোনের উপযুক্ত ব্যবহার্য ভার্সন ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করার পর তা মোবাইল ফোনে ইনস্টল করতে হবে। সাধারণত ইনস্টল করার পর তা আপ্লি-কেশনের মধ্যে থেকে চালু করতে হয়। এটা মোবাইল ফোনের ভিন্নতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা হয়। এটাকে মোবাইল ফোনের মেমরিতে বা মেমরি কার্ডেও ইনস্টল করা যাবে।

নিমবাজ মেসেঞ্জারের মোবাইল ভার্সন অন্যান্য মেসেঞ্জারের থেকে একটু আলাদা। এখানে প্রথমে একটি আইডি খুলতে হয়। যেটি সরাসরি নিমবাজ মেসেঞ্জারের ওয়েবসাইটেও খোলা সম্ভব। একবার একটি আইডি খোলা হয়ে গেলে তা নিমবাজ মেসেঞ্জারের মোবাইল ভার্সন এবং ডেস্কটপ ভার্সনেও চালানো যায়। সুতরাং এখানে আইডি খোলাটাই মূল কথা। এই আইডি খোলার জন্য একটি ই-মেইল আইডির প্রয়োজন পড়বে। এই ই-মেইল আইডি লাগবে নিমবাজ মেসেঞ্জারের আইডিসংশ্লিষ্ট অথেনটিকেশনের জন্য। অথেনটিকেশন শুধু পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের জন্যই কাজে লাগে। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলেও তা উদ্ধারের জন্য মূল ই-মেইল আইডি লাগবে।

একটি আইডি দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেলে তাতে অন্যান্য অনেক ই-মেইল আইডি যুক্ত করা যাবে। যার সাহায্যে মেসেঞ্জারে লগইন অবস্থায় থাকতে পারবেন। আর যে অ্যাকাউন্ট দিয়ে আইডি খোলা হয়েছে নিমবাজ মেসেঞ্জারে সেই অ্যাকাউন্টও লগইন করা যায়। আর মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ করার সুবিধা তো রয়েছেই।

তবে এতে শুধু ই-মেইলের মেসেঞ্জারই নয়, অন্যান্য কমিউনিকেশন মেসেঞ্জারও যেমন– ফেসবুক, মাইস্পেস ইত্যাদিও যোগ করা যায় এবং একইসাথে লগইন বা লগআউট বা ম্যানেজ করা যায়। সেই সাথে অফলাইন মেসেজ দেখার বা দেবার মতো অনেক সুবিধা তো থাকছেই। আর নিমবাজ মেসেঞ্জারে একই সাথে মোবাইল ভার্সন এবং ডেস্কটপ ভার্সন থাকায় যখন মোবাইল ফোনে সুবিধা তখন মোবাইল ফোনে আর যখন ডেস্কটপে সুবিধা তখন ডেস্কটপে ব্যবহার করা যায়। অন্তত কমিউনিকেশনের জন্য আর অন্য কোনো মেসেঞ্জার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

সাধারণত জাভা সাপোর্টেড যেকোনো মোবাইল ফোনেই এই সফটওয়্যার চালানো যাবে। এমনকি চীনের তৈরি ননব্র্যান্ড মোবাইল ফোনেও যদি জাভার সাপোর্ট থাকে তাহলে এই মেসেঞ্জার তাতে চালানো যাবে। তারপরও কোন কোন মোবাইল ফোনে নিমবাজ মোবাইল ফোনের মেসেঞ্জার অফিসিয়ালি সাপোর্ট করবে তা একটু দেখে নেয়া যাক :

Nokia : 6300, 6021, 6230, 6230i, 5140, 3220, 3155, 3155i, 5140i, 6020, 6030, 6060, 6070, 6101, 6102, 6111, 6170, 6260, 7260, 7270, 7360, 6822, 6235, 8800, 8801।

Sony Ericsson : K600, K750i, K800i, W800, W810i, Z520।

Samsung : D500, D600, D900, E530 E720 E620।

Motorola : যেকোনো RAZR, যেকোনো KRAZR, যেকোনো SLVR, যেকোনো ROKR, যেকোনো RIZR।

LG : KG800।

ফিডব্যাক : javedcse1982@yahoo.com

ওরাকল ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

মোঃ ইফতেখারুল আলম

সম্প্রতি কমপিউটারবিষয়ক যে কতগুলো বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে ডাটাবেজ বা এ সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো নিয়ে কৌতূহল লক্ষ করা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা ডিবিএ-র প্রতি আগ্রহী মানুষের সংখ্যা। এ বিষয়ে ক্যারিয়ার গড়ার ইচ্ছে থাকলেও তেমন কোনো অ্যাকাডেমিক টেক্সট বুক না থাকায় আগ্রহী ব্যক্তিদের আগ্রহে পানি ঢেলে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। বাজারে কিছু বই পাওয়া গেলেও তা পাঠকদের চাহিদা মেটাতে পারছে না। বাংলায় এ সম্পর্কিত একটি বইও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ডাটা শব্দটির বাংলা অর্থ উপাত্ত। সাধারণত ডাটা বলতে বুঝায় কোনো তথ্য বা উপাত্ত। যেমন সময় অবস্থান, পরিমাণ, মূল্য। আরো স্পষ্ট করে বললে কোনো ভোটার তালিকায় উলি-খিত কোনো ভোটারের নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা ইত্যাদির কথা বলা যায়। আর ডাটাবেজ হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কিত কতগুলো ফাইলের সমাবেশ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে ডাটাবেজের অনেক উদাহরণ দেখতে পাই। যেমন– আমাদের অফিসের ব্যক্তিগত ফাইলের রেকর্ডসমূহ, ব্যাংকের কেন্দ্রীয় হিসাবসমূহ অথবা কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ইনভেন্টরি।

মূলত ষাটের দশক থেকে কমপিউটারে ডাটাবেজ ফাইলে ডাটা সংরক্ষণের এ ধারণার সূচনা হয়। তখন শুধু একটি ডাটা টেবিলের সমন্বয়ে ডাটাবেজ গঠিত হতো। তবে ধীরে ধীরে এ ধারার পরিবর্তন এসেছে। এখন কোনো ডাটাবেজের আওতায় এক বা একাধিক ডাটা টেবিল ভিউ, ইনডেক্স, রিপোর্ট এমনি বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টের সমন্বয় থাকতে পারে। অর্থাৎ ডাটাবেজ হচ্ছে তথ্যসমৃদ্ধ এক বা একাধিক অবজেক্টের সমষ্টি। এই ডাটাবেজকে যে বা যারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদেরকে বলা হয় ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা ডিবিএ। ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে বেশ কিছু জনপ্রিয় ডাটাবেজ রয়েছে। যেমন– ওরাকল, ডিবি২, এসকিউএল সার্ভার, মাইএসকিউএল ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ওরাকলের রয়েছে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া ডাটাবেজ সফটওয়্যার। আইবিএমের ডিবি২ ছাড়া ওরাকলের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সক্ষমতা অন্য কোনো ডাটাবেজ অর্জন করেনি। বাজারে এসকিউএল সার্ভার এবং মাইএসকিউএল বেশ দাপটের সাথে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও বড় ডাটাবেজ আছে, এমন কোনো প্রতিষ্ঠান এসব ডাটাবেজের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। সাহস করে না ওরাকল ছাড়া অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করার। কারণ ওরাকলের রয়েছে বড় ডাটাবেজ হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা এবং এর শক্তিশালী ইন্টার্নাল সিকিউরিটি। বিশ্বের বড় বড় ব্যাংক, টেলিফোন কোম্পানি, কর্পোরেট হাউস ওরাকল কর্পোরেশনের ওপর আস্থা রেখে চলেছে গত কয়েক দশক ধরে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো অবস্থান করছে বেশ শক্ত ভিত্তির ওপর। তাছাড়া রয়েছে ৬টি মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু পিএসটিএন (ল্যান্ড ফোন) কোম্পানি। তাই ওরাকলের ব্যবহারও বাড়ছে পুনঃপুনিক হারে। তবে সে হারে বাড়ছে না ওরাকল ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি। তৈরি হচ্ছে না ওরাকল সার্টিফাইড প্রফেশনাল (ওসিপি)। যে হারে এর ব্যবহার বাড়ছে তাতে এ সেক্টরে দিনকে দিন ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে। আমাদের এ ধারাবাহিক লেখার প্রধান লক্ষ্য থাকবে ওরাকল ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা এবং এর খুঁটিনাটি দিক পাঠকের সামনে তুলে ধরা।

একজন দক্ষ ডিবিএ হতে হলে প্রথমে ওরাকলের বেসিক আর্কিটেকচার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এছাড়া জানতে হবে ব্যাকআপ পলিসি এবং যেটা নিয়মিত একজন ডিবিএ-কে করতে হয়, তা হলো পারফরমেন্স টিউনিং। ধীরে ধীরে প্রতিটি বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। ওরাকলের ভার্সনের মধ্যে বর্তমানে 9i, 10g এবং 11g বাজারে ব্যাপক প্রচলিত। আমাদের আলোচনা 9i-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। পাঠকের সুবিধার্থে টেকনিক্যাল টার্মগুলো হুবহু ইংরেজিতে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে পরে প্রয়োজনমতো 10g এবং 11g-এর কিছু নতুন ফিচার আমরা তুলে ধরব।

ওরাকল আর্কিটেকচার কয়েকটি প্রাইমারি

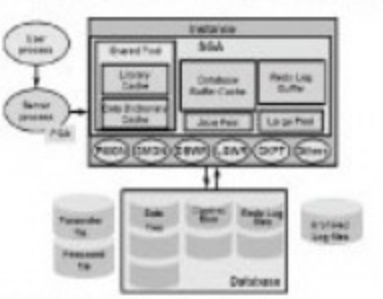

চিত্র-১ : ওরাকলের প্রাইমারি কম্পোনেন্ট

চিত্র-২ : ওরাকল সার্ভার

কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে গঠিত। যাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি : ওরাকল সার্ভার এবং কিছু সংশি-ষ্ট প্রসেস (চিত্র-১ ও ২)।

ওরাকল : তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রদায়ক। এটা আসলে লজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল মেমরির সমন্বয়। যাদেরকে বলা হয় ইনস্ট্যান্স এবং ডাটাবেজ। এছাড়া থাকে বেশ কিছু প্রসেস এবং ফাইল। এদের সবাইকে এসকিউএল স্টেটমেন্ট প্রসেস করার সময় ব্যবহার করা হয়। অনেককে ব্যবহার করা হয় পারফরমেন্স বাড়ানো এবং কোনো হার্ডওয়্যার অথবা সফটওয়্যারজনিত সমস্যা থেকে রিকভার করার জন্য। সার্ভারের বেসিক কম্পোনেন্ট নিয়ে আলোচনা করলে পাঠকের কাছে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ওরাকল সার্ভারের উপাদানসমূহ

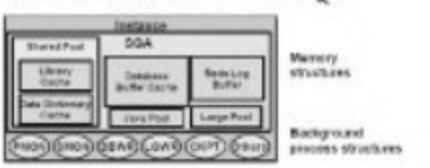

চিত্র-৩ : ওরাকল ইনস্টান্স

ওরাকল ইনস্ট্যান্স : এটি কতগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস এবং লজিক্যাল মেমরি স্ট্রাকচারের সমন্বয় (চিত্র-৩)।

এই লজিক্যাল মেমরি স্ট্রাকচারকে বলা হয় সিস্টেম গে-বাল এরিয়া সংক্ষেপে এসজিএ। যতবার এই ইনস্ট্যান্স স্টার্ট হয় ততবারই এসজিএ মেমরিতে (র‍্যাম) স্থান করে নেয় এবং পাশাপাশি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসগুলো চালু হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস ইনপুট/আউটপুট (আই/ও) কার্যকর করে এবং অন্যান্য ওরাকল প্রসেসকে মনিটর করে, যাতে প্যারালালিজমের উন্নতি সাধন হয় এবং পারফরমেন্স বৃদ্ধি ঘটে।

ওরাকল ইনস্ট্যান্স যেসব কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে তৈরি তাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। সিস্টেম গে-বাল এরিয়া এবং ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস। সিস্টেম গে-বাল এরিয়া ৫ ধরনের মেমরি অ্যালোকেশন ফাইল নিয়ে গঠিত। যথা : শেয়ারড পুল, ডাটাবেজ বাফার ক্যাস, রিডুল লগ বাফার, লার্জ পুল এবং জাভা পুল।

ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস প্রধানত ৫টি বিশেষ ধরনের প্রসেস, যা সিস্টেমকে মনিটর করে এর পারফরমেন্স বাড়ায়। ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসগুলো নিম্নরূপ : ডাটাবেজ রাইটার (DBWn), লগ রাইটার (LGWR), সিস্টেম মনিটর (SMON), প্রসেস

(বাকি অংশ ৭৮ পৃষ্ঠায়)

ওরাকল ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

(৮৭ পৃষ্ঠার পর)

মনিটর (PMON) এবং চেক পয়েন্ট (CKPT)। পরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ওরাকল ডাটাবেজ : এটা আসলে সব ডাটার সমষ্টি, যা একটা একক ইউনিট হিসেবে কাজ করে চিত্র-৪। এর প্রধান কাজ তথ্য স্টোর এবং রিট্রাইভ করা। লজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল উভয় ধরনের কাঠামোর সমন্বয় রয়েছে ডাটাবেজ। ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার হলো কতগুলো অপারেটিং সিস্টেম (ওএস) ফাইলের সেট। এখানে তিন ধরনের ফাইল দেখা যায়।

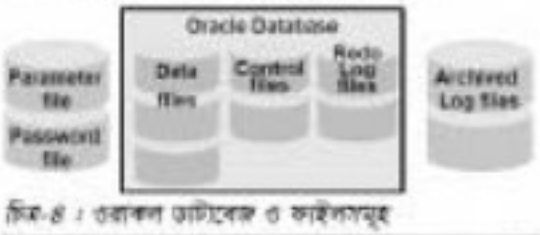

চিত্র-৪ : ওরাকল ডাটাবেজ ও ফাইলসমূহ

ডাটা ফাইল : এখানে আসলে প্রকৃত ডাটা সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

অনলাইন রিডু লগ ফাইল : শুধু পরিবর্তিত হয়েছে, এমন ডাটা এই ফাইলে থাকে। মূলত কোনো কারণে পুরনো ডাটা রিকভার প্রয়োজন হলে এই ফাইল হতে তা করা হয়।

কন্ট্রোল ফাইল : ডাটাবেজ মেইনটেনেন্স এবং ইন্টিগ্রিটির জন্য যেসব তথ্য ওরাকল ধারণ করে তা এই কন্ট্রোল ফাইলে থাকে।

এছাড়া ডাটাবেজ আরো বেশ কিছু ফাইল নিয়ে কাজ করে

প্যারামিটার ফাইল : ওরাকল ইনস্ট্যান্সের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা থাকে এ ফাইলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এসজিএ-র বিভিন্ন মেমরি স্ট্রাকচারের সাইজ কত হবে, তা এখানে বলা হয়ে থাকে। প্যারামিটার ফাইল দুই ধরনের এসপি ফাইল এবং পি ফাইল।

পাসওয়ার্ড ফাইল : ইউজারকে কী ধরনের প্রিভিলেজ বরাদ্দ করা হবে তার বর্ণনা থাকে এ ফাইলে। এছাড়া ওরাকল ইনস্ট্যান্সের স্টার্ট এবং শাটডাউনের কাজ করে থাকে।

আর্কাইভ রিডু লগ ফাইল : এটা অনলাইন ইনস্ট্যান্স রিডু লগ ফাইলের অফলাইন কপি। মিডিয়া ফেইলুর কারণে কোনো রিকভারির প্রয়োজন হলে এখান হতে করা হয়ে থাকে।

ওরাকল সার্ভারের সাথে ইউজারের সংযোগ স্থাপন এবং সেশন তৈরি

যখন কোনো ইউজার এসকিউএল * প্লাস (ওরাকলের সরবরাহ করা টুলস) অথবা অ্যাপি-কেশন ডেভেলপার টুলসের সাহায্যে ওরাকল সার্ভারে রিকোয়েস্ট সাবমিট করে তখন অবশ্যই প্রথমে ওরাকল ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে ফর্ম বা এসকিউএল * প্লাস ইউজার প্রসেস হিসেবে কাজ করে।

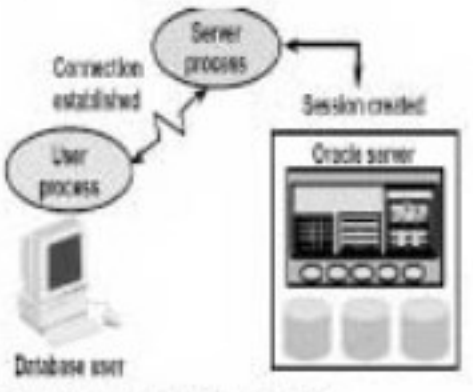

চিত্র-৫ : ইউজার-সার্ভার সংযোগ স্থাপন

যখন কোনো ইউজার ওরাকল সার্ভারের সাথে লগঅন করে তখন আরেকটি প্রসেস তৈরি হয়। এর নাম সার্ভার প্রসেস। ক্লায়েন্ট প্রান্তে চলমান ইউজার প্রসেসকে সার্ভার প্রসেস ওরাকল ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযোগ স্থাপন করায় এবং ওই সার্ভার প্রসেস ওই ইউজারের প্রয়োজন মতে এসকিউএল স্টেটমেন্ট রান করায়। (চিত্র-৫)

কানেকশন : ওরাকল সার্ভার ও ইউজার প্রসেসের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী পথকেই আমরা কানেকশন বলি। সাধারণত ইউজার ৩ উপায়ে সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকে।

০১. ইউজার সরাসরি ওএস-এ চলমান ইনস্ট্যান্সে লগঅন করে অ্যাপি-কেশন অথবা কোনো টুলসের মাধ্যমে ডাটাবেজ একসেস করবে। এক্ষেত্রে OS তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সংযোগ তৈরি করে।

০২. ইউজার তার লোকাল কমপিউটারে বসে অ্যাপি-কেশন অথবা টুলসের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত কোনো সার্ভারে চলমান ইনস্ট্যান্সে সংযোগ স্থাপন করে। একে বলা হয় ক্লায়েন্ট সার্ভার কানেকশন। এখানে নেটওয়ার্ক সফটওয়্যার ব্যবহার হয় ইউজার ও সার্ভারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য।

০৩. এ পদ্ধতিতে ইউজার সরাসরি সার্ভারের সাথে স্থাপন করে না বরং এদের মাঝামাঝি অবস্থিত অন্য কোনো অ্যাপি-কেশন সার্ভারে সংযোগ স্থাপন করে। অ্যাপি-কেশন সার্ভার ইউজারের চাহিদামতো তথ্য ডাটাবেজ সার্ভার থেকে বিনিময় করে। একে থ্রি টায়ার কানেকশন বলা হয়।

সেশন : এটি আসলে সার্ভার ও ইউজারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংযোগ ছাড়া কিছুই নয়। যখন কোনো ইউজার সার্ভারের লগঅন করে শুধু তখনই একটি সেশন তৈরি হয় এবং তা লগআউট হওয়ার আগ পর্যন্ত বহাল থাকে।

ফিডব্যাক : Iftekhar@infobizsol.com

ফটোশপে তৈরি করুন মোহময়ী ঠোঁট

আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী

গ-্যামার তথা মোহময় জগৎ বা মডেল ফটোগ্রাফিতে একজন মডেলকে অনেক মোহময়ীভাবে উপস্থাপন করতে হয়। একজন মডেল তার সৌন্দর্যকে ক্যামেরার সামনে উপস্থাপন করার জন্য মেকআপের সাহায্য নিয়ে থাকেন। এরপর একজন কোরিওগ্রাফার মডেলকে তার এক্সপ্রেশন এবং অবস্থান ঠিক করে দেয়ার পর শুরু হয় ফটোগ্রাফারের ছবি তোলার পর্ব। কোন অ্যাঙ্গেলে কোন পর্যায়ে এই মডেলের সবচেয়ে সুন্দর ছবি তোলা যায় তা নির্ধারণ করার পরও অনেক এডিটের প্রয়োজন পড়ে, যা ন্যাচারাল লুক থেকে একজন মডেলের গ-্যামারাস উপস্থাপন করে। এর জন্যই ডিজিটাল মেকআপের প্রয়োজন হয়। ডিজিটাল আর্টিস্টরা ছবির বিভিন্ন অংশ মেকআপ এবং কালার রিটাচ করে থাকেন। একজন মডেলকে কিভাবে নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য অনেক আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়, তা ডিজিটাল আর্টিস্টরা করে থাকেন। এ প্রক্রিয়ার একটি পদক্ষেপ হলো মডেলের ঠোঁটের সৌন্দর্য বাড়ানো। একটি ছবিতে চোখের পরই ঠোঁটের দিকে নজর যায় সবার। সেই ঠোঁটটি যদি হয় অনুজ্জ্বল তাহলে তা দেখতে কখনোই ভালো লাগবে না। এ পর্বের লেখাটি মূলত গ-্যামার ফটোগ্রাফারদের জন্য, যারা তাদের মডেলদের ঠোঁটে একটু গ-সি ভাব দিতে চান। তাদের জন্য এ পর্বে দেখানো হয়েছে একটি শুকনো স্বাভাবিক ঠোঁটকে কী করে অনেক গ-্যামারাস গ-সি ঠোঁটে রূপান্তর করা সম্ভব।

প্রথমেই ছবি নির্বাচনের পালা। এখানে উদাহরণ টানার জন্য একটি মেয়ে মডেলের ঠোঁট নিয়ে কাজ করা হয়েছে। তবে আপনি ইচ্ছে করলে যে কারো ঠোঁটের ছবিতে এ কাজটি করতে পারবেন। তবে যারা নিজেদের তোলা ছবিতে এই কাজটি করতে চান, তাদের বলছি– যে ছবিটির ঠোঁটে কাজ করা হবে সেই ছবিটির ঠোঁট যেন সঠিক মাত্রায় ফোকাস অবস্থায় থাকে। এই ধরনের ডিটেইল এডিট সাধারণত ক্লোজআপ ছবিতে করা হয়। তাই পোর্ট্রেট ক্লোজআপ ছবি নির্বাচন করলে ভালো। আর ছবিটি যেনো বেশি রেজ্যুলেশনের হয়। বড় রেজ্যুলেশনের তোলা স্পষ্ট ছবিতে সঠিকভাবে এডিট করা সম্ভব হয়। যাতে ছবি বড় করলেও পিক্সেল অনুযায়ী ডিটেইল ঠিক থাকে। ছবি নির্বাচনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আলো সঠিক মাত্রায় সাবজেক্টের ওপর না পড়লে ছবি এডিটের সময় ভালোভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। ছবিটি সামনের দিক থেকে তোলা হলে ভালো হয়। এতে পুরোপুরি নিজের মতো করে ডিটেইল সেট করে কাজ করা যায়। এখানে চিত্র-১-এ একটি মেয়ে মডেলের ঠোঁটের ছবি দেয়া হয়েছে। এ ধরনের ছবি নিয়ে কাজ করতে পারেন।

এবার মূল কাজে আসা যাক। এ ছবিটি এডিট করার জন্য মূলত ওয়াকাম বোর্ড বা ট্যাবলেট পিসির প্রয়োজন হবে। এতে একজন শিল্পী রংতুলির মিশ্রণে তার সৃজনশীলতা তুলে ধরতে পারেন। এখানে ব্রাশের প্রেশার পেন টুলের ওপর নির্ভর না করে তার হাতের ওপর নির্ভর করে। এ যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে একজন আর্টিস্টকে প্রয়োজনমাফিক তার পেইন্টিংয়ে সাহায্য করে। এখন আর রংতুলি দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকতে হয় না, ওয়াকাম বোর্ড ডেস্কটপকেই ক্যানভাস হিসেবে ব্যবহার করে নেয়। তবে যাদের ওয়াকাম বোর্ড নেই তারা শুধু মাউসের সাহায্যেই কাজগুলো করতে পারেন।

প্রথমে একটু কল্পনা করে নিন, একটি গ-সি ঠোঁট দেখতে কেমন, এর বৈশিষ্ট্য কেমন ইত্যাদি। একটু লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন, গ-সি ঠোঁট সাধারণত একটু উসটসে ভাব ধারণ করে, যা ঠোঁটকে একটু মোটা এবং রসালো দেখাতে সাহায্য করে। এর জন্য লিকুইফাই টুলের ব্যবহার করতে হবে। Liquify টুল ব্যবহার করতে Filter ট্যাব থেকে Liquify সিলেক্ট করুন। এবার কাজটি করতে একেবারে জুম করে ঠোঁটের অংশটুকু ম্যাগনিফিকেশনে

চিত্র : ০১

চিত্র : ০২

চিত্র : ০৩

চিত্র : ০৪

নিয়ে আসুন। এবার চিত্র-২-এ লক্ষ করুন, যেসব এরিয়াতে Liquify ব্যবহার করা হয়েছে সেসব জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার ব্রাশ বড় সাইজের নিয়ে কাজ করতে হবে। ব্রাশ সাইজ কতটুকু হবে, তা নির্ভর করবে ছবির পিক্সেলের ওপর। এ ছবিতে 195 Px নির্বাচন করা হয়েছে। এবার রাইট ক্লিক করে Blot টুল নির্বাচন করুন। এবার চিত্র-২-এ যে জায়গাগুলোতে ক্রস চিহ্ন দেয়া হয়েছে, সে কয়টি স্থানে একটি করে ক্লিক করুন। উপরের ঠোঁটে ব-টিং করার প্রয়োজন নেই, তবে কেউ চাইলে করে দেখতে পারেন। এবার আগের তুলনায় নিচের ঠোঁটটি অনেকটা ফোলা ফোলা ভাব লাগবে।

এবার ঠোঁটটিকে একটু রঙিন করে তুলতে হবে। এজন্য প্রথমে ব্রাশের প্রেশার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। Brush properties থেকে Filter থেকে Size Filter-কে On করে দিতে হবে। এবার Size Filter থেকে Filter-এর মান পরিমাপমতো নিন। এবার একটি সফট পিক্সেলের ব্রাশ নিতে হবে। আনুমানিক 30 Px-এর ব্রাশ ব্যবহার করে ঠোঁটকে লাল রং করে দিন। ঠোঁটকে লাল রং করার কারণ হলো ঠোঁটকে একটু আর্দ্র করে নেয়া। আর্দ্রতা ছাড়া গ-সিভাব আনা যাবে না। লাল রং সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে Color Code দিলে ভালো হবে। এখানে (+c83a3a) কোড ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত রং পেতে পারেন। একটি নতুন লেয়ার নিয়ে ইচ্ছেমতো ঠোঁটের ওপর পেইন্ট করুন। সামান্য বাইরে গেলে সমস্যা হবে না, পরে মুছে দেয়া যাবে। এবার লেয়ারটির Blend mode থেকে Soft Light সিলেক্ট করুন এবং এর Opacity কমিয়ে 50%-এ নিয়ে আসুন। দেখবেন, ঠোঁটের ওপর রং সুন্দরভাবে বসে গেছে। এবার ছবিটি দেখতে চিত্র-৩-এর মতো হয়েছে নিশ্চয়ই। ঠোঁটের বাইরে যদি রং ছড়িয়ে পড়ে তা ইরেজার টুল দিয়ে মুছে ফেলুন। এক্ষেত্রে Eraser-এর ব্রাশ সাইজ 100 পিক্সেল রাখা হয়েছে এবং এর Hardness-কে 0% রাখা হয়েছে। এর ফলে অনেক সফটভাবে ছবির প্রান্তগুলো মোছা যাবে। মোছার প্রক্রিয়াটি সাবধানে না করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে না। ছবির মাঝে ঠোঁটের কোনাগুলোতে এবং নিচের দিকটাতে প্রয়োজনমাফিক হালকাভাবে মুছে নিতে হবে যাতে কোনো রাফ কোনা নজরে না পড়ে। এবার লেয়ারটি সিলেক্ট রেখে এর কন্ট্রাস্ট একটু বাড়িয়ে দিলে ছবির ওপরে আলতোভাবে এই কালার লেয়ারটি বসে যাবে এবং ঠোঁটকে একটু কন্ট্রাস্টি করে তুলবে, যা পরবর্তী কাজকে সহজ করবে। ▶

এবার সবচেয়ে জটিল অংশ সম্পন্ন করার পালা। ঠোঁটে এবার উজ্জ্বলতা যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ট্যাবলেট পিসি বা ওয়াকম বোর্ডের সহায়তা নিতে পারলে ভালো। এক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্মভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। কাজ শুরু করার আগে ছবিটি জুম আউট করে একটু লক্ষ করুন। ছবির আলোর উৎস কোথায়। এরকম এডিটের ক্ষেত্রে সবসময় আলোর উৎসের দিক অনুযায়ী গ-সি লেয়ারের ওপর চকচক করবে। এটি ভুল করলে পুরো ছবিতে অসামঞ্জস্য দেখা দেবে। এ ছবিতে মেয়েটির ডান দিক থেকে আলো আসছে। তাই এই ছবিতে মেয়েটির ঠোঁটের ডান পাশে একটু বেশি চকচকে হবে এবং যেহেতু আলোর উৎস উপরের দিক থেকে তাই এর ছায়া কোথায় কোথায় পড়বে, তা আগে থেকে অনুমান করে নিতে হবে। আলোর উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলে অন্যান্য ছবি দেখে নিশ্চিত হয়ে নিন।

যখন ঠোঁটের ওপর আলো ঠিক করে পড়ে, তখন এই আলো ঠোঁটের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাইনের ওপর বেশি করে পড়ে, তাই এ পর্যায়ে প্রথম কাজ হবে আলোর লাইনগুলো ঠোঁটের ওপর সৃষ্টি করা। এর জন্য খুব সূক্ষ্ম ব্রাশ ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। 5 Pixel ব্রাশ নিয়ে এর Properties-এর Shape Dynamics থেকে Size Filterটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে নিতে হবে। Size Filter ব্রাশের প্রেশার অনুযায়ী এর হালকা গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। এবার কিছুটা Tapered effect-এর মতো করে উপর-নিচের দিকে টানতে হবে। শুরুতে প্রেশার বেশি পড়াতে একটু বেশি গাঢ় দাগ পড়বে এবং শেষের দিকটা হালকা হয়ে পড়বে। এখন যেদিক থেকে আলো আসছে ঠোঁটের রেখার ঠিক উল্টো পাশে আলোর চিহ্নস্বরূপ সাদা রং ব্যবহার করে দাগ টানুন। মনে রাখবেন এই গ-সি অংশ তৈরির জন্য নতুন লেয়ার নিয়ে কাজ করবেন। তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যেকটি দাগ টানার আগে ঠোঁটের দাগগুলোর দিকে লক্ষ করুন। ঠোঁটের দাগের থেকে বেশি লম্বা দাগ টানবেন না এবং আলোর বিপরীত দিকে দাগগুলো পড়বে। দাগগুলো টানা হয়ে গেলে আশা করছি চিত্র-৪-এর মতো দেখতে হবে। লক্ষ করুন, উপরের ঠোঁটে খুব অল্প কিছু রেখা টানা হয়েছে। কারণ, আলো উপর থেকে আসাতে। উপরের ঠোঁটের উপরিভাগে আলো হালকা পড়বে, বাকি অংশতে আলো পড়বে না। এর জন্য উপরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অল্প কিছু রেখা টানা হয়েছে। এই রেখা অতিরিক্ত টানা হয়নি, তা দেখলেই বোঝা যাবে।

এবার কিছু উজ্জ্বল আলোর রিফ্লেকশন তৈরি করতে হবে। প্রথমে যে একটু বড় অংশজুড়ে আলো পড়বে সে অংশ বেশি আলোকিত হবে। এরপর বাকি অংশ হালকা হতে থাকবে। প্রথমে নিচের ঠোঁটের মাঝখান থেকে উপরে-নিচে সমান অংশজুড়ে সাদা রং-এর পেইন্ট দিয়ে ব্রাশ করুন। লাইট যে বরাবর পড়েছে তার থেকে দূরবর্তী স্থানগুলোতে ধীরে ধীরে আলোর রেশ কমতে থাকবে। এর জন্য সোজা সোজা ঠোঁটের দাগগুলোর পাশে আলোকছটা দেবার জন্য কিছু বিন্দু বিন্দু আঁকতে হবে। তাতে আলোর উজ্জ্বলতা বোঝাতে ব্যবহার হবে এবং গ-সি ভাব বোঝাতে সক্ষম হবে। এবার উপরের ঠোঁটে যে জায়গাতে হালকা দাগ টানা হয়েছিল, সে জায়গাগুলো আরো ছড়িয়ে দিতে হবে। ঠিক আগের মতোই আলোর বিপরীত দিক দিয়ে পেইন্ট করুন। এবার আরো ডিটেইল সেট করতে পেইন্টের বদলে বুটি বুটি করে সাদা ছোপ গড়ে তুলুন। ব্রাশের আঁচড়ের বদলে ক্লিক করলেই চলবে। এবার ঠোঁটের উপরের সীমারেখাতে কিছু কাজ করতে হবে। কারণ, আলোর উৎস থেকে সরাসরি আলো একটু উঁচু স্থানে পড়ে, তাই উপরের ঠোঁটের প্রান্তে নির্দিষ্ট স্থানে সাদা রং-এর পেইন্ট করুন এবং ডট দিন এবং কিছু উপর-নিচ পেইন্ট করুন। তবে লক্ষ রাখবেন, ব্রাশের পিক্সেল যেন ছোট এবং হার্ড

চিত্র : ০৫

চিত্র : ০৬

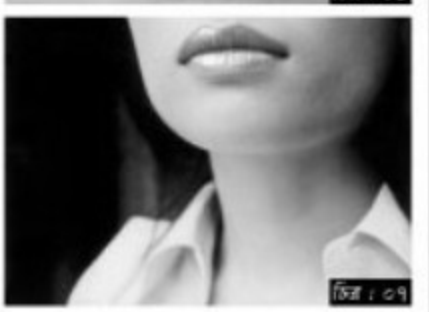
চিত্র : ০৭

হয়। যাতে দাগ এবং আকার সূক্ষ্ম হয়। এবার এই উজ্জ্বল লেয়ারটিকে রিনেম করে Shiny1 করুন। এ লেয়ারটির Opacity 80% করলে হালকা ভাব হতে থাকবে। এবার ঠোঁটের ছবিটি দেখতে নিশ্চয়ই চিত্র-৫-এর মতো হয়েছে। আলোর দিক অনুযায়ী গ-সির দিক তৈরি হলে এবার হালকা পাশে আলোর প্রতিফলন তৈরি করতে হবে। ঠোঁটের ভাঁজগুলো আরো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। চিত্র-৬-এর দিকে লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন, ঠোঁটের ভাঁজগুলোর অংশ যেখানে আলো ততটা তীব্রভাবে পৌঁছতে পারে না, সেখানে বাদ রেখে পেইন্ট করা হয়েছে, যাতে করে অনেকটা প্রাকৃতিকভাবে গ-সিনেস ধরা পড়ে। এবার ধীরে ধীরে কিনারার দিকগুলোতে ব্রাশ বুলান। Size Filter-এর প্রভাবে Taper effect পড়বে অর্থাৎ ব্রাশের প্রেশার কিনারা দিকগুলোতে হালকা হবে। ওয়াকম বোর্ডে পেইন্টিং করার ক্ষেত্রে পাঠকরা আপনাদের ব্রাশের স্ট্রোক উপর-নিচভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নেবেন। নিচের ঠোঁটে উপর থেকে নিচের দিকে ব্রাশের স্ট্রোক হবে। উপরের ঠোঁটে নিচ থেকে উপরের দিকে স্ট্রোক হবে। ব্রাশ টানার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে মাঝখানের ভাঁজগুলো যেন মসৃণ বা উধাও না হয়ে যায়। প্রয়োজন হলে বার্ন টুলের সাহায্যে ভাঁজগুলো আরো গাঢ় করুন।

এবার ফিনিশিং-এর পালা। একটু ধৈর্য ধরে পুরো ছবির দিকে তাকান, ঠোঁট নিয়ে কোনো অসামঞ্জস্য থাকলে তা একটু শুধরে নিন। যেমন– এখানে Shiny 1 এবং Shiny 2 লেয়ার দুটির মাঝে বেশি পার্থক্য মনে হতে পারে। কাজ শেষ করার আগে এটি সমন্বয় করে নিতে পারেন। যেমন– এখানে লেয়ারটির Opacity আবার কমানো হয়েছে, যাতে প্রথমে কল্পনায় একটি গ-সি ঠোঁটের দৃশ্য আনুন। কড়া আলোর প্রভাবে আলোর প্রতিফলন ঠোঁটের কিছু অংশ ওভার এক্সপোজড হয়েছে যাকে ফটোগ্রাফির ভাষায় বার্ন আউট বলে, যা এতক্ষণ যাবৎ তৈরি করা হয়েছে। আর সেই অতি উজ্জ্বল জায়গার চারদিকে একটু অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল প্রতিফলন পড়বে। কারণ, যে আলোগুলো সরাসরি ঠোঁটের ওপর পড়ছে না সেগুলো একটুখানি হলেও প্রতিফলন ঘটাবে। এর জন্য প্রথমে ব্রাশের সাইজ বাড়াতে হবে। এখানে 9 Pixel-এর ব্রাশ নেয়া হয়েছে এবং Size Filter-কে On করে নিন। এবার একটি নতুন লেয়ার নিন। লেয়ার Opacity থেকে এর Opacity কমিয়ে দিন। যাতে করে নিচের লেয়ারটিও দেখা যাবে। এখানে এই লেয়ারটির নাম Shiny 2 নামে Save করুন। এখানে Layer Opacity 40% রাখা হয়েছে।

লক্ষ করে দেখুন, ঠোঁটের যে স্বাভাবিক ভাঁজগুলো আছে তা প্রাকৃতিকভাবেই ঠোঁটের মাঝখান বরাবর মিলিত হয়েছে। উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁটের এই সম্মিলিতভাবকে মাথায় রেখে বাকি অংশ এডিট করতে হবে। হালকা আভা তৈরি করতে আগের সাদা পেইন্ট করার চারদিকে রাউন্ড করে ব্রাশ বুলাতে হবে। এবার ব্রাশের হার্ডনেস কমিয়ে নিলে পেইন্ট এরিয়া সুন্দরভাবে মসৃণ হবে। এই লেয়ারটিতে করে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের সাথে ধীরে ধীরে মিলে যায়। এখানে শেষে Opacity 20%-এ রাখা হয়েছে।

এবার পুরো ছবিতে একসাথে মিলিয়ে নেবার পালা। উপরের ঠোঁটের কিনারায় হালকা শেড রাখলে অনেক ভালো দেখাবে। একইভাবে উপরের ঠোঁটের রেখাগুলো মিলিয়ে নিন এবং প্রয়োজনমতো পেইন্ট করুন।

এবার ছবিটি দেখতে নিশ্চয়ই চিত্র-৭-এর মতো হয়েছে। মেয়েটির ঠোঁট আগের তুলনায় আরো গ-ামারাস লাগছে, যা পুরো ছবিটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করছে। এমনভাবে আরো কিছু টেকনিক প্রয়োগ করে ছবিগুলোকে অনেক গ-ামারাস করে উপস্থাপন করা সম্ভব।

ফিডব্যাক : ashraf.icab@gmail.com

3DS MAX টিউটরিয়াল

আগুনের ইফেক্ট তৈরি : ২য় পর্ব

টংকু আহমেদ

গত সংখ্যায় প্রিডিএস ম্যাক্সে আগুনের ইফেক্ট তৈরির ১ম পদ্ধতির ১ম অংশের ৪র্থ ধাপ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছিল। চলতি সংখ্যায় এর বাকি অংশ অর্থাৎ ফাইনাল ইফেক্ট তৈরি করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫ম ধাপ

৪র্থ ধাপ পর্যন্ত আমরা কালার ম্যাপ (ডিফিউজ) ও অপাসিটি ম্যাপ তৈরির প্রাথমিক কাজ শেষ করেছিলাম। বাকি কাজের জন্য প্রথমে মেটেরিয়াল এডিটর উইন্ডোর 'ম্যাপস্' রোল-আউটে ক্লিক করে এক্সপান্ড করুন। এখানে ডিফিউজ কালারের ম্যাপ বাটনে এবং 'অপাসিটি' ম্যাপ বাটনে 'পার্টিক্যাল এজ' নামে দুটি নাম দেখতে পাবেন; চিত্র-১৯। ডিফিউজ কালারের পার্টিক্যাল এজ বাটনে ক্লিক করুন, পার্টিক্যাল এজের জন্য আগেই তৈরি করা ইফেক্টসহ প্যারামিটারগুলো দেখতে পাবেন। কালার ১, ২, ৩-এর নিচে আউটপুট নামে একটি রোল-আউটও দেখতে পাবেন; চিত্র-২০। রোল-আউটটিতে ক্লিক করলে রোল-আউট খুলবে এবং কয়েকটি অপশন দেখা যাবে। এখানকার 'অ্যানাবেল কালার ম্যাপ' চেক বক্সকে চেক করে দিলে নিচের কালার ম্যাপের কার্ভ এডিটর অ্যানাবেল হবে। কার্ভ এডিটরের কার্ভকে এডিটের মাধ্যমে আগুনের কন্ট্রাস্ট কমবেশি করা যায়। কার্ভের ডান দিকের পয়েন্টটি উপরে উঠালে কন্ট্রাস্ট বাড়বে এবং নিচে নামালে কমবে; চিত্র-২১। চাহিদা অনুযায়ী এটি কমবেশি করে নিন। তবে শুধু এটাকে বা কালার ম্যাপকে কন্ট্রোল করেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। আমাদেরকে আরও কিছু প্যারামিটারকে এডিট করতে হবে। গো-টু প্যারেন্ট বাটনে ক্লিক করে ম্যাপস রোল-আউটে ফিরে যান এবং ডিফিউজ কালারের এইমাত্র এডিট করা 'পার্টিক্যাল এজ' ম্যাপটি মাউস দিয়ে ড্রাগ করে এর ঠিক নিচের স্পেকুলার কালারের 'নান' বাটনের ওপর ছেড়ে দিন। 'কপি ম্যাপ' এডিট বক্সটি আসলে এর 'ইনস্ট্যান্স' অপশন চেক করে 'ওকে' করুন; চিত্র-২২। এই অবস্থায় সিনটি রেন্ডার করলে ইফেক্টেও কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

৬ষ্ঠ ধাপ

এই ধাপের প্রথম পর্যায়ে আগের তৈরি করা অপাসিটি ম্যাপটির কার্ভ এডিট করা হয়েছে। ম্যাপস রোল-আউটের অপাসিটির 'পার্টিক্যাল এজ' ম্যাপ বাটনে ক্লিক করুন; চিত্র-২৩। ৫ম ধাপের মতো করে আউটপুট রোল-আউট এক্সপান্ড করে নিন। কালার ম্যাপ উইন্ডোর টুলবারের 'অ্যাড পয়েন্ট' (৩য়) সিলেক্ট করে কার্ভের ওপর ৪/৫টি পয়েন্ট অ্যাড করুন (কার্ভের উপর মাউস কার্সর নিলে প-াস চিহ্ন আসার পর ক্লিক করলে পয়েন্ট তৈরি হবে)। পয়েন্ট তৈরির কাজ শেষে এখানকার 'মুভ' টুলটি সিলেক্ট করে চিত্র-২৪-এর মতো করে একটি কার্ভ তৈরি করুন। সবার ডানের পয়েন্টটিকে কিছুটা উপরে উঠিয়ে নিতে হবে। এবার ম্যাপস

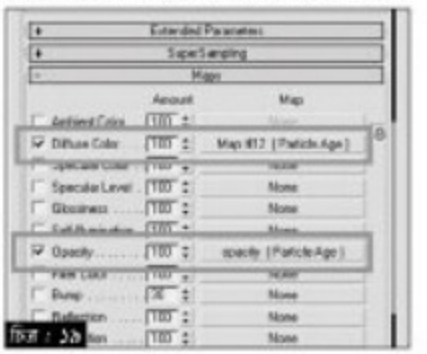
চিত্র : ১৯

চিত্র : ২০

চিত্র : ২১

রোল-আউটে ফিরে যান (গো টু প্যারেন্ট বাটনে ক্লিক করে)। ৫ম ধাপের পদ্ধতি অনুসরণ করে অপাসিটির 'পার্টিক্যাল এজ' ম্যাপটি 'ইনস্ট্যান্স' হিসেবে সেল্ফ ইলুমিনেশন ও স্পেকুলার ম্যাপের 'নান' বাটনে কপি করুন; চিত্র-২৫। মেটেরিয়াল

চিত্র : ২২

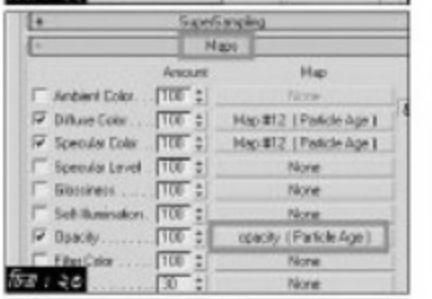
চিত্র : ২৩

চিত্র : ২৪

চিত্র : ২৫

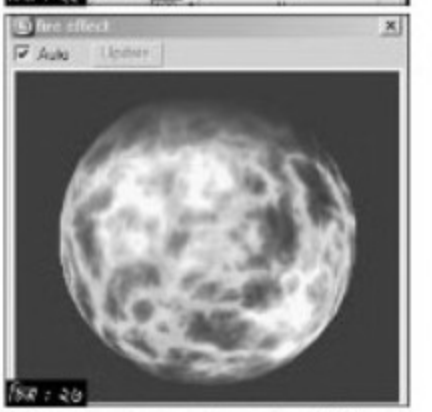
চিত্র : ২৬

তৈরির কাজ শেষ হলো। সবশেষে তৈরি করা মেটেরিয়ালটি চিত্র-২৬-এর মতো দেখাবে। ইফেক্ট ▸

তৈরির বিষয়টি বরাবরই আপেক্ষিক। অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন বা সিনির্ভর। সুতরাং এখানে তৈরি করা ইফেক্টটির প্যারামিটারগুলো হুবহু আপনার কাজে লাগবে এটা বলা কঠিন। এখানে শুধু পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটাকে অনুসরণ করে কাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট পাওয়া যেতে পারে। সবশেষে এডিট করা মেটেরিয়াল আসাইনের পর সিনটি রেন্ডার করলে কুণ্ডলিযুক্ত

চিত্র : ২৭

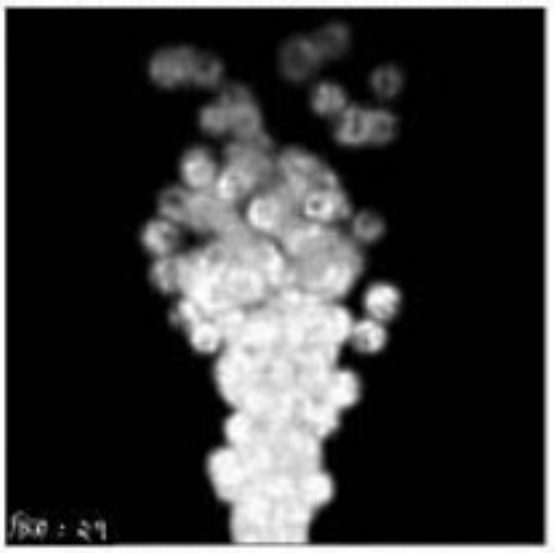

চিত্র : ২৮

ফায়ারবলের সমন্বয়ে একটি তীব্র আগুনের ইফেক্ট দেখতে পাবেন; চিত্র-২৭। স্টিল ইমেজ রেন্ডারে সম্পূর্ণ ইফেক্ট পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন- আপনাদের তৈরি করা এই ইফেক্টটিতে ফায়ার বল বা ধোঁয়া কিছুটা ঘুরতে ঘুরতে এবং আঁকা-বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। এমনকি প্রতিটি বলের মধ্যকার ফেজগুলোও একটি রিয়েলিস্টিক মুভমেন্টে থাকবে। যেটা ইমেজ দেখে বুঝা সম্ভব নয়। পূর্ণ ইফেক্ট দেখতে হলে সিনটি মুভি ফাইল হিসেবে আউটপুট দিতে হবে। যাহোক, সিনটির ইফেক্ট আরও গ্রহণযোগ্য করতে এটাতে কিছুটা

চিত্র : ২৯

ব-রি বা মোশন ব-র ইফেক্টও দিতে পারেন। কাজটি শুরু করার আগে মেটেরিয়াল এডিটর বা রেন্ডার সিন ওপেন থাকলে সেগুলোকে ক্লোজ করুন। যেকোনো ভিউপোর্ট হতে স্নো০১ পার্টিক্যালটিকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিকের মাধ্যমে কোয়াড মেনু ওপেন করুন এবং মেনুটি হতে 'অবজেক্ট প্রোপার্টিজ' সিলেক্ট করে ক্লিক করুন; চিত্র-২৮। অবজেক্ট প্রোপার্টিজ ডায়ালগ বক্সের নিচের ডানদিকের 'মোশন ব-র' অপশন হতে ইমেজ অপশনকে চেক করে দিলে 'মাল্টিপ-য়ার' অপশন অ্যানাবেল হবে। মাল্টিপ-য়ারের মান ১ (এক) বা প্রয়োজন অনুসারে কমবেশি করে 'ওকে' করুন; চিত্র-২৯। এখানে ইফেক্টের জন্য মাল্টিপ-য়ারের মান .৫ ব্যবহার করা হয়েছে।

শেষ ধাপ

গত সংখ্যায় টিউটরিয়ালটি আলোচনার প্রথম দিকে অ্যানিমেশনের জন্য ২৫০ ফ্রেমের টাইম কনফিগারেশন সেট করা হয়েছিল। সুতরাং নতুন করে টাইম সেট করার প্রয়োজন নেই। এখন আপনি সিনটি মুভি ফাইল হিসেবে আউটপুট দিয়ে দিতে পারেন।

২য় পদ্ধতি

২য় পদ্ধতি হিসেবে জ্বলন্ত চুলা, কাঠ বা কোনো দাহ্য বস্তুর জন্য আগুনের ইফেক্ট তৈরির কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে। তুলনামূলকভাবে এটি কিছুটা সহজ উপায়ে তৈরি করা যাবে। টিউটরিয়ালটির প্রথম অংশে তিনটি জ্বলন্ত কাঠের টুকরায় আগুনের ইফেক্ট তৈরি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আর সম্ভব হলে জ্বলন্ত চুলার আগুনের ইফেক্ট তৈরির চেষ্টাও করা হবে। *(বাকি অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)*

ফিডব্যাক : *tanku3da@yahoo.com*

কমপিউটার জগৎ পাঠক ফোরাম

সুপ্রিয় পাঠক,

সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম প্রকাশিত 'মাসিক কমপিউটার জগৎ' পক্ষ হতে নিরন্তর শুভেচ্ছা। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি 'কমপিউটার জগৎ পাঠক ফোরাম' এর কার্যক্রম নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এজন্য ইতমধ্যে যারা পাঠক ফোরামের সদস্য হয়ে ছিলেন, তাদেরকে এবং নতুন করে যারা সদস্য হতে চান তারা আমাদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বিনীত অনুরোধ করছি। জেলাভিত্তিক পাঠক ফোরাম গঠনসহ বিভিন্ন ধরনের মজার মজার আয়োজন অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য। আর দেরি নয়, দ্রুত হয়ে যান পাঠক ফোরামের সদস্য।

জাহিদুল হক খান

আহবায়ক, কমপিউটার জগৎ পাঠক ফোরাম

ফোন: ০১৭১৪০৪১০১৭, zhaqukhan@gmail.com

কমপিউটারের আয়ু দীর্ঘ করুন

তাসনীম মাহ্‌মুদ

প্রতিটি বস্তু স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পিসির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় না। বরং বলা যায় পিসির স্বাভাবিক মাধুর্য বা সৌষ্ঠব তেমন শোভনীয়ভাবে না কমে অতি দ্রুতগতিতে কমে। এর ফলে খুব কম সময়ের মধ্যে উইন্ডোজ এক্সপি বা উইন্ডোজ ভিসতা স্টার্ট হতে অনেক সময় নেয়। বছরখানেকের মধ্যে সমস্যা এত প্রকট আকার ধারণ করে যে পিসি ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ে। আপনার এই পিসিটি স্টার্ট হতে দীর্ঘ সময় নিতে পারে এবং তারপর তাৎক্ষণিকভাবে থেমে যেতে পারে কিংবা প্রয়োজনীয় কোনো কাজের প্রসেসে এত দীর্ঘ সময় নিতে পারে যে আপনার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। যদি এমনটি সব সময় ঘটতে থাকে, তাহলে হতাশ হবার কিছুই নেই, কেননা এমন ধীরগতিসম্পন্ন পিসির সমস্যা সমাধানের অর্থাৎ ফিক্স করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে যার জন্য বাড়তি কোনো অর্থ গুনতে হয় না। কখনো কখনো পারফরমেন্স এত চমৎকারভাবে উন্নীত হয় যে আপনি এই পিসি আগামী আরো দু'এক বছর অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এজন্য আপনাকে যেসব ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে তা নিম্নরূপ :

কেন সমস্যা সৃষ্টি হয়

যদি কোনো নতুন পিসি প্রথমবারের মতো চালানোর সৌভাগ্য আপনার হয়ে থাকে। তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন এ পিসিটি কেমন দ্রুতগতিতে চলে। শুধু তাই নয়, এই পিসির কার্যক্ষমতা ও গতি দেখে অভিভূত হবেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু আপনার আনন্দ খুব শিগগির হতাশায় পরিণত হবে। কেননা পিসি যত বেশি ব্যবহার করবেন ধীরে ধীরে তার কার্যকর ক্ষমতা তথা স্পিড কমতে থাকবে স্বাভাবিক নিয়মে। আপনার সর্বোত্তম দক্ষতা ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও উইন্ডোজ ক্রমান্বয়ে ধীর থেকে ধীরগতিসম্পন্ন হতে থাকবে।

পিসি বিভিন্ন কারণে ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। পিসি অন করার পর উইন্ডোজ লগঅন স্ক্রিন বা ডেস্কটপ স্ক্রিন আবির্ভূত হতে দীর্ঘ সময় নিতে পারে। কোনো প্রোগ্রাম ওপেন হতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে। ওয়েব ব্রাউজিং এক বিরক্তিকর কাজে পরিণত হতে পারে। শুধু তাই নয়, পিসি ঘন ঘন ক্র্যাশ বা ফ্রিজ হয়ে যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের সময়। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারগুলো কেন ঘটে এবং এর সমাধান কি হতে পারে তা-ই ব্যবহারকারীর পাতার এ সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ইতোপূর্বেও ব্যবহারকারীর পাতায় এ ধরনের বিষয় উপস্থাপন করা হলেও এ সংখ্যাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিষয়ের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ লেখায় উইন্ডোজ পিসি কেন প্রায় ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে সেসব টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে খুব বেশি আলোকপাত করা হয়নি। উইন্ডোজ পিসির সমস্যার এক বিরাট অংশই হচ্ছে স্ব-আরোপিত যা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। আবার কিছু কিছু সমস্যার জন্য দায়ী পিসিতে ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন প্রোগ্রাম, যেসব প্রোগ্রাম দুর্বলভাবে বা ত্রুটিপূর্ণভাবে লেখা হয়েছে।

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম রান করানোর জন্য বেসিক কিছু কম্পোনেন্ট দরকার হয় যেগুলো ইনস্টল করতে হয় এবং এসব কম্পোনেন্ট উইন্ডোজের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। আর এ কারণে নতুন পিসিতে তেমন কোনো সমস্যা অনুভূত হয় না। তবে যখন থেকে পিসিতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ইনস্টল আর আনইনস্টল করা শুরু হয়, তখন থেকে সমস্যার সূত্রপাত ঘটতে থাকে।

প্রত্যেক ব্যবহারকারীরই মনে রাখা উচিত, যখনই কোনো নতুন প্রোগ্রাম পিসিতে ইনস্টল করা হয়, তখন সেই প্রোগ্রাম পিসির কিছু রিসোর্স ব্যবহার করে, যেমন মেমরি, হার্ডডিস্ক স্পেস, প্রসেসিং পাওয়ার ইত্যাদি। কিছু কিছু প্রোগ্রাম অন্যান্য প্রোগ্রামের চেয়ে অনেক বেশি রিসোর্স ব্যবহার করে। তাছাড়া কিছু কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে যেগুলো অন্যদের সাথে ভালোভাবে শেয়ার করে না। এভাবে যখন অনেক প্রোগ্রাম কমপিউটারের রিসোর্সের জন্য ফাইট করে তখন স্বাভাবিকভাবে কেউই ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। ■

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

যা করতে হবে

পিসি ক্লিনআপ করার আগে প্রয়োজনীয় ডাটা ব্যাকআপ করে নিন যাতে কোনোভাবে ডাটা হারিয়ে না যায়। এজন্য পরিপূর্ণ ব্যাকআপ নেয়া উচিত। প্রয়োজন এ সম্পর্কে ওয়েবসাইট থেকে বা অভিজ্ঞ কারোর সহায়তা নিন।

যেকোনো কাজ শুরু করার আগে আপডেটেড অ্যান্টিভাইরাস ও অ্যান্টিস্পাইওয়্যার রান করুন। ক্ষতিকর সফটওয়্যারের কারণে পিসির গতি কমে যাওয়ার লক্ষণ সাধারণত বুঝা যায় না। অ্যান্টিভাইরাস ও অ্যান্টিস্পাইওয়্যার রান করিয়ে পারফরমেন্সের উন্নতির লক্ষণ বুঝার চেষ্টা করে দেখুন। হার্ডডিস্কে কোনো এরর নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে।

০১. ফাইল ও ডিরেক্টরি করাপ্ট করতে পারে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, উইন্ডোজ ক্র্যাশ অথবা পিসির মূল সুইচ অফ করার কারণে। সুতরাং ড্রাইভ ডিফ্র্যাগমেন্ট করার আগে এ বিষয়গুলো চেক করে নেয়া উচিত অথবা পিসি ঘন ঘন ফ্রিজ বা ক্র্যাশ করছে কি না তা খেয়াল করে দেখুন।

এজন্য এক্সপিতে My Computer অথবা ভিসতা কমপিউটার ওপেন করে ডিস্ক ড্রাইভ খুঁজে দেখুন যা C: দিয়ে লেবেল করা আছে। এতে উইন্ডোজ ফোল্ডার থাকে।

০২. C: ড্রাইভে ডান ক্লিক করে সিলেক্ট করুন এবং Properties Tools ট্যাবে ক্লিক করে Check now-এ চাপুন। এরপর যে বক্স আবির্ভূত হবে তার Automatically fix system errors লেবেল করা বক্সে টিক দিন। তবে নিশ্চিত হয়ে নিন, যে এর নিচের অপশনটি আনটিক থাকে। এবার Start-এ ক্লিক করলে উইন্ডোজ জিজ্ঞেস করবে আপনি পরবর্তী সময়ের চেক করার জন্য সিডিউল সেট করবেন কি না পিসি স্টার্টের সময়। এক্সপিতে Yes আর ভিসতায় Schedule disk check-এ ক্লিক করুন।

০৩. উইন্ডোজ শাটডাউন করে পিসি রিস্টার্ট করুন। এক্সপিতে উইন্ডোজ স্টার্ট হবার আগে একটি স্ক্রিন দেখতে পাবেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রান করে ডিস্ক চেক। আর ভিসতায় এটি থাকে সাদা টেক্সট সম্বলিত কোনো স্ক্রিনে, এটি আপনার পিসির ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কিছু সময় নিতে পারে। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে পিসি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিস্টার্ট হবে এবং উইন্ডোজের স্বাভাবিক লগইন স্ক্রিনে যাবে।

যদি উইন্ডোজ লগইন স্ক্রিন আবির্ভূত হতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় নেয়, তাহলে ধরে নিতে পারেন সমস্যাটি ড্রাইভারসংশ্লিষ্ট। এ সমস্যা ফিক্স করা কঠিন এবং এজন্য সাধারণত দরকার হয় উইন্ডোজ রি-ইনস্টল করা।

যদি পিসি উইন্ডোজ লগইন স্ক্রিনে বুট হতে যৌক্তিকভাবে সময় নেয় তবে লগইন ডিটেইল টাইপ করার পর ডেস্কটপ লোড হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এক্ষেত্রে মূল অপরাধী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে ইনস্টল করা প্রোগ্রামসমূহকে। ডান দিকের Windows Taskbar-এ খেয়াল করুন। এরপর ডিসপ্লে খেয়াল করুন। এখানে একাধিক আইকন থাকলে সেটিই হবে সমস্যার কারণ।

টাস্কবারের এই অংশের প্রতিটি আইকন এক একটি প্রোগ্রাম বা ইউটিলিটি যা পিসির মেমরিতে লোড হয় এবং ব্যাপকভাবে কমপিউটারের রিসোর্স ব্যবহার করে। কিছু কিছু প্রয়োজনীয় হতে পারে যেমন ক্লক ও ভলিউম কন্ট্রোল। তবে বাকিগুলো তেমন কোনো কাজ না করলেও পিসিকে ধীরগতিসম্পন্ন করে দেয়। এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে উইন্ডোজের বিল্ট-ইন টুল ডিস্ক ক্লিনআপ। এ টুলটি পেতে চাইলে ক্লিক করুন। Start→All Programs→Accessories →System Tools এবং Disk Cleanup-এ।

যদিও এ টুল ব্যবহার করা বেশ নিরাপদ, তারপর এর তিনটি আইটেম রয়েছে, যা Disk Cleanup টুল দিয়ে বিমুক্ত করার আগে ভাবতে হবে একাধিকবার। প্রথম হচ্ছে Office Setup Files, যদি এটি লিস্টেড হয়। এ ফাইল বিমুক্ত করলে মাইক্রোসফট অফিসের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে অরিজিনাল অফিস ডিস্ক ঢুকাতে বলবে। আপনার কাছে ডিস্ক থাকলে বক্সে টিক দিন। যদি না থাকে তাহলে এড়িয়ে যান।

পরবর্তী ব্যতিক্রম হলো Compress old files। এটি ফাইলের সাইজ কমিয়ে দেয় যা কম্প্রেস করার মাধ্যমে সংকুচিত করা হয়নি। ফাইল কম্প্রেস করার ফলে কিছু স্পেস সাশ্রয় হয়। তবে ফাইল কম্প্রেস করতে বেশ সময় নেয়। তাই কাজটি করার জন্য ভেবে নিন।

নতুন পিসির জন্য অবশ্যই করণীয় কাজ

তাসনুভা মাহমুদ

আপনার পিসিটি সম্পূর্ণ নতুন হয়ে থাকলে তাতে অনেক কাজ করা যায়। এই নতুন পিসিতে কাজ শুরু করার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হয়, যা হয়তো অনেকেরই অজানা। আর এ উদ্দেশ্যে এবারের পাঠশালা বিভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে কিছু প্রয়োজনীয় টিপ ও ট্রিকসের পর্যায়ক্রমিক ধাপ, যা অনুসরণ করলে নতুন পিসিতে কাজ করতে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন তেমনি পাবেন কাজে অনাবিল আনন্দ।

তৈরি করুন vLile ইনস্টল ডিস্ক

যদি আপনার নতুন পিসিটি আগে থেকে তৈরি করা থাকে অর্থাৎ আপনার পছন্দ অনুযায়ী তৈরি নয়- এমন অবস্থায় সিস্টেমের সাথে বাড়তি বোনাস হিসেবে পাবেন টুলবারসহ অন্যান্য ড্র্যাপওয়্যার। আপনি ইচ্ছে করলে আরো কর্মক্ষমতা পেতে পারেন এই সিস্টেম থেকে উইন্ডোজকে রিইনস্টল করে। উইন্ডোজ রিইনস্টল করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে vLile ইনস্টল ডিস্ক থাকে। এ টুল এমন এক টুল যাতে উইন্ডোজ ৭ বা ভিসতা কাস্টোমাইজ করার সুবিধাসহ শি-ম করার সব ফিচার সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে ডিস্কে ড্রাইভার ও হটফিক্স যুক্ত করতে পারেন, যা উইন্ডোজের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল হয়। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে সময় সেভ হয়। vLile ডিস্কের জন্য দরকার উইন্ডোজ ৭।

যথাযথভাবে সেটআপ করুন নেটওয়ার্ক ও সার্ভার কানেকশন

কোনো পিসিই বর্তমানে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। আপনার পিসি সবচেয়ে বেশি কর্মশক্তিসম্পন্ন হবে যখন ইন্টারনেট ও অন্যান্য লোকাল নেটওয়ার্ক পিসির সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে লোকাল নেটওয়ার্ক সেটআপ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না। অর্থাৎ ইথারনেট ক্যাবল রাউটারে ঠিকভাবে প-াইন হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথমে আপনাকে পিসির ওয়ার্কগ্রুপ ডোমেইনকে কনফিগার করতে হবে যাতে নেটওয়ার্কের অন্যান্য সিস্টেমকে এটি শনাক্ত করতে পারে। যদি উইন্ডোজ ৭ ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাকে নির্দিষ্ট করতে হবে যে এটি হোম ওয়ার্ক বা পাবলিক নেটওয়ার্ক কি না। এর ফলে আপনি টোয়েক করার সুযোগ পাবেন যাতে ফাইল, ফোল্ডার ও প্রিন্টার শেয়ারিং অপশন অন্যদের সাথে যথাযথভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে আপনাকে লোকাল কানেকশনকে নিরাপদ করার জন্য ফাইল শেয়ারিং এনক্রিপশন সেটিংকে ১২৮ বিটে সমন্বয় করতে হবে।

ইন্টারনেট সংযোগকে আরো কার্যকর করার জন্য OpenDNS-এ সুইচ করা দরকার। যদি আপনার পিসিতে গেমিং ও P2P ফাইল শেয়ারিং করতে চান, তাহলে আপনাকে পোর্ট কনফিগার করতে হবে ওই সব অ্যাপি-কেশনের জন্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত গাইড পাওয়া যাবে http://portforward.com সাইটে।

পরিশেষে আপনার পিসিকে লিঙ্ক করুন লোকাল নেটওয়ার্কের যেকোনো NAS বক্স বা উইন্ডোজ হোম সার্ভারে। এই সার্ভার ব্যবহার করুন আপনার মিডিয়া ডাটাবেজ স্টোর বা ব্যাকআপ করার জন্য।

প্রয়োজনীয় অ্যাপি-কেশন ও ইউটিলিটি ইনস্টল করা

সফটওয়্যার হচ্ছে আপনার নতুন সিস্টেমের জন্য প্রসেসিং শক্তির কাঁচামালস্বরূপ, যা দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা যায়। অবশ্য সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবহার ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হয়।

প্রথমেই আপনাকে সিস্টেমকে নিরাপদ করতে হবে অ্যান্টিভাইরাস ও অ্যান্টিম্যালওয়্যার দিয়ে।

পুরনো পিসি থেকে ফাইল রিস্টোর করা

যদি পুরনো পিসি থেকে ডাটা ব্যাকআপ করেন, তাহলে তা ট্রান্সফার করতে হবে। উইন্ডোজ ৭ এবং ভিসতায় প্রয়োজনীয় ফাইল অবস্থান করে C:\Users\username, যেহেতু আপনার নতুন ডিভাইসটি সম্পূর্ণ খালি, তাই আপনি ডেস্কটপ ডিরেক্টরির কনটেন্ট কপি করতে পারবেন।

উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহারকারীরা আইটিউন ফোল্ডার খুঁজে পাবেন পুরনো ড্রাইভে C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Music\iTunes-এ খুঁজে। আর ভিসতার ব্যবহারকারীরা খুঁজে দেখতে পারেন \Users\username\Music\iTunes\ লোকেশনে। এখান থেকে কনটেন্ট কপি করে নতুন ড্রাইভের একই জায়গায় নিয়ে আসুন।

ডেস্কটপ কাস্টোমাইজ করা

সব অ্যাপি-কেশন এবং ফাইল যথাযথ স্থানে রাখার পর কাস্টোমাইজের পালা। নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ দিয়ে Windows UI-কে কাস্টোমাইজ করুন। UI-এর কাজ শুধু সৌন্দর্যবর্ধন করাই নয় বরং এর ফাংশনালিটিকে বাড়ানো যায়। ডেস্কটপকে উইন্ডোজ থিম থেকে ভিন্নতা দেয়া যায়।

ডেস্কটপ পুনর্গঠনের জন্য দুটিই উপায় রয়েছে। যেমন সামুরাইজ ও রেইনমিটার। উভয় ইউটিলিটির মাধ্যমে তৈরি ও ইমপোর্ট করতে পারবেন কাস্টোম ইউআই এবং ব্যবহার করতে পারবেন শক্তিশালী অ্যাপলেট যা দিয়ে মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন সিস্টেম সেটিংসমূহ।

বেঞ্চমার্ক

প্রত্যেক নতুন পিসির ক্ষেত্রে কেনার বা ব্যবহার করার আগে দরকার রুটিনমাফিক বেঞ্চমার্ক টেস্ট করা। সিস্টেম বেঞ্চমার্কের মাধ্যমে নতুন পিসির গুণগতমান যাচাই করতে পারবেন, একই কনফিগারেশনের অন্য পিসির ক্ষমতা তুলনা করতে পারবেন, সিস্টেম বটলনেক চিহ্নিত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, বেঞ্চমার্কের মাধ্যমে ওভারক্লকিং ও টোয়েকিংয়ের সুবিধাও পরিমাপ করতে পারবেন।

বেঞ্চমার্ক দুই ক্যাটাগরির হয়ে থাকে। যেমন সিনথেটিক এবং রিয়েলওয়ার্ল্ড। সিনথেটিক টেস্ট মূলত অন্যান্য সাধারণ অ্যাপি-কেশনের কমপিউটেশনাল লোডকে নকল করে। আর রিয়েলওয়ার্ল্ড বেঞ্চমার্কে সেটিংসহ প্রকৃত ডেস্কটপ অ্যাপি-কেশন রান করানো হয়, যা সাধারণ ব্যবহারকারীরা পেয়ে থাকেন। এ টেস্টে সম্পৃক্ত থাকে ফটোশপ ফ্রিল্ট অথবা গেম ডেমো।

সেলফ-মনিটরিং অ্যানালাইসিস অ্যান্ড রিপোর্টিং টেকনোলজি বা S.M.A.R.T

আধুনিক হার্ডডিস্কের আকর্ষণীয় ফিচার হলো সেলফ-মনিটরিং অ্যানালাইসিস অ্যান্ড রিপোর্টিং টেকনোলজি বা S.M.A.R.T, যা ব্যবহারকারীকে সতর্ক করতে পারে হার্ডডিস্ক ফেইল করার আগে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত অপারেটিং সিস্টেম এ ব্যাপারে খেয়াল করে না। তবে আপনি এ ব্যাপারে সহায়তা পেতে পারেন SpeedFan এবং ডিস্ক ক্লিনআপ ইউটিলিটি ব্যবহারের মাধ্যমে।

ব্যাকআপ স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন করা

বর্তমানে ভাইরাস, হ্যাকারের দৌরাত্ম্য অনেক বেড়ে গেছে আগের তুলনায়। তাই তথ্যের নিরাপত্তার জন্য দরকার নিয়মিতভাবে ব্যাকআপ করা। এজন্য দরকার একটি ব্যাকআপ স্ট্র্যাটেজি। উইন্ডোজ ৭-এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে এক চমৎকার ফিচার, যা 'ব্যাকআপ অ্যান্ড রিস্টোর' নামে পরিচিত যা আপনাকে সুনির্দিষ্ট ভলিউমে ব্যাকআপ সিডিউলের সুবিধা দেবে। শুধু তাই নয়, এ সিস্টেম ক্র্যাশ করলে দ্রুতগতিতে বুট করার জন্য রিকভারি এনভায়রনমেন্ট ডিস্ক তৈরির সুবিধাও এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যদি আপনি উইন্ডোজের হোম প্রিমিয়াম ভার্সন ব্যবহার করেন যাতে সম্পূর্ণ ব্যাকআপ ফিচার নেই, তাহলেও 'অ্যাকশন টিউন ইমেজ' বা 'ড্রাইভ ইমেজ এক্সএমএল'-এর মতো সফটওয়্যার ব্যবহার করে ড্রাইভ ইমেজ তৈরি করতে পারবেন।

বায়োস অপটিমাইজ করা

বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই বায়োসের গুরুত্বকে এড়িয়ে যান বা বুঝতে পারেন না। ফলে তারা ওএসের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করেন। তবে অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরা জানেন কিভাবে বায়োসকে হ্যান্ডেল করতে হয়। বর্তমানে দু'ধরনের বায়োস ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন AMI এবং Award/Phonix। গিগাবাইট ব্যবহার করে অ্যাওয়ার্ড বায়োস যা অনেকটা আসুস বোর্ডের অ্যাওয়ার্ড বায়োসের মতো।

পিসি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট

যেহেতু নোটবুকের মতো ডেস্কটপ পিসিতে ব্যাটারি নেই তাই হয়তো ভাবতে পারেন ডেস্কটপে পাওয়ার এফিসিয়েন্সি হওয়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর নয়। তবে এখন প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। এখন সবকিছুই হচ্ছে পরিবেশবান্ধব।

আপনার পিসিকে আরো বেশি পরিবেশবান্ধব করতে পারেন কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে। কন্ট্রোল প্যানেলে Power Settings ওপেন করুন। ক্লিক করুন Advanced Settings বাটনে এবং Monitor-off, Sleep, hibernate times-এ যতটুকু সম্ভব কমিয়ে সেট করুন।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

মহাকাশে যেতে তৈরি রোবনাট ২

সুমন ইসলাম

মহাকাশযান ডিসকোভারিতে করে আগামী সেপ্টেম্বরে যে ৬ নভোচারী কক্ষপথে যাবেন তাদের সাথে আরো একজন থাকবেন। তিনি হলেন রোবনাট ২। সংক্ষেপে আর ২। এটি একটি সেমি হিউম্যানয়েড বা আধা মানুষের মতো রোবট। তৈরি করেছে যৌথভাবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এবং জেনারেল মোটরস তথা জিএম। ওজন ৩০০ পাউন্ড বা ১৩৭ কিলোগ্রাম। এটাই হবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তার প্রথম সফর। একই রকমের আরেকটি আর ২ থাকবে পৃথিবীতে, যাকে নিয়ে আরো গবেষণা করা হবে। মহাকাশেও যে মানুষ ও রোবট কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারে আর ২-এর এই সফর হবে তারই একটি ধাপ মাত্র। এর রয়েছে রোবট মাথা, দেহ এবং ৫ আঙুলসহ দুইটি হাত। শূন্য মধ্যাকর্ষণে রোবটটি কি ধরনের আচরণ করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নাসার এক্সপেডিশন সিস্টেমস ইন্টিগ্রেশন অফিসের পরিচালক জন অলসন বলেছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রোবট যে পৃথিবীতে এবং মহাকাশে মানুষের পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করে যাবে তার একটি উদাহরণ এটি। তবে রোবট কখনোই মানুষের স্থান দখল করতে সক্ষম হবে না। মানুষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে মাত্র। তিনি বলেন, মানুষ এবং রোবটের এই যৌথ কর্মকাণ্ড যেকোনো কাজে সঠিকতা ও সাফল্য এনে দেবে। এই সাফল্যের মাত্রা হতে পারে এমন, যা আজকের দিনে কেউ ভাবতেই পারছেন না।

অত্যাধুনিক রোবট তৈরির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই নাসার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে জিএম। তারই পথ ধরে উদ্ভাবিত হয়েছে রোবট ২। এটি এখন পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। মহাকাশযান, স্টেশন কিংবা স্বয়ংক্রিয় কারখানায় রোবট হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল বা উপাদান।

নাসার কাছে ইতোমধ্যেই কানাডার নির্মিত একটি রোবট রয়েছে, যা অত্যন্ত দক্ষ এবং এর রয়েছে কুশলী হাত। নাম ডেক্সটার। মহাকাশ স্টেশনের বাইরেও কাজের জন্য এটি তৈরি রয়েছে। এখন আর ২ সেই ডেক্সটারের কার্যক্রমকে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে। জিএম-এর গে-বাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালান টাউব বলেছেন, মহাকাশ মিশনের জন্য যেসব রোবট প্রয়োজন হয়, তাদের ঠিক কি ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়, তা নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। সমস্যার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কাজ করা হবে। জিএম-এর এখন প্রয়োজন এমন হাতওয়ালা রোবট যারা নমনীয় জিনিসপত্র তুলতে ও স্থানান্তর করতে সক্ষম হবে। এমনকি প্রয়োজনে তা ধ্বংস করে দিতে পারবে। এমন কিছু নমনীয় পদার্থ রয়েছে যা নড়াচড়া মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সেই কাজগুলো যদি বিশেষভাবে নির্মিত রোবট দিয়ে করা যায়, তাহলে মানুষের ঝুঁকি বহুগুণে কমে যাবে। নভোচারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন কিছু কাজ রোবটকে দিয়ে করানো নভোচারীরা গবেষণা কাজে অধিক সময় দিতে পারবেন।

টাউব বলেন, মহাকাশ স্টেশনে কোনো মেরামতের কাজে রোবট ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়েছে। নভোচারীরা এ কাজটিকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। কিন্তু আর ২ এখনো পুরোপুরিভাবে তৈরি নয়। এর প্রাথমিক সংস্করণ বা প্রটোটাইপ বানান হয়েছে মাত্র। ফলে তাকে দিয়ে এখনই স্পর্শকাতর কাজ করানো যাচ্ছে না। এটি মহাকাশের বৈরী আবহাওয়ায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার মতো সামর্থ্য এখনো অর্জন করেনি। তাই আগামী সফরে আর ২-কে মহাকাশ স্টেশনের ভেতরে স্থাপিত ডেসটিনি ল্যাবরেটরিতেই বসে থাকতে হবে। এখন যেটি বোঝা যাবে তা হলো শূন্য অবস্থায় এর অবস্থা কি হয় এবং তেজস্ক্রিয়তা সে কিভাবে মোকাবেলা করে।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে এখন বায়ুশূন্য অবস্থায় আর ২-এর আচরণ এবং কম্পন মোকাবেলার সামর্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এক সময় এই আর ২ একইভাবে চষে বেড়াবে মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। পৃথিবীতে যেমন দক্ষতার সাথে কাজ করবে, মহাকাশেও দেখা যাবে তার একই রূপ। মানুষ এবং রোবট ডেক্সটার যেভাবে মহাকাশ স্টেশনের বাইরে পদচারণা করে থাকে আর ২ও তাই করবে।

রোবনাট ২ ঠিক কতটা পথ যেতে পারবে সে ব্যাপারে নাসা এবং জিএম-এর কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নেই। আছে কেবল আশাবাদ। এই ফিল্ডে নাসার সাথে যে কেবল জিএম আছে তা নয়। ফোর্ড এবং ইউনাইটেড স্পেস অ্যালায়েন্সও এ কাজে বহুদূর এগিয়ে গেছে। তাই আগামী দিনে আমাদের সামনে আসতে যাচ্ছে অগ্রসর প্রজন্মের হিউম্যানয়েড রোবট। ইউনাইটেড স্পেস অ্যালায়েন্স নাসাকে সাথে নিয়ে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সিমুলেশন সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছে। মহাকাশযান কিংবা গাড়ি তৈরির আগে নকশার ফাইন টিউন করার জন্য ওই সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

হিউম্যানয়েড রোবট রোবনাট ২ যেমন তৈরি করেছেন নাসা এবং জিএম-এর প্রকৌশলীরা একত্রে গবেষণা করে। তেমনি নাসার সাথে অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান যুক্ত হচ্ছে তারাও উদ্ভাবনে সক্ষম হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রযুক্তিপণ্য। রোবনাট ২ কাজ করবে মানুষের অতিরিক্ত সাহায্যকারী হিসেবে, মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়। এর আগে নাসা এবং পেন্টাগনের ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি তৈরি করে রোবনাট। রোবনাট ২ হচ্ছে তারই আধুনিক সংস্করণ। নাসার রোবনাট প্রকল্পের ব্যবস্থাপক রন ডিফলার বলেছেন, রোবনাট ২-এর মানবদেহ, মাথা, বাহু, হাত ও আঙুল রয়েছে। এখন তার পায়ের বিষয়টি নিয়ে ভাবা হচ্ছে, যাতে করে তার পক্ষে দ্রুত চলাচল সম্ভব হয়। আপাতত চলাচলের জন্য চাকা বা একটি পায়ের ব্যবস্থা হতে পারে। চলাচলের একাধিক বিকল্প রাখার কথাও ভাবা হচ্ছে। দেহের নিচের অংশটা হবে ভিন্ন ধরনের, প্রচলিত রোবটের মতো নয়। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কর্মরত রোবটদের এমন পা থাকা দরকার, যাতে করে তার পক্ষে পা রাখার গর্তে (ফুট হোল) পা আটকে রাখা সম্ভব হয়। মানুষের জন্য ওই গর্ত রয়েছে। এখন রোবটের যদি একটি পা থাকে তাহলে সে খুব সহজেই প্রয়োজনের সময় ফুট হোলে পা আটকে রাখতে পারবে। নভোচারীদের যেমন কখনো কখনো হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে হয়, তেমনি রোবটেরও তা প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে রোবটের নকশা করতে হবে এমনভাবে, যাতে করে তার পক্ষে মানুষের মতোই হামাগুড়ি দিয়ে পথচলা সম্ভব হয়।

কারখানায় যেসব রোবট ব্যবহার হয় তাদের জন্য চলাচলের সামর্থ্য থাকা জরুরি নয়। অ্যালান টাউব বলেন, হাত এবং আঙুলগুলো রোবটের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো কিছু ধরার এবং স্থানান্তরের জন্য তার থাকতে হবে নমনীয় আঙুল। রোবনাট ২-এর ক্ষেত্রেও সেই শর্ত পূরণ করা হয়েছে। যতটা সম্ভব মানুষের মতো হাত তৈরি করা হয়েছে আর ২-এর।

জিএম-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ রোবটেরা হবে স্বায়ত্তশাসিত। মানুষের নির্দেশনা ছাড়াই তারা নিজ দায়িত্ব পালন করে যাবে। যদিও নাসা এখন চাইছে দূর নিয়ন্ত্রিত রোবট। একটা পর্যায়ে এসে রোবট হতে পারে নভোচারীদের বিকল্প। তার আগে রোবটকে সহযোগী হিসেবেই রাখতে চায় নাসা। নভোচারীদের গবেষণা কাজ কিংবা স্টেশনের মেরামত কাজে রোবট তার ক্যামেরা ও সেন্সর দিয়ে কাজটি নিখুঁত করতে সহায়তা করতে পারে। আপাতত এটাই প্রয়োজন।

ফিডব্যাক : sumonislam7@gmail.com

কমপিউটার জগতের খবর

ইউনিকোড চালু হচ্ছে ৫ মন্ত্রণালয়ে

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে শিগগিরই ইউনিকোড বাংলা লিখন পদ্ধতি চালু করা হবে। ইউএনডিপির অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন তথা এটুআই প্রোগ্রাম ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যৌথ আয়োজনে সম্প্রতি দু'দিনব্যাপী 'ইউনিকোডে বাংলা টাইপিং চালুবিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। সরকারি বিভিন্ন দফতরে ইউনিকোড বাংলা লিখন চালুর জন্য এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিসিসি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কমপিউটার বিভাগ, ব্যানবেইস, বিয়াম ও বিসিএস প্রশাসন একাডেমীর ৪৮ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এরা পরে নিজ নিজ দফতরে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির। তিনি ইউনিকোড ব্যবহারে যেকোনো ধরনের সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. শাজাহান আলী মোল-া

বেসিসের নতুন সভাপতি মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক কাসেম

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিসের নির্বাচনে দ্য রেইনবো প্যানেল ৮টিতে এবং অ্যাকশন টিম প্যানেল ১টিতে বিজয়ী হয়েছে। ১৫ মে বেসিস কার্যালয়ে সংগঠনটির ২০১০-২০১২ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মাহবুব জামান

ফোরকান বিন কাসেম

পরে ১৯ মে ডাটাসফটের এমডি মাহবুব জামান-কে সভাপতি ও স্পেক্ট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লিমিটেডের এমডি ফোরকান বিন কাসেম-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

নতুন কমিটির বাকিরা হলেন সহসভাপতি বিডি জবসের ফাহিম মাশরুর ও আপলোড ইউরসেলফ সিস্টেমের ফারহানা এ রহমান, কোষাধ্যক্ষ মেট্রোনেটের সৈয়দ আলমাস কবির এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক জানালা বাংলাদেশের তামজিদ সিদ্দিক স্পন্দন। পরিচালক হয়েছেন আইবিসিএস-প্রাইমেক্সের শেখ কবির আহমেদ, ডেভনেটের সাব্বির মাহবুব ও ইনফোরেভের মুজতবা সাত্তার।

নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের প্রধান ছিলেন এসএম কামাল। তার সাথে ছিলেন আবদুল-াহ আল মামুন ও নাজিম ফারহান চৌধুরী। ৯টি পদের জন্য ১৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন

কক্সবাজারে আইটি ভিলেজ করা হবে : এমপি এথিন রাখাইন

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ কক্সবাজার জেলাকে ডিজিটাল কক্সবাজার ঘোষণার পাশাপাশি আইটি ভিলেজ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে জায়গা বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন কক্সবাজার সমাজসেবা কার্যালয়ে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের একবিংশ কমপিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন কক্সবাজার সদর-রামু আসনের এমপি অধ্যাপিকা এথিন রাখাইন।

এমপি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্থ কেবল সব জায়গায় কমপিউটার ব্যবহার নয়। এটি হচ্ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানসহ সবক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ করা।

প্রকল্প পরিষদের সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সুধীর চন্দ্র শুক্ল দাশ। ৩ মাসের কমপিউটার কোর্সে ১৩০ জন অংশ নিচ্ছে

ফাইবার অ্যাট হোমের ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে ৪ আইএসপি

দেশের প্রথম ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক তথা এনটিটিএন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ফাইবার অ্যাট হোমের ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার তথা আইএসপি আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড, র‍্যাংকস আইটি লিমিটেড, অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড এবং ঢাকাকম লিমিটেড। সম্প্রতি তাদের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসময় বিটিআরসি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়া আহমেদ, ফাইবার অ্যাট হোমের এমডি মঈনুল হক সিদ্দিকীসহ সব প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা চুক্তিতে ফাইবার অ্যাট হোমের পক্ষে চিফ স্ট্র্যাটেজিক অফিসার রাসেল টি আহমেদ এবং আমরা নেটওয়ার্কসের সিইও শারফুল আলম, র‍্যাংকসের সিইও তুহিন ইসলাম, অগ্নির পরিচালক জিয়া শামসী ও ঢাকাকমের সিইও মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন

সাইবার হামলা থেকে বাঁচতে নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করছে ভারত

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ভারত সরকার নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই দেশীয় সফটওয়্যার তৈরির জন্য আগেই উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করেছে। ভারতের ওয়েবসাইটগুলোকে সাইবার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়া টাইমস পত্রিকা জানায়, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে ব্যবহার করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ও এর আওতায় রয়েছে। চীনের সরকারি দফতরের কমপিউটারগুলো হ্যাকারদের হামলার পর ভারত সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়

মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন

মাইক্রোসফটের ২০ কোটি ডলার জরিমানা

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ মাইক্রোসফটকে ২০ কোটি ডলার জরিমানা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের একটি আদালত। মাইক্রোসফটের বিভিন্ন সফটওয়্যার 'রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন' প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিযোগে এই জরিমানা করা হয়।

এএফপি জানায়, মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের মামলাটি করে ভার্নেট এক্স হোল্ডিং করপোরেশন নামের একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান। তাদের অভিযোগ, তাদের উদ্ভাবিত 'রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন' টুলটি মাইক্রোসফটের বিভিন্ন সফটওয়্যারে ব্যবহার করায় তারা বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভার্নেট এক্সের প্রধান নির্বাহী কেন্ডাল লার্সেন বলেছেন, আদালতের এই রায় তাদের বিভিন্ন টুলস তৈরিতে উৎসাহ জোগাবে

ডিজিটাল সুবিধার আওতায় তিন বিমানবন্দর

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ ঢাকার হযরত শাহজালাল (র.), চট্টগ্রামের শাহ আমানত ও সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ডিজিটাল সুবিধার আওতায় এসেছে। এর ফলে ৩টি বিমানবন্দরেই বিশ্বমানের সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এবং আন্তর্জাতিক অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে আইটি প্রতিষ্ঠান সিটারের চুক্তি হয়েছে। সিটার বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভিশন ২০২১ সামনে এগিয়ে নিতে সার্বিক সহযোগিতা করছে

জুনেই আসছে গুগলের ই-বুক স্টোর

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ই-বুক স্টোর চালু করছে সার্চ ইঞ্জিন প্রতিষ্ঠান গুগল। অনলাইনে বইয়ের জনপ্রিয়তা বাড়ায় তারা এটি করছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, চলতি জুন মাসেই ই-বুক স্টোর চালু হতে পারে। বিশে-ষকদের ধারণা, গুগলের ই-বুক স্টোর চালু হলে আমাজান, ই-বেসহ অন্য ই-বুক স্টোরগুলো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ই-ভোটিং

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট : চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন তথা ইভিএম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো ইলেক্ট্রনিক ভোটিং শুরু হচ্ছে। শুধু সিটি করপোরেশনের জামাল খান এলাকা নিয়ে গঠিত ২১ নং ওয়ার্ডে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং হবে। এজন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা বুয়েটের সহযোগিতায় ১৩০টি ইভিএম তৈরি করা হয়েছে।

ভোট নেয়ার দিন এসব মেশিন পরিচালনায় কারিগরি সহযোগিতা দেবে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগ।

ডিজিটাল হচ্ছে সম্পত্তি নিবন্ধন পদ্ধতি : ভূমিমন্ত্রী

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট : সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পত্তি নিবন্ধন পদ্ধতিকে ডিজিটালে রূপান্তর করবে। এর ফলে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জটিলতা কমে যাবে এবং মানুষের ভোগান্তি দূর হবে। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ তথা আইবিএফবি আয়োজিত অ্যাডভোকেসি ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ভূমিমন্ত্রী রেজাউল করিম হিরা।

ঢাকার একটি হোটেলে আইবিএফবির সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে 'সম্পত্তি নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও আইএফসির ক্রম তালিকায় বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তৃতা করেন আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, ভূমি রেকর্ড সার্ভে বিভাগের মহাপরিচালক ড. এম আসলাম আলম ও আইবিএফবির রিসার্চ ডিরেক্টর ড. এবিএম মফিজুর রহমান।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল ব্যবস্থা কার্যকর হলে খুব কম সময়ের মধ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

আইন প্রতিমন্ত্রী বলেন, পুরনো নথিপত্র যত্নসহকারে সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সব সাব রেজিস্ট্রার অফিসে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ড. এম আসলাম আলম বলেন, সরকার ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনছে।

এসেছে ট্রান্সসেন্ডের দ্রুতগতির পেনড্রাইভ জেটফ্লাশ ৬০০

ট্রান্সসেন্ডের দ্রুতগতির ফ্লাশড্রাইভ জেটফ্লাশ ৬০০ বাজারে এনেছে ইউসিসি। এতে সর্বাধুনিক ডুয়েল চ্যানেল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এটি দ্রুতগামী পথে ২০০ এক্স পর্যন্ত সুপার হাই স্পিডে ডাটা স্থানান্তর করতে পারে।

অ্যারোডায়নামিক যানবাহনের আদলে নকশা করা মসৃণ চকচকে কালো বর্ণের জেটফ্লাশ ৬০০ পেনড্রাইভে সুদৃশ্য আলোক পরিবাহী অস্বচ্ছ বর্ণবলয় রয়েছে যা ডাটা আদান-প্রদানের সময় জ্বলে উঠলে চমৎকার দেখায়। বর্তমানে ৩২ গিগাবাইট পর্যন্ত ধারণক্ষমতার জেটফ্লাশ ৬০০ পেনড্রাইভটি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণে সক্ষম। দাম ৮ জিবি ১,৪৫০ টাকা, ১৬ জিবি ২,৯০০ টাকা এবং ৩২ জিবি ৫,৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ৯৬৬৪৯৩৩, ৯৬৬৮৯৩০, ৯১১৮০৭৪।

আরো ১০টি জ্ঞানকেন্দ্র করবে আমাদের গ্রাম : তৈরি হবে গ্রামের ডাটাবেজ

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট : আমাদের গ্রাম উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প আগামী ১ বছরের মধ্যে নতুন ১০টি জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন করবে। এসব কেন্দ্র স্থানীয় গ্রামগুলোর কমপিউটার ডাটাবেজ তৈরি করবে। মধ্যপ্রাচ্যগামী তরুণদের এসব কেন্দ্রে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জ্ঞানকেন্দ্রগুলো হবে পিরোজপুর, যশোর, কুমিল্লা-১, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায়। আমাদের গ্রামের এখন ১০টি জ্ঞানকেন্দ্র রয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মশালায় এসব কথা বলা হয়। কর্মশালায় রামপাল, বাগেরহাট, টুঙ্গিপাড়া, কুমিল্লা-১, রাজুনিয়া ও বাঁশখালীর জ্ঞানকেন্দ্রের কর্মীরা অংশ নেন।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়া হয়। দু'দিনের কর্মশালায় আলোচনা করেন আমাদের গ্রামের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মাহমুদুল হক, দিলরুবা হায়দার, পরিচালক রেজা সেলিম, উইন ইনকরপোরেটেডের প্রধান নির্বাহী কাশফিয়া আহমেদ, ডিনেটের পরিচালক মাহমুদ হাসান এবং বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক মুনির হাসান।

আইডিবি-বিআইএসইডবি-উ স্কলারশিপ রাউন্ড ১১-এর অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

আইডিবি ভবনের অডিটরিয়ামে ২০ মে অনুষ্ঠিত হয় আইডিবি-বিআইএসইডবি-উ আইটি স্কলারশিপ প্রজেক্ট জিআই রাউন্ড-১১ অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। প্রজেক্টের আওতায় রাউন্ড ১১তে ২৫৪ জন শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রোগ্রামে প্রজেক্ট অথরিটি, প্রজেক্ট কনসালট্যান্ট এবং বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ও প্রজেক্টের সাবেক শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিবি-বিআইএসইডবি-উর জেনারেল ম্যানেজার নিয়াজ খান, প্রজেক্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ নওশের আলী এবং প্রজেক্টের চীফ কনসালট্যান্ট সৈয়দ মোক্কামেল হোসেন।

এ প্রজেক্টের আওতায় ইতোমধ্যে ২১৮৮ জন আইটি শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিপ্লো-মা পেয়েছে এবং ৪২৩৩ জন কমপিউটার সিটিরেসি কোর্স সম্পন্ন করেছে। এ প্রজেক্ট থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের ৯৫% দেশে-বিদেশের ৪০০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে।

অর্থকথা বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তালুকদার গ্রুপ

অর্থকথা বিজনেস অ্যাওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার ২০০৯-এ বেস্ট আইসিটি এন্টারপ্রেনার অব দ্য ইয়ার হয়েছে তালুকদার গ্রুপ। গ্রুপের চেয়ারম্যান লায়ন ড. তালুকদার ফরিদ আহমদ। সম্প্রতি তিনি উচ্চশিক্ষার্থে ই-লার্নিং টেকনোলজি বিষয়ের ওপর আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব ইউএসএ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পান। ২০০০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তালুকদার আইসিটি লি. এবং মাল্টিটেক করপোরেশন লি.।

সিলিকন পাওয়ারের সুদৃশ্য পেনড্রাইভ টাচ ৮৩০ বাজারে এনেছে ইউসিসি

সিলিকন পাওয়ারের পেনড্রাইভ টাচ ৮৩০ বাংলাদেশে এনেছে ইউসিসি। চমৎকার বাহ্যিক গঠন এবং ব্যবহারিক কাজের যথার্থ সমন্বয়ের জন্য ড্রাইভটির গঠনশৈলীতে শক্তিশালী স্টেইনলেস স্টিলের আবরণ ব্যবহার করা হয়েছে। হালকা-পাতলা গড়নের অত্যন্ত ছোট এই ড্রাইভটি বহনের জন্য রয়েছে সুদৃশ্য জুয়েলারি লেস। দাম : ৪ গি. বা. ৯৫০ টাকা, ৮ গি. বা. ১৬৫০ টাকা। যোগাযোগ : ৯৬৬৪৯৩৩।

স্যামসাংয়ের নতুন মনোক্রম লেজার ও কালার লেজার প্রিন্টার বাজারে

তিনটি নতুন মডেলের স্যামসাং লেজার ও কালার লেজার প্রিন্টার এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এমএল-১৯১০ : এই মনোক্রম লেজার প্রিন্টারের প্রিন্টিং গতি ১৮ পিপিএম, রেজ্যুলেশন ১২০০ বাই ৬০০ ডিপিআই, র‍্যাম ৮ মেগাবাইট ইত্যাদি, দাম ৭ হাজার ৫০০ টাকা। এমএল-২৫৮০ : এই মনোক্রম লেজার প্রিন্টারের প্রিন্টিং গতি ২৪ পিপিএম, রেজ্যুলেশন ১২০০ বাই ১২০০ ডিপিআই, র‍্যাম ৬৪ মেগাবাইট ইত্যাদি। দাম ১৩ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪২।

এক্সএফএক্সের ১ গিগা গ্রাফিক্স কার্ড বাজারে

বাংলাদেশে এক্সএফএক্স ব্র্যান্ডের একমাত্র পরিবেশক ইউসিসি বাজারে এনেছে রেডিয়ন এইচডি ৪৫৫০ ১ গিগা গ্রাফিক্স কার্ড। পূর্ণ গতির বু-রে ভিডিও দেখা এবং ৭.১ ডিজিটাল সারাউন্ড সাউন্ড শোনা যাদের মূল উদ্দেশ্য, Radeon HD 4550 গ্রাফিক কার্ডটি তাদের জন্যই। সাম্প্রতিককালের সব ফিচারসম্বলিত এই গ্রাফিক্স কার্ডটি দিয়ে DirectX 10.1 সাপোর্টকারী সর্বাধুনিক গেমসমূহও খেলা যাবে। ৮ পি.বা. মেমরি ব্যান্ডউইড প্রদানকারী এই কার্ডটি PCI Express সাপোর্টকারী প্রায় সব মাদারবোর্ডেই স্থাপন করা যায়। দাম ৪ হাজার ৩০০ টাকা। যোগাযোগ : ৯১১৮০৭৪।

কাস্টমার সার্ভিস এক্সিলেন্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপ্ত

'কাস্টমার সার্ভিস এক্সিলেন্স' শীর্ষক দুই দিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঢাকার আইডিবি ভবনে শেষ হয়েছে। ২৪ ও ২৫ মে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের অতিরিক্ত সচিব ও কার্যনির্বাহী পরিচালক মো: মাহফুজুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রফতানিবিষয়ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব মনোজ কুমার রায় এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিসিএসের সভাপতি মোস্তাফা জব্বার ও সমিতির মহাসচিব মজিবুর রহমান স্বপন। কর্মসূচিতে বিসিএসের সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। মো: মাহফুজুর রহমান বলেন, বিসিএস কর্তৃক আয়োজিত এ ধরনের কর্মসূচি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনোজ কুমার রায় বলেন, প্রযুক্তিকে এমনভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে যাতে করে সহজেই মানুষ একে গ্রহণ করে। মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করার দিকে বেশি জোর দিতে হবে। কারণ গ্রাহক যদি আস্থা অর্জন করে তাহলে পণ্যের দাম বেশি হলেও তারা কিনবে নির্দ্বিধায়।

ফাউন্ডার ল্যাপটপের সাথে ইউএসবি টিভি কার্ড ফ্রি

আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে প্রতিটি ফাউন্ডার ল্যাপটপের সাথে ইউএসবি টিভি কার্ড ফ্রি দিচ্ছে পাওয়ার প-াস। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। বিস্তারিত জানা যাবে পাওয়ার প-াস প্রা. লি. ঢাকা অফিস-২৭৪/২, এলিফ্যান্ট রোড, মজুমদার হাউস (নিচতলা), ঢাকা। চট্টগ্রাম অফিস-১৬৯৩, শেখ মুজিব রোড, জমির ম্যানশন (নিচতলা), আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে। যোগাযোগ : ০১৬৭৮০৬২০০০, ০১৯১৯১৬০১৪০

ইন্টারনেট ফিল্টার সেফনেট অনৈতিকতা থেকে শিশুদের বাঁচাবে

বিজয় অনলাইনের নির্বাহী পরিচালক একেএম জাহাঙ্গীর তৈরি করেছেন ইন্টারনেট ফিল্টার সেফনেট। এটি অ্যান্টিভাইরাসের মতো কমপিউটারে ইনস্টল করতে হয়। সেফনেট ইনস্টলের পর ইন্টারনেটে খারাপ সাইটগুলোতে ভিজিট করা যাবে না। ফলে শিশু ও তরুণরা অনৈতিকতা থেকে রক্ষা পাবে। সবার স্বার্থেই বাসায় ও অফিসে এই ফিল্টার ব্যবহার প্রয়োজন বলে মনে করেন একেএম জাহাঙ্গীর। যোগাযোগ : jahan_bijoy@yahoo.com

উবুন্টুর নতুন সংস্করণ অবমুক্ত

বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের (বিডিওএসএন) উদ্যোগে অবমুক্ত করা হয়েছে মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম উবুন্টুর নতুন সংস্করণ ১০.০৪। বিডিওএসএনের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান উবুন্টুর নতুন সংস্করণটি অবমুক্ত করেন। প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মুনির হাসান বলেন, মাইক্রোসফটের কমপিউটার অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজের কোনো স্টার্টার সংস্করণ বাজারে এলে তা কমপক্ষে ৭০০ ডলারে বিক্রি করা হয়, যা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এক ব্যক্তির এক বছরের মাথাপিছু আয়েরও বেশি। অপরদিকে ওপেন সোর্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম উবুন্টু বিনামূল্যেই ব্যবহার করা যায়। আবার উইন্ডোজের ক্ষেত্রে ভাইরাসের আক্রমণে কমপিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও উবুন্টুতে এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা নেই। সাধারণ অপারেটিং সিস্টেমে উবুন্টু কর্তৃপক্ষ ১৮ মাস সমর্থন দিলেও নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমে তিন বছর পর্যন্ত সমর্থন পাবেন ব্যবহারকারীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিওএসএনের নুরুন্নবী চৌধুরী, ফাহিম ইসলাম, নাসির খান, রেজানুর রহমান, নাজিরুল ইসলাম ও আইয়ুব সরকার। www.ubuntu.com/getubuntu ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেমটি ডাউনলোড করা যাবে।

ক্যানন কর্মকর্তাদের ঢাকা সফর

বাংলাদেশে ক্যানন ডিজিটাল ক্যামেরার পরিবেশক জেএএন অ্যাসোসিয়েটসের আমন্ত্রণে ক্যানন সিঙ্গাপুরের দুজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সম্প্রতি ঢাকা এসেছিলেন। সফরের অংশ হিসেবে তারা ঢাকার প্রযুক্তি বাজার ঘুরে দেখেন।

ক্যানন সিঙ্গাপুর প্রা. লিমিটেডের পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক ইয়োশিতাকা শিমোগাওয়া ও ব্যবস্থাপক (আইসিপি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ) মার্সিয়াস ইউ ইয়ান বাংলাদেশের বাজারে ক্যাননের ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরার অবস্থান, ভবিষ্যৎ বাজার, বাজার প্রসার কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তারা দেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রীদের সাথে ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরার বিভিন্ন কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় জেএএন অ্যাসোসিয়েটসের এমডি আবদুল্লাহ এইচ কাফি, পরিচালক নজরুল ইসলাম চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক আবদুল্লাহ আল সাফি, কবীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। আলোকচিত্রীদের মধ্যে রোনাল্ড হালদার, সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

টিম ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিদের বিসিএস কমপিউটার সিটি পরিদর্শন

বিশ্বখ্যাত টিম ব্র্যান্ডের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ২১ মে আইডিবি ভবনের বিসিএস কমপিউটার সিটি পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন- টিম'র সিইও ড্যানি হুসিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট মিং হুসিয়া, এবং বিশেষজ্ঞ জেনাথান। তারা বিভিন্ন ফ্লোরের আইটি পণ্যের দোকানগুলো ঘুরে দেখেন এবং

উন্নত বিশ্বের বর্তমানের অনেক প্রযুক্তি পণ্য দেখে খুবই অবাক হন। স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি. বাংলাদেশে একমাত্র পরিবেশক হিসেবে টিম ব্র্যান্ডের পেনড্রাইভ এবং মোবাইল ও ক্যামেরার জন্য মেমরি কার্ড বাজারজাত করে আসছে। পরিদর্শনকালে তাদের সঙ্গে ছিলেন- স্মার্ট টেকনোলজিসের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, এমডি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক জাফর আহমেদ, টিম পণ্যের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. আব্দুল হান্নানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

পরে টিম'র প্রতিনিধিরা ঢাকার কলাবাগানে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি.-এর করপোরেট অফিস এবং সার্ভিস বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং স্মার্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

গিগাবাইটের বিদ্যুৎসাশ্রয়ী নতুন মাদারবোর্ড এসেছে

গিগাবাইটের নতুন একটি মাদারবোর্ড এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। জিএ-এক্স৫৮এ-ইউডিথ্রিআর মডেলের এই মাদারবোর্ড নতুন প্রজন্মের ইন্টেল ৩২ ন্যানোমিটার ৬ কোর প্রসেসর, এক্স-৫৮ চিপসেট, কোর-আই৭ প্রসেসর (সকেট এলজিএ ১৩৬৬), উইন্ডোজ-৭ সমর্থন করে। এটি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এবং কপার কুলড ও জাপানিজ সলিড ক্যাপাসিটর ডিজাইন, ফলে একেবারেই গরম হয় না, লাইফসাইকেল ৫০ হাজার ঘণ্টা। রয়েছে দ্রুতগতির ইউএসবি ৩.০ ও ইউএসবি ৩.০ প্রযুক্তি এবং সাটাথ্রি স্টোরেজ ইন্টারফেস, ডাটা ট্রান্সফার গতি ৫ জিবিপিএস। রয়েছে তিন বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। দাম ১৯ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮

এসেছে ডেলের ল্যাটিটিউড ই৬৪০০ ল্যাপটপ

ডেল ব্র্যান্ডের ল্যাটিটিউড ই৬৪০০ মডেলের ল্যাপটপ এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। ইন্টেল ৪৫এক্সপ্রেস চিপসেটের এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে ২.৫৩ গিগাহার্টজ গতির ইন্টেল কোর২ডুয়ো প্রসেসর, ২ গি.বা. ডিডিআর-২ র‌্যাম, ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক,

ওয়াই-ফাই, এনভিডিয়া চিপসেটের ভিডিও মেমরি, অডিও কন্ট্রোলার, ল্যান কন্ট্রোলার প্রভৃতি। ১৪.১ ইঞ্চির প্রশস্ত পর্দার এই ল্যাপটপটির ওজন ৪.৪ পাউন্ড। দাম ৯৪ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯০৬

বাংলাদেশ ব্যাংকে ই-টেন্ডারিং চালু

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশ ব্যাংক চালু করেছে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা। গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১২ মে এ ব্যবস্থা উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নজরুল হুদা, জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী ও মুর্শিদ কুলি খান, নির্বাহী পরিচালক আবুল কাশেম, নাজনীন সুলতানা ও এস কে মুর চৌধুরী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে এ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে।

গভর্নর বলেন, ই-টেন্ডারিং পুরোপুরি চালু হলে বর্তমানে বিরাজমান সমস্যা থাকবে না। কেউ ঘরে বসেই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। তথ্য জমা দেয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্য কেউ জানতে পারবেন না। টেন্ডার জমা দেয়ার সময় শেষে তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, দরপত্র প্রস্তুতি, দরদাতা নিবন্ধন ও অংশগ্রহণ, দরপত্র মূল্যায়ন এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি এই চারটি মডিউলে ব্যবস্থাটি ভাগ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হওয়ার পর এটি পুরোপুরি চালু করা হবে।

চট্টগ্রামে তোশিবার পরিবেশক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের সব শ্রেণী-পেশার মাঝে তোশিবা ল্যাপটপের পরিচিতি ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি. ৯ মে প্রথমবারের মতো তোশিবার বিক্রি পরিবেশক সম্মেলনের আয়োজন করে। চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে চট্টগ্রামের সব পর্যায়ের আইটি পণ্য বিক্রি পরিবেশকরা অংশ নেন। আলোচনা এই সম্মেলনে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তোশিবার প্রতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ল্যাপটপের কারিগরি দিক ইত্যাদি উপস্থাপন করেন তোশিবার পণ্য ব্যবস্থাপক শওকত মিলাত। অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর

কুইজ পর্ব, তোশিবা ল্যাপটপ বিপণনসহ নানা বিভাগে পরিবেশকদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়। এসময় স্মার্ট টেকনোলজিসের চট্টগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপক মাজহারুল ইসলামসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম ৩ মাসে এশিয়ায় কমপিউটার বিক্রি বেড়েছে ৩৮ শতাংশ

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় (জাপান ছাড়া) চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসে গত বছরের তুলনায় পার্সোনাল কমপিউটার বিক্রি বেড়েছে ৩৮ শতাংশ। বাজার তথ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ডাটা করপোরেশন তথা আইডিসি এ তথ্য দিয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি বলছে, পেশাগত কাজে কমপিউটারের ব্যবহার বাড়ায় পিসির বাজার এই গতি পেয়েছে, যা চলতি বছর ধরেই হয়তো অব্যাহত থাকবে। আইডিসির গবেষক ব্রায়ান ম্যা বলেছেন, কমপিউটার বিক্রির এই ধারা তথ্যপ্রযুক্তি বাজারে অর্থনৈতিক আস্থা আরো জোরদার করবে।

ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের পোর্টেবল হার্ডডিস্ক বাজারে

যেকোনো জায়গায় অনায়াসে তথ্যভান্ডার নিয়ে যাওয়ার জন্য ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের পাসপোর্ট আকৃতির মাই পাসপোর্ট এসেনসিয়াল এক্সটার্নাল হার্ডড্রাইভটি উত্তম। ২৫০ গি.বা. থেকে শুরু করে ১ টেরাবাইট ধারণক্ষমতার এই সিরিজের হার্ডড্রাইভে স্টোর করা যাবে প্রয়োজনীয় তথ্য, ছবি, পছন্দের গান, ভিডিও সব কিছু। ইউএসবি পোর্টের সাথে জুড়ে দিয়ে সহজ প-াগ অ্যান্ড পে-সিস্টেমেই চালু হয়ে যাবে এই হার্ডড্রাইভটি। ছোট

আকৃতির এই হার্ডড্রাইভটি পকেটে নিয়ে ঘোরা যাবে। এটি উইন্ডোজ এবং ম্যাকসহ সব অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করবে।

কমপিউটার সোর্স প্রতিটি ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল পোর্টেবল হার্ডডিস্কে দিচ্ছে তিন বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। ২৫০ গি.বা. ধারণক্ষমতার হার্ডড্রাইভের দাম ৫ হাজার ৪০০ টাকা, ৩২০ গি.বা. ৬ হাজার ৪০০ টাকা, ৫০০ গি.বা. ৮ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১ টেরাবাইট হার্ডড্রাইভটির দাম ২১ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৬৫২২৭

আসুসের নতুন ২টি গ্রাফিক্স কার্ড এনেছে গে-াবাল

আসুসের ২টি নতুন মডেলের গ্রাফিক্স কার্ড এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.।

ইএনজিটি২২০/ডিআই/১জিডি৩ : এতে রয়েছে এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি২২০ গ্রাফিক্স ইঞ্জিন, ১ গিগাবাইট ডিডিআর৩ ভিডিও মেমরি, আসুস স্মার্ট ডক্টর, গেমার ওএসডি, আসুস এসপে-ভিড প্রভৃতি উলে-খযোগ্য ফিচার। দাম ৮ হাজার টাকা।

ইএনজিটি২৪০/ডিআই/৫১২এমডি৫/এ : ৫১২ জিডিডিআর৫ ভিডিও মেমরির অত্যাধুনিক এই পিসিআই এক্সপ্রেস ২.০ বাসের গ্রাফিক্স কার্ডটির ডিডিআই সর্বোচ্চ রেজ্যুলেশন ২৫৬০ বাই ১৬০০। কার্ডটিতে রয়েছে আসুস স্মার্ট ডক্টর, গেমার ওএসডি, ফিউজ প্রটেকশন, ইএমআই শিল্ড, জিপিইউ গার্ড, ডাস্টপ্রুফ ফ্যান, আসুস এসপে-ভিড প্রভৃতি উলে-খযোগ্য ফিচার। দাম ৮ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০

আসুসের ডিজাইনো এমএস সিরিজের নতুন এলসিডি মনিটর বাজারে

আসুসের ডিজাইনো এমএস সিরিজের নতুন সংযোজন এমএস২২৮এইচ মডেলের নতুন এলসিডি মনিটর এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লিমিটেড। আল্ট্রা স্লি-ম ১৬.৫ মিলিমিটার প্রোফাইলের ২১.৫ ইঞ্চির এই মনিটরটিতে রয়েছে মনোমুগ্ধকর ভিজ্যুয়াল এবং পরিবেশবান্ধব ফিচার, আসুস এসপে-ভিড ভিডিও ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি, ট্রেস ফ্রি টেকনোলজি প্রভৃতি। দাম ১৫ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০

মার্কারীর ১০ মে.পি. ওয়েবক্যাম ভিওক্যাম জুম এনেছে সোর্স এজ

মার্কারী ব্র্যান্ডের ১০ মে.পি. ওয়েবক্যাম ভিওক্যাম জুম ১০ এনেছে সোর্স এজ লিমিটেড। এতে সংযোজিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক ইন্টেলিজেন্ট ফেস ট্র্যাকিং টেকনোলজি। ওয়েবক্যামটি ভিডিও ডাটা ট্রান্সফারের পাশাপাশি অনলাইন স্ন্যাপশট বাটনের সাহায্যে ১২৮০ X ৯৬০ পিক্সেল স্টিল ফটোগ্রাফও নেয়া যাবে। ইউনিভার্সেল মনিটর ক্লিপ থাকাতে এটি যেকোনো ধরনের ডেস্কটপ বা নোটবুক পিসিতে সহজেই ব্যবহার করা যাবে। ওয়েবক্যামটিতে নানা ধরনের পার্সোনালাইজ ও ভিডিও ইফেক্টসের সুবিধা রয়েছে। দাম ১ হাজার ৩০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৬৭১৩৩৩৭৭৭

গিগাবাইটের রেডিয়ন এইচডি গ্রাফিক্স কার্ড বাজারে

গিগাবাইটের রেডিয়ন হাই ডেফিনেশন প্রযুক্তির গ্রাফিক্স কার্ড এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। সম্পূর্ণ গ্রাহকবান্ধব জিভি-আর৫৮৭ডি৫-১জিডি-বি মডেলের গ্রাফিক্স কার্ডটি রেডিয়ন এইচডি ৫৮৭০ গ্রাফিক্স পাওয়ার ইউনিট (জিপিইউ) ক্ষমতাসম্পন্ন। এটি পিসিআই এক্সপ্রেস ২.০, ক্রসফায়ারএক্স ও অ্যাভিভো এইচডি প্রযুক্তি এবং মাইক্রোসফট ডিরেক্টএক্স১১ ও ওপেনজিএল ৩.১ সমর্থন করে। এতে রয়েছে ১ গি.বা. জিডিডিআর৫ মেমরি এবং ২৫৬-বিট মেমরি ইন্টারফেস, ডুয়াল-লিঙ্ক ডিভিআই-১/ডি-সাব/এইচডিএমআই/ডিসপে- পোর্ট ইত্যাদি। ২ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা রয়েছে। দাম ৩২ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮

চিটাগাং গ্রিনবুক ডট কম চালু

চট্টগ্রামের ব্যবসায় বাণিজ্যসহ সব ধরনের তথ্যসেবা দিতে চালু হয়েছে অনলাইন বিজনেস ডিরেক্টরি চিটাগাং গ্রিনবুক ডট কম (www.ChittagongGreenBook.com)। এটি চট্টগ্রামের অনলাইন ইয়েলো পেজ হিসেবে কাজ করবে। গত ডিসেম্বরে সাইটটির নির্মাণকাজ শুরু করে এবিসি ট্রেড পাবলিকেশনস এবং সম্প্রতি এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বর্তমানে সাইটে ডাটা অ্যান্ট্রির কাজ চলছে। সাইটটির ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট কাজ করে টি-সিরিজ সলিউশন

এনভিডিয়া জিফোর্স ২৫০, ২৪০, ২২০ ও ২১০ এইচডি গ্রাফিক্স কার্ড এনেছে সুপিরিয়র

ইসিএস ব্র্যান্ডের নতুন এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএস২৫০, জিটি ২৪০, জিটি২২০ এবং এসজি ২১০ পিসিআই এক্সপ্রেস গেমিং গ্রাফিক্স কার্ড এনেছে সুপিরিয়র ইলেক্ট্রনিক্স প্রা. লি.। জিটিএস-২৫০ লাইটনিং ফাস্ট ডিডিও, ইমেজ প্রসেসিং, ফুল এনভিডিয়া থ্রিডি ভিশন সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে হার্ডকোর গেমিং জগতে প্রতিযোগিতামূলক গেমিং সফলতা তৈরি করে। উইন্ডোজ ৭-এ ব্যবহারযোগ্য এই কার্ডটিতে রয়েছে ১০২৪ মে.বা. ডিডিআর-৩ ভিডিও মেমরি, ২৫৬ কালার বিট, ৭১০ কোর ক্লক, ২,০০০ মেমরি ক্লক প্রভৃতি। এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি ২৪০, ২২০, ২১০-এ রয়েছে ১০২৪ মে.বা. ডিডিআর-৩ ভিডিও মেমরি, এনভিডিয়া ইউনিফাইড আর্কিটেকচার, এনভিডিয়া কিউডা, এনভিডিয়া পিওর ভিডিও এইচডি টেকনোলজি, এনভিডিয়া ফিজিক্সএক্স টেকনোলজি ইত্যাদি। যোগাযোগ : ৮৬২৬৬৬৩, ০১৯১৪২৮২৮১০

'প্যাভেলিয়ন ভিজিট করুন পুরস্কার জিতুন' ক্যাম্পেইনের পুরস্কার দিয়েছে ইউনিক

প্যাভেলিয়ন ভিজিট করুন পুরস্কার জিতুন– এই স্লোগানে ইউনিক বিজনেস সিস্টেমস লি. ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত বিসিএস ডিজিটাল মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করে। এতে র‍্যাফেল ড্র'র মাধ্যমে বিজয়ী বাবুলের হাতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলসিডি মনিটর তুলে দেন ইউনিক বিজনেস সিস্টেমস লি.-এর এমডি আবদুল হাকিম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউবিএসএলের পরিচালক হাবিবা নাসরিন রিতা, জেনারেল ম্যানেজার আফজালুর রহমানসহ উর্ধতন কর্মকর্তারা। আবদুল হাকিম প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে এমএসআই ল্যাপটপ, হিটাচি প্রজেক্টরসহ অন্যান্য অফিস সামগ্রীতে তাদের সাফল্যের জন্য গ্রাহকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গিগাবাইটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সিলেটের আইটি মার্কেট পরিদর্শন

সিলেটের আইটি মার্কেট সম্প্রতি পরিদর্শন করেছেন গিগাবাইটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অ্যালান সুজু। দিনব্যাপী এই পরিদর্শনে তিনি সিলেটের প্ল্যানেট আরাফ-এর আইটি মার্কেটসহ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা অন্যান্য আইটি পণ্য বিক্রি প্রতিষ্ঠানও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সার্বিক আইটি পণ্যের চাহিদার পাশাপাশি গিগাবাইট পণ্যের চাহিদা এবং সংশি-ষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা সরেজমিনে বোঝার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি আইটি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সেই সঙ্গে গিগাবাইট পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অ্যালান সুজু'র দিনব্যাপী সিলেট পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি.-এর মহাব্যবস্থাপক জাফর আহমেদ এবং গিগাবাইট পণ্যের ব্যবস্থাপক খাজা মো. আনাস খান।

স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি. একমাত্র পরিবেশক হিসেবে গিগাবাইট মাদারবোর্ড, গ্রাফিক্স কার্ড ও কেসিং বাজারজাত করে আসছে।

ব্রাদারের মনোক্রম লেজার ফ্যাক্স মেশিন এনেছে গে-াবাল

ছোট-বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট/সরকারি অফিসসমূহের জন্য আদর্শ ব্রাদার ব্র্যান্ডের ফ্যাক্স-২৮২০ মডেলের মনোক্রম লেজার ফ্যাক্স মেশিন এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লিমিটেড। এটি মাল্টিফাংশনাল ফ্যাক্স মেশিন– যা একাধারে ফ্যাক্স, কপিয়ার, টেলিফোন সেট, পিসি ফ্যাক্স মেশিন হিসেবে কাজ করে। দ্রুততার সাথে ফ্যাক্স আদান-প্রদানের জন্য এতে রয়েছে ১৪.৪ কিলোবিট পার সেকেন্ড গতির ফ্যাক্স মডেম, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোচ্চ ২০ পৃষ্ঠা ফ্যাক্স করা যায়। দাম ২২ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩২৯

ডেল ইন্সপায়রন ১৫৬৪ এনেছে সোর্স

ডেলের ইন্সপায়রন ১৫৬৪ মডেলের নোটবুক এনেছে কমপিউটার সোর্স। এই নোটবুকে আছে ইন্টেল কোর আই ফাইভ প্রসেসরপ্রযুক্তি। এর প্রসেসিং গতি ২.৪ গিগাহার্টজ, বাস স্পিড ১০৬৬ মেগাহার্টজ এবং ক্যাশ মেমরি ৩ মেগাবাইট। আছে ৫০০ গিগাবাইট সাটা হার্ডডিস্ক, ১৫.৬ ইঞ্চি হাই ডেফিনেশন ডব্লি-উএলইডি ডিসপে-, বিল্টইন এটিআই গ্রাফিক্স, ডুয়াল লেয়ার ডিভিডি রাইটার, ১.৩ মেগাপিক্সেল বিল্টইন ক্যামেরা। ২.৮৩ কেজি ওজনের নোটবুকটিতে ৬ সেল ব্যাটারি যা একবার চার্জে চলবে প্রায় ৪.৫ ঘণ্টা। দাম ৭৩ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৩৩২৯৬

মার্কারীর মাদারবোর্ড এনেছে সোর্স এজ

ডিডিআর৩ বাসের নতুন মাদারবোর্ড পি১জি৩১জেড ও পি১জি৪১জেড এনেছে সোর্স এজ লিমিটেড। ইন্টেল চিপসেটসমৃদ্ধ এই মাদারবোর্ডগুলো ইন্টেলের এলজিএ৭৭৫, কোর২ কোয়াড, কোর২ ডুয়ো, পেন্টিয়াম ডুয়াল কোর, সেলেরন ডুয়াল কোর ও সেলেরন ৪০০ সিরিজ প্রসেসর সাপোর্ট করে। মাদারবোর্ডগুলো ডিডিআর২ ও ডিডিআর৩ র‍্যাম সাপোর্ট করে। পরিবেশবান্ধব ও দ্রুত সিস্টেম বুটিং ক্ষমতাসম্পন্ন এই মাদারবোর্ডগুলো সাটা পোর্ট, ইউএসবি ২.০/১.০ পোর্ট ও ডিভিআই, ভিজিএ, এইচডিএমআই পোর্টসমৃদ্ধ। পাশাপাশি মাদারবোর্ডটির কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করতে সোর্স এজ লিমিটেড দিচ্ছে সর্বোচ্চ ৩ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবার নিশ্চয়তা। দাম পি১জি৩১জেড ৩২৫০ ও পি১জি৪১জেড ৩৭৫০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৬৭১৩৩৩৭৭৭

ভিশন কিবোর্ড কে৮৮৩০ বাজারে

ভিশন কিবোর্ড কে৮৮৩০ ক্রেতাদের নজর কেড়েছে। এটি যেকোনো স্থানে ব্যবহারের উপযোগী এবং পানি প্রতিরোধক হওয়াতে কিবোর্ডের কিগুলো পানির স্পর্শে আসলেও নষ্ট হয় না। কিগুলো নরম হওয়ায় ব্যবহারে আরামদায়ক। স্ট্যান্ডার্ড আকার এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের জন্য ক্রেতারা ডেস্কটপের সাথে ভিশন কিবোর্ড কে৮৮৩০ বেশি পছন্দ করছেন। ভিশন কিবোর্ডের পরিবেশক কমপিউটার ভিলেজ। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২

অধিক ব্যাটারি ব্যাকআপসমৃদ্ধ স্যামসাং ল্যাপটপ বাজারে

স্যামসাংয়ের তিনটি নতুন মডেলের ল্যাপটপ বাজারজাত করছে স্মার্ট টেকনোলজিস। স্যামসাং ল্যাপটপ তথা যেকোনো আইটি পণ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মডেল ভিন্নতা এবং সেই সঙ্গে আপডেট প্রযুক্তির সংযোজন। ল্যাপটপ প্রসঙ্গে প্রথমেই ক্রেতাসাধারণ ব্যাটারি ব্যাকআপের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বিশেষত সে ধরনের ক্রেতাদের জন্য উৎকৃষ্ট মডেলটি হচ্ছে এন২১০। ৬ সেল ব্যাটারি, ব্যাকআপ সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে– প্রসেসর ইন্টেল অ্যাটম এন৪৫০, গতি ১.৬৬ গিগাহার্টজ, পর্দা এলসিডি ১০.১ ইঞ্চি, র‍্যাম ১ গি.বা. ডিডিআর৩, মেমরি স্-ট ১টি, হার্ডডিস্ক ১৬০ গি.বা., ইন্টেল এনএম১০ গ্রাফিক্স। এছাড়া ব-ুটুথ, ল্যান, ওয়েবক্যাম, ভিজিএ পোর্ট ইত্যাদি। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪২

comjagat.com
You are LIVE

থ্রিজির লাইসেন্স থেকে ১ হাজার কোটি ডলার আয় করবে ভারত

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক: ভারত আশা করছে, মোবাইল ফোন ও ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সেবার জন্য তৃতীয় প্রজন্মের তথা থ্রিজি প্রযুক্তি ব্যবহারের লাইসেন্স নিলামে বিক্রি করে ১ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি আয় করা সম্ভব হবে। তাদের লক্ষ্য ছিল ৮০০ কোটি ডলার।

টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ডি রাজা জানান, নিলামে থ্রিজি ও তারহীন নেটওয়ার্ক পরিচালনার লাইসেন্স বিক্রি করে ৯০০ কোটি থেকে ১ হাজার কোটি ডলার আয় হতে পারে।

ভারতে খুব কম মানুষই কমপিউটারের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু দেশের ৫০ কোটি মানুষের মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট একসেস রয়েছে। ভারতী এয়ারটেল ও রিলায়েন্স কমিউনিকেশন্স নিলামে অংশ নিচ্ছে।

পল-ীফোন সংযোগ ২০০ টাকা, ফ্রি টকটাইম ৫০ টাকা

গ্রামীণের পল-ীফোন সংযোগ এখন পাওয়া যাচ্ছে ২০০ টাকায়। সাথে থাকছে ৫০ টাকার ফ্রি টকটাইম। যেকোনো নম্বরে ২৪ ঘণ্টা কথা বলা যাবে ৬৫ পয়সা মিনিটে। প্রতিবার ৫০ টাকা বা তার বেশি রিচার্জে ১০ শতাংশ তাৎক্ষণিক বোনাস থাকছে। নতুন অথবা বর্তমান পাবলিক ফোন ও পল-ীফোন সংযোগে ৬৫ পয়সা মিনিট সুবিধা পেতে এসএমএস করতে হবে ওএন লিখে ৪৪৪৪ নম্বরে। অথবা কল করতে হবে *১১১*৪০# নম্বরে। এই সুবিধা পেতে মাসে অন্তত ৫০০ টাকার এয়ারটাইম ব্যবহার করতে হবে। এয়ারটাইমের ব্যালেন্স জানা যাবে *৫৭৭*১# নম্বরে। সুবিধা বন্ধ রাখতে ওএফএফ লিখে এসএমএস করতে হবে ৪৪৪৪ নম্বরে। এসএমএস চার্জ, ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য।

বিটিসিএল থেকে মোবাইলে কল ৬৫ পয়সা মিনিট

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড তথা বিটিসিএল দিচ্ছে যেকোনো মোবাইল বা টেলিফোন অপারেটরে ৬৫ পয়সা মিনিটে কথা বলার সুযোগ। আর বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল ২৪ ঘণ্টা ৩০ পয়সা মিনিট। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরী বাদে বিভিন্ন স্থানে খালি থাকা সাপেক্ষে ফ্রি সংযোগ দেয়া অব্যাহত রয়েছে। কম দামে ব্রডব্যান্ড সংযোগও দেয়া হচ্ছে। শুধু ঢাকা মহানগরীর গ্রাহকরা সংশি-ষ্ট ক্যাম্পে অভিযোগ করে সেবা না পেলে এসএমএসে অভিযোগ করতে পারবেন। এজন্য মেসেজ অপশনে গিয়ে ৭ ডিজিটের ত্রুটিযুক্ত ফোন নম্বরটি লিখে ০১৫৫০১৫২০০০ নম্বরে সেন্ড করতে হবে।

বাংলালিংক টু বাংলালিংক ৪৫ পয়সা মিনিট

বাংলালিংক দেশ প্যাকেজে মাত্র ২০ টাকা রিচার্জে রাত ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৪৫ পয়সা মিনিটে কথা বলা যাচ্ছে। এই অফার সব ব্যবহৃত, অব্যবহৃত এবং নতুন বাংলালিংক দেশ, দেশ রত্ন, একরেট, একরেট দারুণ, রংধনু, বাংলালিংক এসএমই, পোস্টপেইড কল অ্যান্ড কন্ট্রোল এবং বাংলালিংক বিজনেস কল অ্যান্ড কন্ট্রোল গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য। যেকোনো বাংলালিংক নম্বরে কল করার জন্য এ অফার প্রযোজ্য। বিশেষ কলচার্জ চালু হওয়ার দিন থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত উপভোগ করা যাবে। বার বার অন্তত ২০ টাকা রিচার্জ করে বিশেষ কলচার্জের মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়া যাবে। এই অফার পেতে মেসেজ অপশনে গিয়ে ওকে টাইপ করে ৪৫৪৫ নম্বরে পাঠাতে হবে। অনাসাবস্ক্রাইব করতে ডি লিখে ৪৫৪৫ নম্বরে এসএমএস করতে হবে। বিশেষ কলচার্জের মেয়াদ শেষে গ্রাহক তার আগের প্যাকেজে ফেরত যাবেন। শর্ত প্রযোজ্য। হেল্পলাইন : ১২১, ০১৯১১৩০৪১২১

গ্রামীণফোনের নতুন প্যাকেজ একতা

গ্রামীণফোন এনেছে নতুন প্যাকেজ একতা। ব্যবহারকারীরা এর মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রাহক, কর্মচারী ও ব্যবসায়িক সহযোগীদের সাথে সহজেই যোগাযোগ রাখতে পারবেন। সংযোগ দাম ১৪৯ টাকা। সাথে ৫০ টাকার টকটাইম এবং ১০০টি এসএমএস ফ্রি। প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ৫টি সচল একতা সংযোগে ৫-১০% বোনাস পাওয়া যাবে, অতিরিক্ত ১০ টাকা বিশেষ ব্যালেন্স ব্যবহার করা যাবে, নিজেদের মধ্যে কথা বলা যাবে ৪৯ পয়সা মিনিটে। ফ্রি টকটাইম শুধু জিপি নম্বরে ব্যবহার করা যাবে, ৬০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য।

সিটিসেলের নতুন এসএমএস সেবা চালু

ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের জন্য পাওয়ার এসএমএস শীর্ষক নতুন একটি সেবা চালু করেছে সিটিসেল। এটি ওয়েবভিত্তিক একটি সেবা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অনেকজনকে বাল্ক এসএমএস বা একসাথে অনেক এসএমএস পাঠাতে পারবেন। এই সেবার আওতায় সিটিসেল নম্বর ছাড়াও অন্যান্য অপারেটরের মোবাইল নম্বরেও বাল্ক এসএমএস পাঠানো যাবে।

বিশেষত করপোরেট গ্রাহকদের জন্য এই সেবা অনেক সুবিধাজনক হবে, যা দিয়ে তারা তাদের গ্রাহকদের অ্যাপি-কেশন থেকে www.mycitycell.com/powersms-এ লগঅন করে বাল্ক এসএমএস পাঠাতে পারবেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে ০১১৯৯১২১১২১ নম্বরে কল করে।

সিটিসেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেহবুব চৌধুরী রাজধানীর মহাখালীতে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে এই পাওয়ার এসএমএস সেবার উদ্বোধন করেন। এসময় প্রধান পরিচালক কর্মকর্তা ডেভিড লি, প্রধান বিপণন কর্মকর্তা কাফিল এইচ এস মুঈদ, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক ইনিসিয়েটিভসের জিএম আহমদ আরমান সিদ্দিকী ও নির্বাহী এবিএম সাইফুল বারী উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামীণের ইন্টারনেট মিনিপ্যাক ২৯ টাকায় ১৫ মে.বা.

দেশের প্রতিটি কোনায় জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে গ্রামীণফোন প্রিপেইড সংযোগ এনেছে সাশ্রয়ী ইন্টারনেট মিনিপ্যাক ১৫ মে.বা.। ১৫ দিন, ২৯ টাকায়। সাবস্ক্রাইব করতে পি৭ লিখে এসএমএস করতে হবে ৫০০০ নম্বরে। ব্যবহারসীমা (১৫ মে.বা. কিংবা ১৫ দিন যেটি আগে শেষ হয়) অতিক্রমের পর ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাইলে নতুন করে যেকোনো ইন্টারনেট প্যাকেজ সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ১৫ মে.বা. ব্যবহার হলে বা ১৫ দিনের মেয়াদ শেষ হলে মিনিপ্যাক প্যাকেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। বিস্তারিত জানা যাবে ১২১ নম্বরে। ভ্যাট, চার্জ ও শর্ত প্রযোজ্য।

রবির বন্ধ সংযোগ চালু করলেই ৬৫ পয়সা মিনিট

বন্ধ প্রিপেইড সংযোগ চালু করলেই রবি দিচ্ছে যেকোনো অপারেটরে ৬৫ পয়সা মিনিটে ২৪ ঘণ্টা কথা বলার সুযোগ। চালুর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অফার কার্যকর হবে। এই ট্যারিফ ৩০ জুন পর্যন্ত প্রযোজ্য। ২৩ এপ্রিল বা তার আগে থেকে বন্ধ থাকা প্রিপেইড (উদ্যোক্তা, ইজিলোড এবং কর্পোরেট ছাড়া) সংযোগের জন্য প্রযোজ্য। অফারের অন্তর্ভুক্ত কি না জানতে এ লিখে স্পেস দিয়ে রবি নম্বর লিখতে হবে এবং পাঠাতে হবে ৮০৫০ নম্বরে। ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য।

জুম আল্ট্রা প্রিপেইড সংযোগ ২৯৯০ টাকা ও পোস্টপেইড ৩৪৯০ টাকা

সিটিসেল জুম আল্ট্রা প্রিপেইড সংযোগ ও মডেম এখন পাওয়া যাচ্ছে ২ হাজার ৯৯০ টাকায়। গতি ৫১২ কেবিপিএস। আল্ট্রা পোস্টপেইড সংযোগ ও মডেম ৩ হাজার ৪৯০ টাকা। সাথে ৬০০ টাকার ফ্রি ডাটা উইকেন্ড। প্রিপেইড আল্ট্রা প-ান অ্যাকটিভেট করতে আল্ট্রা সংযোগ থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রোভাইডের নাম লিখে এসএমএস করতে হবে ৯৬৬৬ নম্বরে। ফ্রি ডাটা ইউকেন্ড (পোস্টপেইড) সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা করে ২টি মাসিক বিলের সাথে অ্যাডজাস্ট করা হবে। অতিরিক্ত ব্যবহারে চার্জ প্রযোজ্য। হেল্পলাইন : ১২১, ০১১৯৯১২১১২১

রবি দিচ্ছে প্রিপেইড প্যাকেজ আজীবন মেয়াদের সুবিধা

মোবাইল ফোন অপারেটর রবি প্রিপেইড গ্রাহকদের দিচ্ছে আজীবন মেয়াদ সুবিধা। গ্রাহকরা এ অফার চলাকালে *১২০৮*১# নম্বরে কল করে বিনাশর্তে আজীবন মেয়াদের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এজন্য ১৪৮ টাকা এককালীন চার্জ প্রযোজ্য হবে। প্রিপেইড গ্রাহকদের এখন থেকে আর শুধু সিমের মেয়াদ বহাল রাখতে প্রতিমাসে রিচার্জ করতে হবে না। বিস্তারিত জানা যাবে ১২৩ অথবা ০১৮১৯৪০০৪০০ নম্বরে কল করে।

ভিশন ব্র্যান্ডের কেসিংয়ে নানা সুবিধা

কোয়ালিটি এবং মনকাড়া ডিজাইনের জন্য ভিশন কেসিং ব্যবহারকারীদের মনে একটি স্থান করে নিয়েছে। এতে আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইউএসবি পোর্ট, সাউন্ড ইনপুট-আউটপুট সুবিধাসহ দুটি পোর্ট, দুটি সাটা ডাটা ক্যাবলসহ শক্তিশালী পাওয়ার সাপ্ল-াই ইউনিট।

ভিশন ব্র্যান্ডের পরিবেশক কমপিউটার ভিলেজের পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, ইউজাররা যেখানে ডেস্কটপ পিসির কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্ল-াইয়ের মান নিয়ে চিন্তিত সেখানে ভিশন কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্ল-াই ইউজারকে দেবে চিন্তামুক্ত অনবদ্য সার্ভিস। যোগাযোগ : ৯৬৬৮৫১৩, ০১৭১৩২৪০৭৩২

এপাসার হটলাইন চালু

এপাসার হটলাইন নামে একটি গ্রাহকসেবাভিত্তিক সার্ভিস চালু করেছে কমপিউটার সোর্স। এপাসার পণ্যের প্রচার এবং প্রসারে গ্রাহকসেবার মান বাড়াতে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা এই হটলাইন চালু করা হয়েছে। পেনড্রাইভ, মিডিয়া প্লে-য়ার, ওয়েব ক্যামেরা, প্রজেক্টার প্রভৃতি সব পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে এই হটলাইনের মাধ্যমে। এপাসার হটলাইন : ০১৭১৩৩৬৫২২০ নম্বরে সপ্তাহে ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা এপাসার ব্র্যান্ডের যেকোনো পণ্য সম্পর্কে তথ্য এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে

এসারের নতুন এলসিডি মনিটর এনেছে স্মার্ট

এসার ব্র্যান্ড মনিটরের পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে এনেছে এসারের এক্স ও পি সিরিজের দুটি নতুন মডেলের এলসিডি মনিটর। পি১৯৫এইচকিউ মডেলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো– ১৮.৫ ইঞ্চি প্রশস্ত পর্দা, সিনেম্যাটিক ১৬:৯ এইচডি ফরমেট সংযুক্ত থাকায় মিডিয়া, চলচ্চিত্র এবং ইমেজ ও তথ্য স্পষ্ট, চমৎকার ও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী, ৫ মিলি-সেকেন্ড সাড়া দেয়, রেজ্যুলেশন ১৩৬৬ বাই ৭৬৮, লাইফটাইম ৫০ হাজার ঘণ্টা/২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এনটিএসসি ৭২%, ওয়াল মাউন্টিং ও কেনসিংটন লক সমর্থন করে ইত্যাদি। দাম ৯ হাজার টাকা। এছাড়া এক্স১৬৩ডবি-উ মডেলের মনিটরের পর্দা ১৫.৬ ইঞ্চি। দাম ৭ হাজার ৫০০। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪১

ঘরে বসে টাকা আয়ের কোর্স

মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসে টাকা আয়ের সহজতম পদ্ধতি নিয়ে স্বল্পমূল্যে কোর্স চালু করেছে 'মোবাইল অনলাইন মানি ইনকাম ক্লাব' নামের প্রতিষ্ঠানটি। কোর্স শুরু হয়েছে ৬ জুন। যোগাযোগ : ০১৭১৯৪৭০২০০২, ০১৬৭১০৮৫০৪০

আসুসের ২টি নতুন ল্যাপটপ বাজারে

আসুস ব্র্যান্ডের ২টি নতুন মডেলের নোটবুক এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.।

জিই১জে-থ্রিডি : আসুসের গেমিং সিরিজের অত্যাধুনিক হাই-এন্ড মাল্টিমিডিয়া ল্যাপটপটিতে রয়েছে থ্রিডি ভিশন প্রযুক্তি, ১.৬ গিগাহার্টজ গতির ইন্টেল কোর আই-৭ প্রসেসর, মোবাইল ইন্টেল পিএম৫৫ এক্সপ্রেস চিপসেট, ১৫.৬ ইঞ্চির ডিসপে-, ৩ গি.বা. ডিডিআর-৩ র‍্যাম, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক প্রভৃতি। দাম ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

ইএল৮০ভিটি : এই সিরিজের ল্যাপটপটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– আসুস টার্বো৩৩ প্রযুক্তি, সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টা ব্যাটারি লাইফ, ১ ইঞ্চির চেয়েও সরু ডিজাইন। এছাড়া ইন্টেল জিএস৪৫ এক্সপ্রেস চিপসেটের এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে ২ গি.বা. ডিডিআর-৩ র‍্যাম, ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ১৪ ইঞ্চি ডিসপে- প্রভৃতি। দাম ৫৭ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০, ৮১২৩২৮১

তোশিবার নতুন মিনি ল্যাপটপ বাজারে

তোশিবা ব্র্যান্ডের নতুন মিনি ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এনবি৩০০-এ১০১ মডেলের নতুন এই মিনি ল্যাপটপটিতে রয়েছে ১.৬৬ গিগাহার্টজ গতির ইন্টেল অ্যাটম এন৪৫০ প্রসেসর। এছাড়া ১ গি.বা. ডিডিআর-টু র‍্যাম (৮০০ মেগাহার্টজ), হার্ডডিস্ক ২৫০ গি.বা. সাটা, পর্দা ১০.১ ইঞ্চি ডব্লি-উএক্স সিএসভি, ইন্টেল এনএম-১০ গ্রাফিক্স, ৬ সেল ব্যাটারি, ল্যান ও ওয়াইড ল্যান, ওয়েবক্যাম, ওএস উইন্ডোজ-৭ স্টার্টার ইত্যাদি। দাম ৩০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৫

ফুজিৎসু এএইচ ৫৫০ নোটবুক বাজারে

ফুজিৎসু এএইচ ৫৫০ মডেলের নোটবুক এনেছে কমপিউটার সোর্স। এতে আছে ইন্টেল কোর আই-থ্রি ৩৩০এম প্রসেসরের শক্তি, যার প্রসেসিং স্পিড ২.১৩ গিগাহার্টজ, ৩ মেগাবাইট ক্যাশ মেমরি, ফ্রন্টসাইড বাস স্পিড ১০৬৬ মেগাহার্টজ, ইন্টেল এইচএম৫৫ এক্সপ্রেস চিপসেট, ২ গি.বা. ডিডিআর থ্রি র‍্যাম, ৩২০ গি.বা. সাটা হার্ডডিস্ক, ড্যুয়াল লেয়ার ডিভিডি রাইটার, ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স কার্ড, ব্লুটুথ, ওয়্যারলেস ল্যান এবং ১৫.৬ ইঞ্চি এইচডি এলইডি ডিসপে-। ওজন ২.৭ কেজি। দাম ৭৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩৩৬৭৫১

স্যামসাংয়ের নতুন ডিজিটাল ক্যামেরা বাজারে

স্যামসাংয়ের ইএস-৬৫ মডেলের ১০.২ মেগাপিক্সেলের নতুন ডিজিটাল ক্যামেরা এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে– অপটিক্যাল জুম ৫এক্স, পর্দা ২.৫ ইঞ্চি এলসিডি, ডিজিটাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন, এমপিইজি মুভিং রেকর্ডিং, এক্সটারনাল মেমরি সমর্থিত, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইত্যাদি। রয়েছে এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। দাম ৮ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪৭

স্ক্যান এক্সপ্রেস এস ৪০ স্ক্যানার এনেছে সুপিরিয়র

স্ক্যান এক্সপ্রেস এস ৪০ এনেছে সুপিরিয়র ইলেক্ট্রনিক্স প্রা. লিমিটেড। এতে অতি সহজে পূর্ণ আকৃতির তথ্য, ছবি এবং বাণিজ্যিক কার্ড স্ক্যান করা যায়। একই সাথে তথ্যকে পিডিএফ, ওয়ার্ড, ই-মেইল, এক্সসেল প্রভৃতি ফরমেটে কনভার্ট করা যাবে। দ্রুত স্ক্যান করা যায়। রেজ্যুলেশন সর্বোচ্চ ৬০০ ডিপিআই। উইন্ডোজ এক্সপি, ভিসতা, উইন্ডোজ-৭, ম্যাক ওএস এক্স সাপোর্ট করে। ১ বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৯১৪২৮২৮১০

পাওয়ার প্যাকের নতুন ইউপিএস বাজারে

পাওয়ার প্যাক ব্র্যান্ডের লাইন ইন্টারঅ্যাকটিভ ও অফলাইনের দুটি নতুন মডেলের ইউপিএস এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। অধিক ব্যাকআপ ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার প্যাক ইউপিএস যুক্তরাষ্ট্রের এপিসি/এমজিই প্রযুক্তিতে তৈরি। ৬৫০ভিএ, ১২০০ভিএ মডেলের ইউপিএস দুটি অফ মোডেও চার্জ হয়, জেনারেটর সমর্থিত, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের নিশ্চয়তা দেয়, এভিআর ও উন্নতমানের লিড অ্যাসিড ব্যাটারিসম্পন্ন। দাম ৬৫০ভিএ ২ হাজার ৭০০ টাকা এবং ১২০০ভিএ ৪ হাজার ৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৯

ওয়েপের থার্মাল পস প্রিন্টার এনেছে গে-াবাল

ওয়েপের টিএইচ৪০০ মডেলের থার্মাল পস (পিওএস) প্রিন্টার এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। এই প্রিন্টারটির প্রিন্ট স্পিড প্রতি সেকেন্ডে ২২০ মিলিমিটার, প্রিন্টিং রেজ্যুলেশন ২০৩ ডিপিআই, ইনপুট বাফার ১২৮ কিলোবাইট। ইউএসবি ইন্টারফেসের এই পস (পিওএস) প্রিন্টারটিকে বারকোড প্রিন্টার, ক্যাশ রিসিপ্ট, টোল গেইট রিসিপ্ট, ট্যাক্স রিসিপ্ট, বিল রিসিপ্ট, মুভি টিকেট, ব্যাংক টোকেন, পানির ট্যাক্স রিসিপ্ট প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা যায়। দাম ২৪ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯২৭, ৯১৩৩৭৭৬

বাজার দখল করছে ইয়ারসন স্পিকার

বিভিন্ন মডেলের ইয়ারসন স্পিকার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ২:১, পোর্টেবল ডিজাইন, লিথিয়াম ব্যাটারিসমৃদ্ধ মিনি ল্যাপটপ স্পিকার এবং উচ্চপ্রযুক্তির পিয়ানো সেটআপের স্পিকার।

কমপিউটার ভিলেজের ব্যবসায় উন্নয়ন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মো: ইকবাল হোসেন জানান, ইয়ারসন স্পিকার গুণগতমান এবং হাই সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বাজারের কিছু অংশ দখল করে নিচ্ছে।

এতে আছে ইউএসবি পোর্ট যার সাহায্যে ক্রেতা তার ফ্ল্যাশড্রাইভ থেকে গান চালাতে পারবেন। তাছাড়া ক্রেতার মোবাইলে রক্ষিত জনপ্রিয় গান শুনতে স্পিকারে রাখা হয়েছে মেমরি কার্ড অপশন। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২, ০২-৯৬৬৮৫২০

লাইটস্ক্রাইব প্রযুক্তির স্যামসাং ডিভিডি রাইটার বাজারে

স্যামসাংয়ের লাইটস্ক্রাইব প্রযুক্তির ডিভিডি রাইটার এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এস-২৪৩ মডেলের এই রাইটারটির বিশেষত্বিত লাইটস্ক্রাইব প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিভিডি ডিস্কের ওপরে ছবি, লোগো ও লেখা প্রিন্ট করতে পারে। এছাড়া ২৪এক্স গতিতে ডিভিডি রাইট করতে পারে। উল্লেখ্য, রাইটের ক্ষেত্রে এই ২৪এক্স গতি প্রচলিত ডিভিডি রাইটারগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব ও বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এবং এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। দাম ১ হাজার ৯০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪৮

মার্কারী ইউপিএসে ২ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা দিচ্ছে সোর্স এজ

মার্কারী ব্র্যান্ডের ইউপিএসে ২ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা দিচ্ছে সোর্স এজ লিমিটেড। এর ওভার টেম্পারেচার, ওভারলোড, ডাটালাইন ও সার্জ প্রটেকশন প্রযুক্তির কারণে অফিসে কিংবা বাড়িতে এর ব্যবহারকে করেছে সর্বোচ্চ নিরাপদ। এর ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইনপুট ভোল্টেজ সুবিধার জন্য ভোল্টেজের দ্রুত ওঠা-নামা থেকে অফিস কিংবা বাড়িতে ব্যবহৃত কমপিউটার বা ইলেকট্রনিক্স পণ্যসমূহকে রাখে নিশ্চিন্ত ও সুরক্ষিত। এতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক ইন্টেলিজেন্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও ইন্টেলিজেন্ট ব্যাকআপ মনিটরিং সফটওয়্যার। দাম ৬৫০ ভিএ ২৬৫০ টাকা, ৮০০ ভিএ ৩১০০ টাকা ও ১২০০ ভিএ ৫৩০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৬৭১৩৩৩৭৭৭, ৯৫৫১৭১৫

ছুটির দিনে লিনআক্স কোর্স

রেডহ্যাট লিনআক্সের অনুমোদিত ট্রেনিং ও এক্সাম পার্টনার আইবিসিএস-প্রাইমেক্স শুক্র ও শনিবার ব্যাচে ভর্তি চলছে। ১০৪ ঘণ্টার কোর্সে লিনআক্স এসেনসিয়াল, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সিকিউরিটি ও নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩০৩৯৭৫৬৭, ৯১৪১৮৭৬

এইচপির নতুন মিনি নেটবুক বাজারে

এইচপির নতুন নেটবুক ও মিনি নেটবুক পিসি এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এইচপি প্যাভিলিয়ন ডিএমত্রি-১১২৫টিএক্স মডেলের নেটবুক পিসির প্রসেসর ইন্টেল কোর-টু-সলো এবং গতি ১.৩ গিগাহার্টজ। আরও রয়েছে ২ গি.বা. ডিডিআরত্রি র‌্যাম, ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ১৩.৩ ইঞ্চি পর্দা, সুপার-মাল্টিডিভিডি, ৫৬কে মডেম, ল্যান, ব্লু-টুথ, ১০ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ, উইন্ডোজ-৭ হোম বেসিক, ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স মিডিয়া এক্সিলেটর ইত্যাদি। দাম ৭১ হাজার টাকা।

এছাড়া চারটি নতুন মডেলের মিনি নেটবুক এসেছে। মনোরম রঙের এই নেটবুকগুলোর দাম ৩২ হাজার থেকে ৩৭ হাজার টাকার মধ্যে। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩১৭৭৩১-৪৩

এলজির ডবি-উ৪৩ সিরিজের এলসিডি মনিটর এসেছে

এলজি ব্র্যান্ডের পরিবেশক গে-বাল ব্র্যান্ড প্রা. লিমিটেড এনেছে ডবি-উ৪৩ সিরিজের ডবি-উ২২৪৩টি মডেলের এলসিডি মনিটর। সাড়ে ২১ ইঞ্চির প্রশস্ত পর্দার এই এলসিডি মনিটরটিতে রয়েছে সর্বশেষ প্রযুক্তি ও সুবিধা। মনিটরটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ফটো ইফেক্ট, ইজেড জুমিং, ৪:৩ ইন ওয়াইড, এনার্জি স্টার রেটেড প্রভৃতি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ফিচার। দাম ১২ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯২২

এসেছে এক্সট্রিমের মাউস-কেসিং-কিবোর্ড

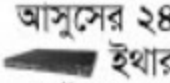

এক্সট্রিম ব্র্যান্ডের কেসিং, মাউস ও কিবোর্ড এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। কেসিংয়ের দাম ১ হাজার ৮০০ টাকা। বাংলা বিজয় লে-আউটসহ প্রচলিত কিবোর্ডের চাইতে ভিন্নধর্মী এক্সট্রিমের ৮টি কালার হট-কি সম্বলিত পিএস-২ কিবোর্ডের দাম ২৫০ টাকা। অপটিক্যাল ইউএসবি ও স্ক্রল সুবিধাসহ ৮০০ ডিপিআই পারফেক্ট লোকেশনের মাউসটির দাম ১৮০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৯

আসুসের ২৪ পোর্টের গিগাবিট ইথারনেট সুইচ বাজারে

ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কের জন্য উপযোগী আসুসের গিগাএক্স২০২৪এক্স মডেলের গিগাবিট ম্যানেজড লেয়ার-২ ইথারনেট সুইচ এনেছে গে-বাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। এতে রয়েছে ২৪টি ১০/১০০ মে.বা. পিএস আরজে-৪৫ পোর্ট। দাম ১৮ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৫৩

আসুসের ২টি নতুন মাদারবোর্ড এনেছে গে-বাল

আসুস ব্র্যান্ডের ২টি নতুন মডেলের মাদারবোর্ড এনেছে গে-বাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.।

পি৭এইচ৫৫ডি-এম ইভিও : ইন্টেল এইচ৫৫ এক্সপ্রেস চিপসেটের এই মাদারবোর্ডটি কোরআই-৭, কোরআই-৫, কোরআই-৩, পেন্টিয়াম প্রসেসরসমূহ এবং সর্বোচ্চ ১৬ গিগাবাইট ডিডিআর-৩ মেমরি সাপোর্ট করে। এতে রয়েছে ইউএসবি ৩.০, আসুস জিপিইউ বুস্ট, টার্বো ভি, টার্বো কী টেকনোলজি এবং আসুস এক্সট্রিম ডিজাইন ফিচার। দাম ২০ হাজার টাকা।

পিএকজি৪১টি-এম এলএক্স : ইন্টেল জি৪১ চিপসেটের নতুন এই মাদারবোর্ডটির ফ্রন্ট সাইড বাস ১৩৩৩ মেগাহার্টজ। এতে রয়েছে ইন্টেল জিএমএ এক্স৪৫০০ চিপসেটের ১ গিগাবাইট ভিডিও মেমরি, ৪টি সাটা পোর্ট, গিগাবিট ল্যান, ৮-চ্যানেল অডিও, ৮টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট প্রভৃতি। দাম ৪ হাজার ৬০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০

নতুন টিভি কার্ড এভার টিভি গ্যালাক্সি এনেছে সোর্স

এভার মিডিয়ার এভার টিভি গ্যালাক্সি সিরিজের টিভি কার্ড এনেছে কমপিউটার সোর্স। এই এক্সটার্নাল টিভি কার্ডটির মাধ্যমে উপভোগ করা যাবে স্বচ্ছ এবং নিখুঁত ছবি। এই কার্ডটি প্রোগ্রাম ভিবি এবং মাই থিয়েটার ডিভিবিএস ওয়াচিং সফটওয়্যার সাপোর্ট করে। এর সাথে যুক্ত আছে উইন্ডোজ মিডিয়া সেন্টার এডিশনের সফটওয়্যার, ফলে সরাসরি উইন্ডোজের মাইটিভি অপশন থেকে টিভি দেখা এবং ক্যাপচার করা যাবে। প্রতিটি টিভি কার্ডে ২ বছরের ওয়ারেন্টি সুবিধা রয়েছে। দাম সাড়ে ৬ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩০৪৪৭০৩

রিয়েল মিডিয়ার নতুন টিভি কার্ড এনেছে স্মার্ট

এলসিডি মনিটরের জন্য সম্পূর্ণ রিমোট নিয়ন্ত্রিত রিয়েল মিডিয়া ব্র্যান্ডের নতুন টিভি কার্ড এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। দুটি মডেলের এই টিভি কার্ড ৪:৩, ১৬:৯, ১৬:১০ ডিসপে- মোড; ১২ ধরনের আউটপুট মোড ও সিআরটি মনিটর সমর্থন করে এবং সর্বোচ্চ রেজ্যুলেশন ১৯২০ বাই ১২০০। রয়েছে বিল্ট-ইন স্পিকার, এক হাজার চ্যানেল ও স্বয়ংক্রিয় চ্যানেল স্ক্যানিং, একই সঙ্গে একাধিক চ্যানেল দেখা, ঝকঝকে ইমেজের জন্য ২৪ বিট কালার, ফনি গেম ও অটো ক্যালেন্ডার, ভিডিও আউট পোর্ট, এস-ভিডিও, ভিসিড, টিভি গেম কনসোল ও ক্যামেরা সংযোগের ব্যবস্থা। মডেলভেদে দাম ১ হাজার ৯০০ টাকা এবং ২ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৯

স্পি-ট সেকেন্ড

নতুন ধাঁচের রেসিং স্টাইল ও রোমাঞ্চকর গেমপে- নিয়ে বাজারে এসেছে স্পি-ট সেকেন্ড নামের গেমটি। এটি স্পি-ট/সেকেন্ড বা স্পি-ট সেকেন্ড : ভেলোসিটি নামেও পরিচিত। এটি ডেভেলপ করেছে ব-াক রক স্টুডিও এবং পাবলিশ করেছে ডিজনি ইন্টারঅ্যাকটিভ স্টুডিওস। এটি উইন্ডোজ, পে-স্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০-এর জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। গেমবয় ও নিনটেনডো কনসোলের জন্য এ গেমের কোনো ভার্সন বের হয়নি।

প্লট

ইদানীং টিভিতে রিয়ালিটি শো নিয়ে ব্যাপক মাতামাতি চলছে। সে আমেজ আরো চাঙ্গা করার জন্য গেমের মধ্যেও আনা হয়েছে। গেমারকে এক কাল্পনিক রিয়ালিটি টিভি শোতে অংশগ্রহণ করতে হবে, যাতে নানারকম রেসিং ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে হবে অর্থ ও খ্যাতি অর্জনের লক্ষে। গেমের মূল আকর্ষণ হচ্ছে রেস খেলার সময় রাস্তায় বিভিন্ন রকমের বাধার সম্মুখীন হওয়া। পে-য়ার এবং প্রতিপক্ষ উভয়েরই ক্ষমতা আছে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে রাস্তায় যানবাহন বা আশপাশের বাড়িঘর ধ্বংস করে রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করা ও অন্য রেসারের গাড়ির ক্ষতি করার। একে একে ইভেন্ট জয় করে নতুন অ্যাপিসোডে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং রিয়ালিটি টিভি শো'র বাকি প্রতিযোগীদের হারিয়ে জয়ের মুকুট নিজের দখলে নিতে হবে।

গেমপে-

অন্যান্য রেসিং গেমের ইভেন্টের সাথে এ গেমের রয়েছে বিশাল পার্থক্য। সাধারণভাবে রেস খেলে জেতার সম্ভাবনা কম, কারণ প্রতিযোগীদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেশ কড়া। তাই জিততে হলে পাওয়ার পে-অপশনের সাহায্য নিতে হবে। পাওয়ার পে- অপশনটি গেমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গেমারের একটি পাওয়ার মিটার থাকবে যা গাড়ি নিয়ে ড্রিফট, ড্রাফট ও জাম্প করার ফলে বাড়তে থাকবে। পাওয়ার মিটারের তিনটি ভাগ থাকবে। প্রথম ভাগ পূর্ণ হলে একজন প্রতিপক্ষকে ট্রিগার করা যাবে। দ্বিতীয়ভাগে একসাথে ২-৩টি এবং তৃতীয়ভাগ পূর্ণ করতে পারলে সামনে থাকা পুরো গাড়ির বহর তছনছ করে দেয়া যাবে। প্রতিপক্ষ যদি পেট্রোল পাম্পের পাশে দিয়ে যায় আর গেমারের পাওয়ার মিটার পূর্ণ থাকে তবে সে পেট্রোল পাম্পকে ট্রিগার করে উড়িয়ে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে সময়জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উপযুক্ত সময়ে ট্রিগার করতে পারলে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করা যাবে। আবার ট্রিগারের টাইমিং ঠিক না হলে নিজের পাতা ফাঁদে নিজেকেই পড়তে হবে।

ফিচারসমূহ

গেমে ১২ অ্যাপিসোডে ভাগ করে প্রায় ৭২টি ইভেন্ট রয়েছে। বেশ কিছু মোডে গেম খেলার ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন– ডেটোনেটর, সারভাইভাল, এলিমিনেটর, টাইম ট্রায়াল ইত্যাদি। মাল্টিপে-য়ার মোডে আটজন একসাথে খেলা যায়। তবে মজার বিষয় হচ্ছে অফলাইনে একই পিসিতে স্প্লিন দু'ভাগ করে দু'জন একসাথে খেলতে পারবে। রাস্তায় থাকা মোটরকার, ট্রাক, পেট্রোল পাম্প, ব্রিজ, ফ্লাইওভার ইত্যাদি ট্রিগার করার পাশাপাশি বিল্ডিং ধসিয়ে দেয়া, পে-ন ক্রাশ করানো, হেলিকপ্টার থেকে এক্সপে-সিভ ফেলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যাবে। হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া মিসাইলের মোকাবেলাও করতে হবে এবং তা ফিরিয়ে দিয়ে হেলিকপ্টারও ধ্বংস করা যাবে।

দুর্বলতা

গেমে স্পিডোমিটার ও ম্যাপ দেয়া হয়নি। লো কোয়ালিটি গ্রাফিক্স মোডে খেলার সময় সামনে কি বাধা আছে তা বুঝতে কষ্ট হবে। তবে হাই কনফিগারেশনের পিসি হলে এ সমস্যা হবে না।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

ইন্টেল পেন্টিয়াম ডি ৩.০ গিগাহার্টজ, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ৬.৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, পিক্সেল শ্রেডার ৩.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (জিফোর্স ৭৬০০ বা রেডিওন এক্স ১৬০০ বা তদুর্ধ্ব)।

সনিক অ্যান্ড সেগা অল-স্টারস রেসিং

জাপানের নামকরা গেম নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সেগার বানানো বিভিন্ন গেমের চরিত্র নিয়ে বানানো হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী একটি রেসিং গেম, যার নাম সনিক অ্যান্ড সেগা অল-স্টারস রেসিং। গেমটির মূল চরিত্রে রয়েছে সেগা গেম সিরিজের অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র সনিক। পিসি ও কনসোলের জন্য গেমটি ডেভেলপ করেছে সুমো ডিজিটাল এবং মোবাইলের জন্য ডেভেলপ করেছে গেমলফট। গেমটি বানানো হয়েছে সাদাশহিন গেম ইঞ্জিনের সাহায্যে।

প্লট

সেগা গেম সিরিজের চরিত্রগুলোকে একসাথে এক গেমে এনে বের করা হয়েছে আরো অনেক গেম। তার মধ্যে রয়েছে সেগা সুপারস্টারস, সেগা সুপারস্টারস টেনিস ইত্যাদি। সেগার গেমগুলো পিসির চেয়ে বেশি খেলা হয় কনসোলে। ছোটদের জন্য অনেক ধরনের গেম বানিয়ে থাকে এ প্রতিষ্ঠান। সেগার বানানো গেমগুলোর সাথে সবাই কমবেশি পরিচিত। সেগার সনিক চরিত্রটি বেশ জনপ্রিয়, তাই তাকে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছে এ রেসিং গেম। জানা-অজানা অনেক গেমের চরিত্রের সংমিশ্রণে গেমের আসর জমিয়ে তোলা হয়েছে।

গেমপে-

গেমটি মূলত মাসকট কার্ট রেসিং ধাঁচের। খেলার ধরন মারিও কার্ট, কোনামি ক্রেজি রেসার ও ক্রাশ টিম রেসিংয়ের সাথে অনেকটা মিলে যায়। এ গেমে রেসের পাশাপাশি রাখা হয়েছে আরো মজার কিছু ইভেন্ট, যা বেশ চমকপ্রদ। রেস খেলার সময় কিছু স্থানে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়ার জন্য রয়েছে বুস্টার ট্র্যাক, প্রতিপক্ষের সাথে রেসে জেতা সহজ করার লক্ষে আগেভাগেই বুস্টার ট্র্যাকের ওপর গাড়ি নিয়ে যেতে হবে। প্রতিপক্ষ এগিয়ে গেলেও চিন্তার কিছু নেই। রেসিং ট্র্যাকের মাঝপথে মিলবে কিছু পাওয়ার-আপ টুল যা দিয়ে নিজ গাড়ির গতি বাড়ানো, সামনের রেসারকে ধরাশায়ী করা বা পেছনের রেসারের জন্য ফাঁদ পেতে রাখা যাবে।

ফিচারসমূহ

গেমে দেয়া হয়েছে তিন ধরনের বাহন। এগুলো হচ্ছে– কার, বাইক ও হোভারক্রাফট। নির্দিষ্ট স্থানের জন্য গাড়ি নির্দিষ্ট করা রয়েছে। প্রতিটি ক্যারেক্টারের রয়েছে নিজস্ব গাড়ি যা গেমের বিশেষ আকর্ষণ। কারণ গাড়িগুলোর ডিজাইন, চলার গতি, ইঞ্জিনের আওয়াজ, চালানোর ধরন ভিন্ন রকমের। তাই প্রতিটি ক্যারেক্টারকে নিয়ে পাওয়া যাবে ভিন্ন আমেজ। রেস জিতে অর্জন করতে হবে সেগা মাইলস (পয়েন্ট), যা দিয়ে আনলক করা যাবে কিছু ক্যারেক্টার, ট্র্যাক ও গান। এতে রয়েছে প্রায় ২৪টি আলাদা ট্র্যাক, যার লোকেশনগুলো নেয়া হয়েছে বিভিন্ন গেমের ঝুলি থেকে। গেমে সনিক হিরোস, সুপার মাংকি বল, বিলি হ্যাচার অ্যান্ড দি জায়ান্ট এগ, জেট সেট রেডিও ফিউচার, সাম্বা ডে অ্যামিগো ও দ্য হাউস অব দ্য ডেড গেমের বিশেষ কিছু স্থান রয়েছে। গেমে চার ধরনের সিঙ্গেল পে-য়ার মোড রাখা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে– গ্র্যান্ড প্রিক্স, সিঙ্গেল রেস, মিশনস ও টাইম ট্রায়াল। মাল্টিপে-য়ার মোডে স্প্লিন দু'ভাগে ভাগ করে খেলার সুযোগ রয়েছে। এ মোডে রয়েছে ফ্রি রেস, এরেনা, কিং অব দ্য হিল ও ক্যাপচার দ্য ইমেরাল্ডস অ্যান্ড ক্যাপচার দ্য চাও। অনলাইন মোডে আটজন একসাথে খেলা যাবে তবে তা শুধু কনসোলে সম্ভব, পিসিতে নয়।

দুর্বলতা

গেমটির কন্ট্রোলিং ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব একটা ভালো নয়। ছোটদের কাছে এটি বেশ ভালো লাগলেও বড়দের কাছে কিছুটা একঘেয়ে লাগবে। গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড ইফেক্টের মান মোটামুটি।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

৩.২ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪ বা অথলন ৬৪ ৩০০০+ মানের প্রসেসর, এক্সপির জন্য ১ গিগাবাইট ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ২ গিগাবাইট, ৬ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, ডিরেক্ট এক্স ৯.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৬০০/এটিআই রেডিওন এক্স১৩০০ বা তদুর্ধ)।

সাইলেন্ট হান্টার ৫

সাইলেন্ট হান্টার গেম সিরিজের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৬ সালে ডস প-াটফর্মের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সাবমেরিন সিমুলেশনভিত্তিক এ গেমের জন্মদাতা প্রতিষ্ঠান ছিল এওন ইলেকট্রনিক এন্টারটেইনমেন্ট এবং পাবলিশার ছিল স্ট্র্যাটেজিক সিমুলেশন নামের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পরে গেম সিরিজটির স্বত্ব কিনে নেয় ফ্রান্সের নামকরা গেম ডেভেলপার ও পাবলিশার কোম্পানি ইউবিসফট। শুধু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ প-াটফর্মের জন্য এ গেমগুলো অবমুক্ত করা হয়েছে। নতুন বের হওয়া পর্বটিসহ এ সিরিজের সর্বমোট ৫টি গেম বের হয়েছে।

পট

গেমের পটভূমিই হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যকার সময়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করবে জার্মানির বিরুদ্ধে। ব্রিটেনের শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজের সামনে জার্মানির অবস্থা যখন করুণ হতে শুরু করে, তখন তারা পানির ওপরে থেকে যুদ্ধ করার চেয়ে পানির নিচে থেকে যুদ্ধ করার পথ বেছে নেয়। পানির নিচে থেকে সমুদ্রসীমার ওপরে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য যুদ্ধযান হিসেবে বেছে নেয় ইউ-বোট। ইউ-বোটের অর্থ হচ্ছে আন্ডার সী বোট। ইউ-বোট বা সাবমেরিন নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজের সাথে কঠিন যুদ্ধে তারা মেতে উঠেছিল। সেই যুদ্ধের ঘটনাটিই হচ্ছে সাইলেন্ট হান্টারের পঞ্চম পর্ব ব্যাটল অব দ্য আটলান্টিকের কাহিনী।

গেমপে-

গেমারকে খেলতে হবে জার্মানির পক্ষে সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনের ভূমিকায়। গেমের মুখ্য বিষয় হচ্ছে জলপথে সাবমেরিন নিয়ে শত্রুপক্ষকে ধরাশায়ী করা। ফার্স্ট পারসন মোডে ক্যাপ্টেন হিসেবে গেমারকে জাহাজের সুরক্ষা ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গোলাবারুদের পরিমাণ ও শত্রুপক্ষের জাহাজের গতিবিধি লক্ষ রাখতে হবে খুব বিচক্ষণতার সাথে। গেমারের পাশাপাশি ইউ-বোটে অন্যান্য ক্রু হিসেবে আরো থাকবে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ওয়াচ অফিসার, বোসান, কুক, ডিজেল মোটর অফিসার, গানার, নেভিগেটর, রেডিওম্যান, সাউন্ডম্যান, টর্পেডো অফিসারসহ আরো কয়েকজন। গেমার চার ধরনের ইউ-বোট পরিচালনার সুযোগ পাবে। এগুলো হচ্ছে– টাইপ VIIA, VIIB, VIIC ও VIIC/41।

নতুন ফিচারসমূহ

এ গেমে মিশনভিত্তিক ডায়নামিক ক্যাম্পেইন মোড দেয়া হয়েছে, যাতে একের পর এক কাজ সমাধা করার মাধ্যমে গেমের কাহিনী এগিয়ে চলবে। ক্যাপ্টেনের সাথে আলাপ করার সময় ক্রুদের চেহারার অঙ্গভঙ্গি ও ভীতভাব খুবই বাস্তবসম্মত। ফার্স্ট পারসন মোডে ইউ-বোটের সর্বত্র বিচরণ করতে পারবে গেমার। এই প্রথম এ সিরিজের গেমে ব্যবহার করা হয়েছে খুবই সহজ ইউজার ইন্টারফেস। এতে সাবমেরিন সিমুলেশন গেমের সাথে নতুন পরিচিত গেমারও অনায়াসে সাবমেরিন চালানোর কৌশল আয়ত্তে আনতে পারবে। গ্রাফিক্সের মান খুবই প্রশংসনীয় ও আকর্ষণীয়। মাল্টিপে-য়ার মোডে ইন্টারনেট কানেকশনের দরকার হবে।

দুর্বলতা

সিমুলেশন গেম হিসেবে রিকোয়ারমেন্ট কিছুটা বেশিই চাওয়া হয়েছে। গেমের পরিবেশ শুধু সাবমেরিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শুধু ফার্স্ট পারসন মোড না থেকে সাথে থার্ড পারসন মোড থাকলে তা আরো ভালো হতো। গেমপে- কিছুটা একঘেয়ে ধাঁচের। সাব ক্যাপ্টেনের উপস্থিতি ও গেমের মাঝে টিউটরিয়ালগুলো তেমন একটা কাজের নয় এবং বেশ বিরক্তিকর।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২ গিগাহার্টজ, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, ডিরেক্টএক্স ৯.০ সি সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (এটিআই রাডেওন এইচডি২৬০০ বা এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০)।

সুপ্রিম কমান্ডার ২

রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি গেমভক্তদের কাছে সুপ্রিম কমান্ডার গেমটি পরিচিত। কিন্তু যারা এ গেমের সাথে পরিচিত নন তাদের জন্য বলা হচ্ছে গেমটি একটি সায়েন্স ফিকশনভিত্তিক রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি গেম। এ ধাঁচের অন্য গেমগুলোর চেয়ে এ গেমটি খেলার ধরন বেশ আলাদা। প্রথম বের হওয়া সুপ্রিম কমান্ডারের সিক্যুয়াল হিসেবে বের হয়েছে নতুন এ গেমটি, তবে তা প্রথমটির ওপরে নির্ভরশীল নয়। সুপ্রিম কমান্ডার ২ গেমটি ডেভেলপ করেছে গ্যাস পাওয়ারড গেমস এবং পাবলিশ করেছে স্কয়ার ইনিক্স।

পট

সুপ্রিম কমান্ডার– ফোর্সেজ অ্যালিয়েন্স (প্রথম গেম) গেমের প্রায় ২৫ বছর পরের প্রেক্ষাপটে নতুন গেমের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ইউনাইটেড আর্থ ফেডারেশন, ইলুমিনেট এবং সাইব্রান নেশনের মধ্যকার শক্তিপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরবে। তাদের ইউনিয়নের নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কে হবে তা নিয়ে শুরু হবে দ্বন্দ্ব। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দমিয়ে রাখতে চাইবে। দানা বেঁধে উঠবে একনায়কতন্ত্র। এক জাতি অন্য জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কাজে লিপ্ত হবে। গেমের মূল লক্ষ্য হবে প-ানেট কিলার নামের মহাশক্তিশালী অস্ত্র হাসিল করা, যার সাহায্যে পুরো ইউনিভার্সের ওপরে রাজত্ব করা যাবে।

গেমপে-

গেমটিতে রয়েছে ২১টি মিশন, যার মধ্যে প্রতি জাতি নিয়ে ৭টি করে মিশন সম্পন্ন করতে হবে। ইউনাইটেড আর্থ ফেডারেশনের পক্ষে কমান্ডার ডোমিনিক ম্যাডক্সকে নিয়ে সাইব্রানদের নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত করে এলাকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ইলুমিনেটের ক্যাম্পেইনে খেলার সময় নেতৃত্ব দিতে হবে সুপ্রিম কমান্ডারের মহাশত্রু ইভালুয়েটর কায়েলের বংশধর কমান্ডার থালিয়া কায়েলকে নিয়ে। ডা. ব্রাকম্যান ও এলিট কমান্ডার ডেস্টিয়ার ক্রোন হিসেবে জনলাভ করা সন্তান ইভান ব্রাকম্যান নেতৃত্ব দেবে সাইব্রান নেশনের। গেমারকে খেলার সময় এসিইউ (আর্মেড কমান্ড ইউনিট) নামের বয় আকৃতির রোবট বা আডাপ্টারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ইউনিট খুবই শক্তিশালী ও অন্যান্য ইউনিট তৈরি করতে পারে। এ ইউনিটের সাহায্যে গেমারকে বানাতে হবে মাস ও এনার্জি জেনারেটর যা অর্থ ও এনার্জি উৎপাদন করবে। এরপর ধীরে ধীরে বানাতে হবে আরো কিছু স্থাপনা এবং টেকনোলজি ও ইউনিট। আরো শক্তিশালী করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুপক্ষের ওপরে।

নতুন ফিচারসমূহ

এ গেমের ইউনিট ও বিল্ডিং সংখ্যা এমনিতেই কম, তার ওপর নতুন গেমে তেমন একটা নতুন ইউনিট সংযোজিত হয়নি। টেকনোলজি আপগ্রেড করার তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– বেসিক, অ্যাডভান্সড ও এক্সপার্ট। স্কিরমিশ মোডে গেম সেভ করার ব্যবস্থা বাদ দেয়া হয়েছে। বড় আকারের ম্যাপ দেয়া হয়েছে যাতে অনেক সময় ধরে খেলা যায়।

দুর্বলতা

নতুন গেমারদের জন্য তেমন একটা ঝামেলাপূর্ণ না হলেও যারা আগের গেমটি খেলেছেন তাদের কিছুটা সমস্যা হবে। কারণ আগের চেয়ে এ গেমে কমান্ড দেয়া ও গেম অপশনের আইকনগুলো ভিন্ন ধরনের। শত্রুপক্ষের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তেমন একটা ভালো হয়নি। গেমে পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে জটিলতা বেশ বিরক্তিকর। গ্রাফিক্স কোয়ালিটি খুব একটা সুবিধার নয় এবং ইউনিটগুলোকে কার্টুনের মতো লাগে। গেমের মাঝে দেখানো মুভি বা কাট-সিনগুলোর ভিডিও কোয়ালিটি সন্তোষজনক নয়।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি খেলার জন্য লাগবে ডুয়েল কোরের ২.৬ গিগাহার্টজের প্রসেসর, এক্সপির জন্য ১ গিগাবাইট ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ১.৫ গিগাবাইট র‍্যাম, পিক্সেল শ্রেডার ৩.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড।

ইকো : সিক্রেটস অব দি লস্ট কেভেরন

এই গেমটি মূলত একটি ফার্স্ট পারসন অ্যাডভেঞ্চার ধাচের গেম। গেম-প্লে- রিটার্ন টু দি মিস্টেরিয়াস আইল্যান্ডের মতো। গেমের পটভূমি হচ্ছে প্রস্তর যুগের ইউরোপকে কেন্দ্র করে। গেমে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০০ সালের প্রস্তরযুগের প্রথমদিককার সময়কাল বা প্যালাইয়োলিথিক যুগের এক ১৫ বছরের কিশোরের ভূমিকায় খেলতে হবে।

বর্তমানের প্রায় সব গেমগুলোই সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বানানো হয়ে থাকে, কিন্তু এই গেমটি একটু ব্যতিক্রম, কেননা গেমের পরিবেশে কোন আধুনিকতার ছোয়া নেই, রয়েছে সেই আদিম প্রস্তর যুগের মানুষের জীবন ব্যবস্থা। যখন মানুষের কাছে আধুনিক যান্ত্রিক জীবন ছিলো কল্পনাতীত একটি বিষয়। কারণ সেই যুগে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য মাত্র ভাষার ব্যবহার শুরু করেছে, আগুন ব্যবহার করে মাংস রান্না করতে শিখেছে এবং শিকার করার জন্য বর্শার ব্যবহার আয়ত্বে এনেছে। এই ধরনের একটি সমাজ ব্যবস্থায় গেমটি খেলতে আধুনিক কোন মানুষের একটু অস্বস্তি লাগার কথা কিন্তু গেমেটির খেলার ধাচ বা গেম-প্লে- এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে গেমার কখনো আস্বস্তিতে ভুগবেন না বরং গেমটি খেলবেন টানটান উত্তেজনা নিয়ে।

গেমের কাহিনী মূলত গড়ে উঠেছে আরক নামের এই নবীন শিকারীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গেমের শুরুতেই দেখা যাবে আরক তার বর্শা দিয়ে হরিণ শিকার করতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে যায় এবং বাঘের হাত থেকে বাচার জন্য এক গুহায় আশ্রয় নেয় এবং গুহার মুখ পাথর দিয়ে আটকে দেয়, কিন্তু সে দেখতে পায় গুহার সামনে থেকে বাঘ সরছে না, তার বের হওয়ার প্রতীক্ষা করছে, এদিকে গুহার ভেতরে কিছু অংশ ছাড়া পুরোটাই ঘন অন্ধকারে ঢাকা। আরককে নিয়ে গুহার সেই সামান্য আলোকিত জায়গাগুলোতে আগুন জ্বালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন, শুকনো পাতা, শুকনো ঘাস, চ্যাপ্টা ছিদ্রযুক্ত পাথর ও শক্ত কাঠি ইত্যাদি খুজে বের করে গুহার ভেতর আগুন জ্বালাতে হবে। আগুন জ্বালানোর পর আরক গুহার দেয়ালে তার পূর্বপুরুষদের আঁকা নানান ছবি ও নকশা দেখতে পাবে এবং সেখান থেকে কিভাবে শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করা যায় ও কিভাবে হিংস্র জন্তুদের সাথে মোকাবিলা করা যায় তার বিভিন্ন দেয়াল চিত্র দেখতে পায়। তারপর পুরো গুহা খুজে আরো অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ খুজে বের করে শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করতে হবে এবং বাইরে বেরিয়ে বাঘের মোকাবিলা করতে হবে। এভাবে প্রথম ধাপ পার করে পরের ধাপ যেতে হবে।

গেমের প্রতিটি স্থানে বেশ জটিল ধরনের পাজল বা ধাঁধা রাখা হয়েছে। এছাড়া গেমের অন্যতম মজার ব্যাপার হচ্ছে এর এনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ যেখান থেকে গেমার প্রস্তর যুগের জীবনধারা, ব্যবহার্য আসবাবপত্র, শিকার করার অস্ত্র ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। গেমের আরো আকর্ষণীয় দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে এর চারপাশের প্রকৃতির নিখুত গ্রাফিক্স ও শব্দশৈলী। গেমে আরক ছাড়াও আরো কিছু চরিত্র রয়েছে তারা হচ্ছে- প্রস্তর যুগের মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো চিত্রশিল্পী ক্লেম এবং তার মেয়ে টিকা। এছাড়া স্লিন্টনেপার নামের একজন অদ্ভুত স্বভাবের রহস্যময় ব্যক্তি। গেমে বিভিন্ন সময় নানান ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্য আরককে এই চরিত্রগুলোর সহায়তা নিতে হবে।

গেমটি খেলতে ৬০০ মেগাহার্টজ ইন্টেল পেন্টিয়াম ৩ বা সমমানের এএমডির প্রসেসর, ১২৮ মেগাবাইট র‍্যাম, ৬৪ মেগাবাইট ডিরেক্ট এক্স কম্প্যাটিবল গ্রাফিক্সকার্ড ও হার্ডডিস্কে ১ গিগাবাইট খালি জায়গা লাগবে।

সোল রেভার : লিজেসি অব কেইন

ইডিয়াস ইন্টারেকটিভ গেম কোম্পানি যেসব গেমগুলো দিয়ে পরিচিতি পেয়েছে তাদের মধ্যে লিজেসি অব কেইন সিরিজের গেমগুলো অন্যতম। এই সিরিজের গেমগুলো হচ্ছে থার্ড পারসন- অ্যাডভেঞ্চার ধাচের হরর গেম। এখন পর্যন্ত এই সিরিজের ৫টি গেম মুক্তি পেয়েছে, গুলো হচ্ছে- ব-াড ব্লুমেন- লিজেসি অব কেইন, ব-াড ব্লুমেন ২- লিজেসি অব কেইন, লিজেসি অব কেইন -সোল রেভার, সোল রেভার ২ এবং সোল রেভার ৩।

গেম সিরিজটি একটি ধারাবাহিক কাহিনীর ওপর নির্ভর করে বানানো, তবে কেউ যদি ব-াড ব্লুমেন না খেলে থাকেন এবং সরাসরি লিজেসি অব কেইন-সোল রেভার ২ থেকে গেমটি খেলা শুরু করেন তাহলেও কাহিনী বুঝতে কোন সমস্যা হবে না , কেননা প্রতি গেমের শুরুতেই ফ্ল্যাশব্যাক মুভি দিয়ে আগের পর্বের কাহিনী সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

গেমে মূল ক্যারেক্টার হচ্ছে দুইজন, একজন হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার লর্ড কেইন ও অন্যজন হচ্ছে তার লেফটেনেন্ট র‍্যাজিয়েল। গেমের কাহিনীতে দেখা যায় লর্ড কেইন তার কালো সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করার জন্য ভালোর বিনাশ করার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু র‍্যাজিয়েল তার সাথে খিমত পোষণ করায় কেইন রাগান্বিত হয় এবং সে চিন্তা করে দেখে তার সিংহাসন দখল করার ও তার কাজে বাধা দেবার মতো শক্তি কেবল র‍্যাজিয়েলেরই আছে। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় র‍্যাজিয়েলকে তার রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে। তাই সে র‍্যাজিয়েলকে ধোকা দিয়ে সে র‍্যাজিয়েলের ডানার হাড় ভেঙ্গে ফেলে তাকে লেক অব ডেড নামের একটি মৃত্যুকূপে ফেলে দেয়, যাতে করে সে সেখান থেকে আর উঠে আসতে না পারে। কিন্তু গেমারকে নিয়ে এই অসাধ্যকে সাধন করতে হবে, সেই মৃত্যুকূপের দেয়াল বেয়ে ও বিভিন্ন ধাধা সমাধান করে র‍্যাজিয়েলকে আবার উপরে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং কেইনকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

গেমে বিভিন্ন মিশন রয়েছে, তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে একই সাথে গেমারকে র‍্যাজিয়েল ও কেইনের ভূমিকায় খেলতে হবে, গেমের কাহিনী এগিয়ে নেয়ার জন্য একবার র‍্যাজিয়েল হয়ে মৃত্যুকূপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য খেলতে হবে আবার পৃথিবীর উপরিভাগে কি ঘটছে সেটি জানার জন্য কেইনকে নিয়ে খেলতে হবে, অর্থাৎ গেমারকে ভালো ও খারাপ উভয় সত্ত্বাকে নিয়েই একইসাথে খেলতে হবে, যা বেশ মজার একটি অভিজ্ঞতা হবে গেমারের জন্য।

গেমে কেইনের বিভিন্ন ক্ষমতার মধ্যের অন্যতম হচ্ছে দূরের জিনিসকে আকর্ষন করে নিজের দিকে টেনে আনা, দূরের জিনিস বা শত্রুদের জোরদার বাতাসের ঝাপটা দিয়ে আঘাত করা, জোরদার লাফ দিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া এবং অস্ত্র হিসেবে রয়েছে তার শক্তিশালী তলোয়ার। র‍্যাজিয়েলের বিভিন্ন ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শত্রুর জীবনীশক্তি শুষে নেয়ার ক্ষমতা, তার চাদরের সাহায্যে শূন্যে গ-াইডিং করা।

গেমটি খেলার জন্য ৭৫০ মেগাহার্টজের প্রসেসর, ১২৮ মেগাবাইট র‍্যাম, ৩২ মেগাবাইট ডিরেক্ট-এক্স ৮ সমর্থিত গ্রাফিক্সকার্ড এবং হার্ডডিস্কে ৯০০ মেগাবাইট ফাঁকা স্থান লাগবে।

কল অব ডিউটি ৪-মডার্ন ওয়ারফেয়ার

প্রথমেই অপশন মেনু থেকে চিট কনসোল অ্যানাবল করে নিতে হবে। এরপর কনসোল উইন্ডোতে টিল্ড কী (~) চাপতে হবে এবং seta thereisacow "1337" কোডটি টাইপ করতে হবে কনসোল কমান্ড হিসেবে। তারপর আবার টিল্ড কী (~) চেপে কনসোল উইন্ডো এনে নিচের কোডগুলো প্রয়োগ করতে হবে (যদি চিট কাজ না করে তবে ফাইল ডিরেক্টরি থেকে cfg নামের ফাইলটি নোটপ্যাডের সাহায্যে খুলে "seta monkeytoy" লেখা স্থানের পাশের মান ১ থেকে ০ (শূন্য) করে দিতে হবে।

All weapons - give all
God mode - god
God mode but screen still shakes - demigod
No clipping mode - noclip
Flight mode - ufo
Enemies ignore you - notarget
Full ammunition - give ammo
Spawn indicated item - give [item name]
Set gravity; default is "39" - jump_height [number]
Set speed; default is "1.00" - timescale [number]
Add laser sight to all weapons - cg_LaserforceOn 1
Remove gun graphics - cg_drawGun
Zoom with any gun - cg_fov
Better vision - r_fullbright
Give RPG - give rpg
Give G3 - give g3
Give MP5 - give mp5
Give DRAGUNOV - give dragunov
Give BERETTA - give beretta
Remove all your guns and health - take all
Remove your ammo - take ammo
Draw light emitted from laser - cg_laserlight 1
Suicide - kill
Shoot without reloading - sf_use_ignoreammo 1

ফলআউট ৩

গেম চলাকালীন টিল্ড কী (~) চাপলে চিট কনসোল উইন্ডো আসবে এবং নিচের কোডগুলো টাইপ করে নির্দিষ্ট চিট আনলক করতে হবে।

help - List all console commands.
removefromallfactions - Remove player from all factions.
addtagskills # - Adds indicated amount of Tag Skill Points.
getXPfornextlevel - Gain one level.
settagskills # - Sets Tag Skill Points.
setpccanusepowerarmor [0 or 1] - Toggle Power Armor use.
GetQuestCompleted - Complete current quest.
rewardKarma # - Add indicated amount of Karma Points.
setspecialpoints # - Set Special Points.
addspecialpoints # - Add indicated amount of Special Points.
modpcs # - Add indicated amount of points to your skills.
modpca # - Add indicated amount of points to your stats.
player.setlevel # - Set player level.
player.additem 000000F # - Get indicated amount of caps.
tcl - No clipping mode.
tmm1 - All mapmarkers.
tdt - Toggle debug display.
tlv - Toggle leaves.
Tgm - God mode, unlimited ammo, and unlimited weight capacity.
tfc - Toggle free camera mode.
tm - Toggle HUD.
player.additem [item code] # - Spawn indicated number of items.
player.setAV [ability] # - Set ability (sneak, barter, etc.) score.
unlock - Unlock selected lock or terminals.
player.addspell [perk or aid code] - Spawn indicated aid or perk effect.
EquipItem [item code] - Equip existing item in selected target's inventory.
Removeallitems - Remove all weapons and clothes from target.
tai - Toggle AI.
tcai - Disable enemy combat AI.
setgs fMoveRunMult # - Set run speed; default is 4.
disableallmines - Disable all mines.
GetAVInfo [actor value] - Get information on the selected target's value.
Player.MatchFaceGeometry # - Match geometry of an NPCs face.
SetBarterGold # - Set how much an NPC has to trade with.
coc testqaitems - Teleport to room with all items.
coc megatoncommonhouse - Teleport back to game.
player.moveto [NPC ID] - Move to indicated NPC.
Setownership - Give player ownership of selected item.
player.setav damageresist [1-85] - Set percentage of physical damage absorbed by player.
player.setav radresist [1-85] - Set percentage of radiation absorbed by player.
player.setav poisonresist [0-100] - Set percentage of poison damage absorbed by player.
player.setav fireresist [0-100] - Set percentage of fire damage absorbed by player.
player.setav meleedamage [number] - Set melee damage done by player.
Resethealth - Fully heal player or selected NPC.
player.modav health [number] - Permanently set player's maximum HP
player.srm - Free repair up to your repair level
player.setweaponhealthperc 100 - Restore equiped weapon to 100%
SetGS fVATSDistanceFactor 0.0001 - Perfect V.A.T.S. aiming
SetGS fPickPocketActorSkillMult 100 - Multiply Pickpocket skill by 100
SetGS fPickPocketMaxChance 100 - 100% Pickpocket success
Set sneak mode speed multiplier - setgs fmovesneakmult [number]
addachievement [1-53] - Unlock corresponding achievement
Note: # is number.

সুপ্রীম কমান্ডার-ফোর্জড অ্যালায়েন্স

গেমের অপশন মেনু থেকে চিট মোড অ্যানাবল করে গেম চলাকালীন নিচের কোডগুলো প্রয়োগ করতে হবে।

ALT+[N] - God Mode (No Damage)
CTRL+ALT+[B] -10000 Mass/Energy/Storage
ALT+[T] - Teleport Selected Unit
CTRL+[K] - Kill Selected Unit
ALT+[F2] - Spawn Any Unit
CTRL+[N] - Name Your Unit
CTRL+SHIFT+[C] - Copy Unit/Structure
CTRL+SHIFT+[V] - Paste Unit/Structure
ALT+[LEFT CLICK UNIT] - Change to Enemy Perspective
Quit - Return to main menu
Exit - Exit to Windows
KillAll - All units and building on killed with death animations
DestroyAll - All units and building on killed without death animations
Destroy - Kill unit or building without death animation
ai_freebuild - Units and buildings are immediately built
ai_instabuild - Units, buildings, and research do not cost anything

নিড ফর স্পিড- প্রোস্ট্রিট

ক্যারিয়ার মোডে গেম চালু করে অপশন মেনু থেকে সিক্রেট কোড অপশনে যেতে হবে এবং সেখানে নিম্নোক্ত চিটকোডগুলো টাইপ করতে হবে।

Unlock the map, more cars (2004 Pontiac GTO, Chevrolet Cobalt SS, Dodge Viper SRT10, and another Nissan 240SX), all of the race days, and stage 4 performance parts-UNLOCKALLTHINGS
$2,000 - 1MA9X99
$4,000 - W2iOLLO1
$8,000 - L1iS97A1
$10,000 - REGGAME
$10,000 - 1MI9K7E1
$10,000 - CASHMONEY
Five free repair markers - SAFETYNET
Coke Zero Volkswagen Golf GTI in Career mode - ZEROZEROZERO
Energizer lithium decal in vinyls - ENERGIZERLITHIUM
Mitsubishi Lancer Evolution in Career mode - MITSUBISHIGOFAR
K&N decal in vinyls - HORSEPOWER
Castrol Syntec decal in vinyls - CASTROLSYNTEC
Energizer Lithium Dodge Viper SRT10 in Career mode - WORLDSLONGESTLASTING
Audi TT 3.8 Quattro in Career mode - ITSABOUTYOU
Lock all cars previously unlocked with the UNLOCKALLTHINGS code - LEIPZIG

ক্যারিয়ার মোডে বাড়তি টাকা আয়ের জন্য-

1MA9X99 - Plus $2.000
W2iOLLO1 - Plus $4.000
L1iS97A1 - Plus $8.000
Cashmoney - Plus $10.000
1MI9K7E1 - Plus $10.000
LEIPZIG - Plus $10.000
reggame - Plus $10.000 and a few cars

পুরনো গাড়ি আনলক করার জন্য-

Cokezero - VW Coke Zero Golf GTI
Onlinesubaru - Subaru Impreza WRX Sti
Mitsubishigofar - Mitsubishi Lancer Evolution
Zerozerozero - VW Golf GTI
Itsaboutyou - Audi TT
worldslongestlasting - Dodge Viper SRT10
unlockallthings - Nissan 240SX, Pontiac GTO, Chevrolet Cobalt SS und getunter Dodge Viper
collectorsed - Acura NSX, Acura Integra, Audi RS4, Lexus IS350, Pontiac Solstice GXP

গাড়ির পার্টস আনলক করার জন্য-

energizerlithium - Lithium Energize Vinyl frei
castrolsyntec - Castrol Syntec Vinyl frei

নতুন আসা গেম

এজ অব কোনান- রাইজ অব দ্য গোডস্লে-য়ার (মাল্টিপ্লে-য়ার)
ফ্যান্টাসি আর্থ জিরো (ম্যাসিভলি মাল্টিপ্লে-য়ার)
সেক্টর (টার্ন বেজড স্ট্র্যাটেজি)
শ্রেক ফরেভার আফটার (অ্যাকশন)
ড্রাগন এজ অরিজিন্স- ডার্কস্পাউন ক্রনিকলস (রোল প্লে-য়িং)
পাওয়ার অব ডিফেন্স (রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি)
ন-র (রেসিং)
সোর্ড অব দ্য স্টারস (টার্ন বেজড স্ট্র্যাটেজি)
ইভ অনলাইন- টাইরানিস (ম্যাসিভলি মাল্টিপ্লে-য়ার)
হরিবল হিস্টোরিস- রুথলেস রোমানস (অ্যাডভেঞ্চার)
আলফা প্রটোকল (রোল প্লে-য়িং)
দ্য সিমস ৩- অ্যামবিশনস (সিমুলেশন)
ট্রপিকো ৩- অ্যাবসলিউট পাওয়ার (সিমুলেশন)
প্রিন্স অব পারসিয়া- দ্য ফরগটেন স্যান্ডস (অ্যাকশন/অ্যাডভেঞ্চার)
হার্টস অব আয়রন ৩- সেম্পার ফাই (রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি)
পি-স্টার সোল- কনভিকশন (অ্যাকশন)
সিঙ্গুলারিটি (শুটিং)
স্নাইপার- ঘোস্ট ওয়ারিয়র (শুটিং)
ওয়ারবার্ডস রেড ব্যারন (কমব্যাট সিমুলেশন)
হিন্টারল্যান্ড- আ নিউ কিংডম (স্ট্র্যাটেজি)